পবিত্র প্রণয়

কাব্য।

শ্রীগোপীনাথ দাস গুপ্ত

প্রণীত

কলিকাতা

মির্জাপুর প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন দ্বারা

মুদ্রিত

সন ১২৮২ সাল

উপহার।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
মহাশয় শ্রীচরণেষু

সপ্রণতি বিনতি নিবেদন মিদং

আমার রচিত প্রিয়দর্শন, হিতবোধ ও নীতিগর্ভ নামক তিন খণ্ড পুস্তক দেখিয়া মহাশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমি প্রবল উৎসাহে "পবিত্র প্রণয়" নামক কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে পবিত্র প্রণয় মুদ্রিত হইয়া মহাশয়ের দৃষ্টি-প্রসাদ লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। এই কাব্য মহাশয়ের সন্তোষ সম্পাদনে শক্য হউক ইহাই আমার অভিলষিত কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, কি অযোগ্য ব্যক্তির গ্রন্থকারের উৎসাহ বিষদৃশ, এই কথা স্মরণ করাইয়া মহাশয়কে অসুখী করিবে, আমি ইহার কিছুই জানিনা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কোন পুস্তক পদ্যে লিখিয়া দেখি কেমন হয়, এই ইচ্ছার বশীভূত হইয়া পবিত্র প্রণয় পদ্যে লিখিয়াছি, নতুবা কবি হইব এমত দুরভিলাষ করিনাই। যদি মহাশয় ও অন্য পাঠকগণ ইহার প্রতি শ্রদ্ধা করেন তবে

পুনরায় কোন পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা হইলে পদ্যে লিখিতে চেষ্টা করিব, তাহা না হইলে আমার পদ্য লিখিবার উৎসাহের আদি, মধ্য ও শেষ এই মাত্র।

মহাশয় ও পাঠকগণ মনে করিতে পারেন এই গ্রন্থের সর্ব্বাংশই কাল্পনিক, কিন্তু তাহা নহে; একটী সমূলক গল্প অবলম্বন করিয়া কেবল পবিত্র-প্রণয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাই কাল্পনিক।

কোন গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ মাত্র বোধগম্য হওয়া যেমন সহজ, এই কাব্য-নিবিষ্ট পদ্য সকল সেই রূপ সহজ করিবার উদ্দেশে ইহাতে প্রচলিত অপভ্রংশ শব্দ বাহুল্য রূপে নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং এক রূপ ছন্দের পদ্য পুনঃ ২ পাঠ করিতে বিরক্তি জন্মিতে পারে এই নিমিত্তে প্রায় কোন ছন্দই দ্বিতীয় বার লিখিত হয় নাই। ইতি

সন ১২৮২ সাল তারিখ ২৬শে আষাঢ়।

নিবাস বর্দ্ধমানান্তঃপাতী শ্রীখণ্ড

অনুগতস্য
শ্রীগোপীনাথ গুপ্তস্য

পবিত্রপ্রণয়।

মঙ্গলাচরণ।

হে শিব শঙ্কর! লহ মম প্রণতি।
হের কৃপা-লোচনে শুনহ মিনতি॥
অজ্ঞ দুরাশয়, চিত্ত-শুদ্ধি-হীন,
শকতি কি হেন তুমি, প্রকাশি ভকতি?
ত্রিলোক-শরণ্য, আশুতোষ-মহিম,
তাই ডাকি সহসা এমতি॥

ওহো!—শুক প্রার্থনা কিছু নাহি করিব।
আশা গাঁথি ভাষাফুলে গাথা বিরচিব॥
উচ্চ বিষমতম, ভাষা-কুসুমতরু,
মূলে বসি ডালে ফুল, কেমনে তুলিব।
দাও হে মহেশ, শক্তি বিশেষ হেন,
বাঞ্ছামত সেফুল লভিব॥

ভাব-সৌরভ রস-মকরন্দ স্ফুরিবে।
হেন ফুল চাহি তাহি গাঁথনি হইবে॥
নঙ্গীয় মধুকর, বিজ্ঞ রসাস্বাদে.
ভাল বিনা যাকে তাতে, ভুষিতে নারিবে।
নতুবা অকিঞ্চন. বয় নাচে পদতলে.
প্রভো! ইহা স্মরণে রাখিবে॥

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম সর্গ।

জলধির তীরে করে, উড়িষ্যা উজ্জ্বল;
জগন্নাথ ক্ষেত্র, যার খ্যাতি নীলাচল॥
জগন্নাথ দরশনে, পাপ ক্ষয় আশে।
অবিরত কত যাত্রি সেথা যায় আসে॥
মাধবের দোলে, আর হরিষার রথে।
লোকারণ্য হ'য়ে যায়, ঘরে ঘাটে পথে॥
বিশেষোৎসব, হ'লে নব কলেবর।
বায়ু প্রবেশিতে নারে, ভিঁড়ের ভিতর॥
অনিষ্ট সম্ভব হয়, তখন কেমন।
সে জানে তা, সে জনতা. দেখেছে যে জন॥
সর্দ্দিগর্ম্মি. বিসূচিকা, হইয়া দুর্ব্বার।
অবাধায় নাশে যাত্রি হাজার হাজার॥

পুণ্যধামে কেন হয় এমন দুর্গতি?
জানে তত্ত্ব জগন্নাথ অপর নিয়তি॥
বড় শোকাবহ কাণ্ড, ঘটে এক বার।
প্রতিদিন মরে লোক, বিংশতি হাজার॥
যেখানে সেখানে শব পচিতে লাগিল।
শ্মশান, বসতি, পথ, সমান হইল॥
যে দুর্গন্ধ হ'লো, যেন একটু যাবেনা।
দুদিনের পথেতেও, নাসিকা ভোলেনা॥
একে সে দুর্গন্ধ, তায় রোগ সংক্রামক।
বাঁচিত কি, না পলালে, অবশিষ্ট লোক?।
বাঁচিবার বিলক্ষণ, আশা যার আছে।
চিকিৎসা, সুশ্রূষাভাবে, সেও নাহি বাঁচে॥
নিদাঘে চাতক যেন, মেঘে চায় জল।
শূন্য ঘরে কেহ করে, দে জল দে জল॥
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কেহ, সঙ্গীগণে কয়।
"ছাড়িয়া যেওনা শুন, দীনের বিনয়"॥
আগড় ঠেলিয়া শিবা, ধ'রে টানে কারে।
প্রাণ আছে বল নাই, আহা, কে নিবারে?।
খুঁটে বাঁধা অর্থ কারো, চোরে লয়ে যায়।
বল, বাক্য, নাহি শুধু, ফেল ফেল চায়॥
বাড়া ভাত ফেলি কেহ, বহির্দ্দেশে যায়।
দিলনা ওলাই চণ্ডী, ফিরিতে তাহায়॥

এ ব্যাপার দেখি ক্রমে, যাত্রি পলাইল।
রথ টানে কেবা, শেষ এমন হইল॥

যেন দাবানল প্রায়, মহামারী বেড়া দায়,
ঘোর দশা আর কি এমন ?
বিদেশে বিপদ হলে কি বিব্রত করে তোলে,
সেই জানে ভুগেছে যে জন॥
এ কথা করি শ্রবণ, নির্দ্দয়ের কাঁদে মন,
সদয় দেখিলে কি প্রকার।
সাধুর নিত্য-ধর্ম্ম, পর উপকার কর্ম্ম
পরদুঃখে দুঃখই তাহার॥
ক্ষুধিতেরে খাওয়াইয়া, বস্ত্রহীনে বস্ত্র দিয়া,
আরোগ্য বিলায়ে রুগ্ন জনে।
বিপদের দায় হরি, অনাথে সনাথ করি,
সদানন্দ সদয়ের মনে॥
সে আনন্দে হৃষ্টমন, বঙ্গের বক্ষের ধন,
কটকে বিষয় কার্য্যে স্থিতি।
পুরী-মাঝে সে সময়, তাঁহার উদয় হয়,
পর উপকারে পেতে প্রীতি॥

---

* ইঁহার নাম ৺ ঠাকুরদাস রায়, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাঁজোয়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি, ইনি গবর্ণমেণ্টের নিমক মহলের দেওয়ানী কার্য্যোপলক্ষে কটকে অবস্থিতি করিতেন।

যথা সাধ্য যতনেতে, সে বিপদ সময়েতে,
সাহায্য করেন কতজনে।
উচিত ঔষধ পথ্য, বিতরেন লয়ে তথ্য,
যে যেমন রোগী যে কারণে॥
এঁরি গুণে কত লোক, না দিয়া কাহারে শোক,
জীবন পাইয়া দেখে দেশ।
এঁরি দানশীলতায়, দুঃখী যাত্রি কত পায়,
অন্ন, বস্ত্র, পাথেয় বিশেষ॥
সে সাধুর পরিচয়, এই মাত্র আর নয়,
তাহা নয়, প্রীতি দোলে রথে।
যত দিন ছিল প্রাণ, এ প্রকারে মতিমান,
করেছেন পূরণ এ ব্রতে॥
এক দিন রজনীতে, জগন্নাথ দরশিতে,
আসিতে আসিতে দৈবাধীন।
সাধুর শ্রবণ-দ্বারে, প্রবেশিল বারে বারে,
বালকের স্বর অতি ক্ষীণ॥
সারি সারি প'ড়ে শব, তার মাঝে অসম্ভব,
জীবিতের স্বর একি একি"!
চমকি চঞ্চল মনে, কহিলেন ভৃত্যগণে,
"আলো দেখ অন্বেষিয়া দেখি"॥
মড়াকি ছুঁইতে আছে, শেয়াল কুক্কুরে পাছে,
দংশে তবে ঘোর দায় হবে।

ভূতের আড্ডা এই, এর মাঝে যেতে নেই,"
নিষেধ করিল ভৃত্য সবে ॥
না শুনিয়া সে বারণ, নিজে করি অন্বেষণ,
দেখিলেন জীবিত বালক,
পরম-সুন্দর কায়, কাঁদিতেছে উভরায়,
পড়িতেছে চক্ষের পলক ॥
"ওগো মাগো কোলে নেগো, ওগো মাগো মাইদেগো"
ব'লে সকাতর আধস্বরে।
হাতাড়িছে দুই ধা'রে, আছে কে নিকটে তার,
কোথা আছে নাজানে অন্তরে ॥
"আহা মরি কার ছেলে, জীবন্তে দিয়েছে ফেলে,
মৃত্যুমাঝে মৃত্যুর শয্যায়।
কে করিল এ কুকায, মরুক সে পড়ি বাজ,
ছেলে ফেলে প্রাণ লয়ে যায় ॥
ছেলে ব'লে ছেলে হায়, ম'লেও না ফেলা যায়,
ফেলে যাবে মনে নাহি লয়।
মরেছে জননী তাত, তাতেই হ'য়ে অনাথ,
প'ড়ে আছে এই জ্ঞান হয় ॥
আহা, কিদশা তোমার, কিছুই জাননা তার,
জ্ঞান পেলে এপ্রাণ যাইত।
নিরাশ্রয় অন্ধকারে, শব সহ শবাকারে,
নাজানিয়া আছহ জীবিত ॥

শৈশব দুঃখের নয়, বিধাতা তোর সদয়,
নতুবা এরূপে কেবা বাঁচে।
বুঝিলাম জগন্নাথ, দেখিয়া তোরে অনাথ,
প্রহরী ছিলেন তোর কাছে ॥
দুরন্ত মাংসাশী কত, ফিরিতেছে ইতস্ততঃ
তারাও কি করি অনুগ্রহ।
করিয়াছে সুরক্ষিত, হিংসে খেলে কি হইত
তোরে বড় অনুকুল গ্রহ ॥
সাধু এই কথা বলে, ধৌত করি নেত্র-জলে,
ক্রোড়ে তুলি আনিলা বাসায়।
ক্রমে শিশু সুস্থ হ'লো, নগরেতে রটি গেল
এই বিবরণ সমুদায় ॥
কোথাকার কার ছেলে, কেহ না সন্ধান পেলে,
কেবল কহিল এক জন।
"বাসা ক'রে মোরঘরে, ছিল এক ভদ্রনরে,
এবালক তাহার নন্দন ॥
শরৎ ইহার নাম, পিতৃ-নাম প্রভুরাম,
সঙ্গেছিল জননী ইহার।
এর বিসূচিকা হ'লো, হয়েগেল মলো মলো,
বাঁচিবার না দেখি আকার ॥
সঙ্গীগণে চলিযায়, তাই ত্যজিয়া ইহায়,
এর মাতা পিতা গেছে দেশে।

আমিও দেখিনি পারে, মরিয়াছে মনে ক'রে,
ফেভরে ফেলিয়া দেয় শেষে॥"
শরৎ ইহার নাম, পিতা হয় প্রভুরাম,
এই মাত্র পেয়ে পরিচয়।
আনি তায় কটকেতে, দয়া পূর্ণ যতনেতে,
পালে সাধু যেমন তনয়॥

একে মনোহর, পরম-সুন্দর,
তাহে ঋজু শিশুমতি।
বিশেষ তাহার, কেহ নাহি আর,
সবে ভাল বাসে অতি॥
স্নেহ বাড়াইয়া, দিন গুড়াইয়া,
বাড়িতে লাগিলা ক্রমে।
লিখিতে পড়িতে, শিখিলা ক্রমেতে,
অকাতর পরিশ্রমে॥
সাধুর যে মতি, শরতের প্রতি,
দয়া মায়া অতিশয়।
শরৎ তেমতি, প্রকাশি ভকতি,
করে তার বিনিময়॥
করি উপার্জ্জন, সুখী করে মন,
করি এই অভিলাষ।

বিষয় কাযেতে, নিয়োজি শরতে,
সাধু পায় সমুল্লাস ॥
গুণ থাকে যার, মান কি তাহার,
অন্তরে থাকিতে পারে?
কুসুম ফুটিলে, সুরভি ছুটিলে,
অলি সমাদরে তারে ॥
কাযের কৌশলে, তুষিত সকলে,
সাধুর বাড়িল স্নেহ।
সুযোগ এমন, করিতে অর্জ্জন,
অক্ষম হয় কি কেহ?
যৌবন উদিল, অজ্ঞান ছুটিল,
অর্জ্জনের পথ খোলা।
তবু সুখ নাই, শরৎ সদাই,
ভাবিয়া হয় বিভোলা ॥
"মাতা পিতা কোথা, তাহার বারতা,
কেদিবে কিরূপে পায়।
কেন থাকি হেথা, মাতা পিতা যেথা
খুঁজি লয়ে সেথা যায় ॥"
করি এই স্থির, শরৎ অধীর,
হেন কালে কোন জন।
ছল ছল চোখ, প্রকাশিয়া শোক,
আসিল সাধু-সদন ॥

প্রথম সর্গ।

সবিনয়ে কয়,   "মম ভাগ্যোদয়,
দেখিনু সে ভাগ্যধর।
দয়া অবতার,   স্থান সাধুতার,
যে গুণগণ-আকর॥
যেবিনা যাহার,   নাহি উপমার,
স্থান আন কোন জনে।
ঘোষে যার যশ,   এই দিক্ দশ,
তাঁরে হেরি এনয়নে॥
বিপন্ন-আশ্রয়,   দীনে দয়াময়,
যাচকের দুখ-ত্রাতা।
সেই অমানুষ,   এহেন পুরুষ,
শরতে জীবনদাতা"॥
কহিতে কহিতে,   নয়ন-বারিতে,
অতিথি আকুল হয়।
সম্ভাষিয়া তায়,   সাধু নম্র তায়,
জিজ্ঞাসিলা পরিচয়॥
"পরিচয় দিতে, লাজ পাই চিতে,
আমি অতি অভাজন।
অনুতাপী তাই,   বলিবারে চাই,
স্বমুখে পাপ-বচন॥
ওরে পাপাচার,   জীবন আমার,
প্রস্তুত হও এখনি।

পরিচয় দিয়া, বিদায় লইয়া,
যেতে চাও রে তখনি ॥
রে পাপ জীবন! তোমারি কারণ,
হয়েছি গর্হিত কারী।
কেন খেয়ে লাজ, করেছি সে কায,
স্বরূপ কহিতে নারি।
কেন বাঁচিলাম, আমি প্রভুরাম,
তনয়ের শত্রু হ'য়ে।
আর কেহ নয়, শরৎ তনয়,
ভ্রমে ত্যজি অনাশ্রয়ে ॥"
এতেক কহিয়া, যেন আছাড়িয়া,
প'ড়ে যায় অভ্যাগত।
সাধু হাতে ধ'রে, আসন উপরে,
বসান আদরি কত ॥
পুনঃ কাঁদি বলে, "আয় বাছা, কোলে,
শরৎ হারান ধন।
দেখুক নয়ন, যুড়াক জীবন,
সুখী হো'ক দুখী মন।
করেছি যে পাপ, তাতে তোর বাপ,
হইবার যোগ্য নই।
যথা জন্ম-দাতা, এবে পিতা মাতা,
নাহি তোর সাধু বই ॥

গতানুশোচনা, দিতেছে বেদনা,
তাই ভাবি ভাবি মনে।
তাতে বেঁচে থাকা, পাব তোর দেখা,
বুঝি এই সে কারণে ॥
আমাহ'তে তোরে, বিপদ বিঘোরে,
পড়ি হ'লো দুখ পেতে।
একথা তোমার, নহে ভুলিবার,
জাগিবেক অন্তরেতে ॥
সুধু কি তোমার ? এসব আমার,
জানিবে ভালের ফের।
বররুচি সম, আমার এ ভ্রম,
তোর দশা মিহিরের ॥
ভাগ্যেতে যা ছিল প্রচুর ফলিল,
ভুলে সব পরিতাপ।
হ'য়েছ কেমন, দেখাও এখন,
বাবা ব'লে ডাক বাপ" ॥
এসব কথায়, সাধুর সভায়,
পরিচয় প্রকাশিল।
মিলাইল ধাতা, শরতের পিতা,
ঘরে পরে প্রচারিল ॥
শরতেরে ডাকি, সাধু মাঝে থাকি,
দুই জনে মিলাইলা।

পিতা পুত্র দোঁহে, বিচ্ছেদ মোহে,
সাধু সাধু বুঝাইলা ॥
অপরের ধন, পেয়ে সাধুজন,
যবে দেয় করে তার।
সুখিত যেমন, হয় তার মন,
সাধু-মন সে প্রকার ॥
আঁধার ছাড়িয়া, আলোকে আসিয়া
যেমন সন্তোষ মিলে।
সে রূপ সন্তোষে, শরতেরে তোষে,
ক্ষুধা বুঝি সুধা দিলে ॥
মরে শিশুছেলে, সুবা দেখা পেলে,
সহসা পেলে রতনে।
কত সুখ তায়, সে জানে যে পায়,
প্রভুরাম গায় মনে ॥

পরে প্রকাশিল প্রভুরাম, "ঢাকার নিকটে মোর ধাম।
লোক মুখে তত্ত্ব শুনি, দিন রাত্রি নাহি গুনি,
এলাম ধাইয়া অবিশ্রাম ॥
দেখিনু সাধুর সাধুতায়, শরতে পেলাম পুনরায়।
সাধুর কল্যাণ হোক, এযশঃ ঘুষুক লোক,
দীর্ঘ আয়ুঃ বিধি দিন তাঁয়" ॥
সাধু সুবিনয়ী অতিশয়, কহিলা "কি বল মহাশয়?

কেবা কিবা করে কার, বিধি যা করেন যার,
অবশ্যই তার তাই হয়॥
শরতের ভাগ্যে যাহা ছিল, বিধির বিধানে তা ঘটিল।
আমি উপলক্ষ তায়, ধন্য-বাদ বিধাতায়,
হারা-ধন তাঁ হোতে মিলিল॥"
সাধু প্রভু উভয়ে বিস্তর, শিষ্টাচার হ'লে তার পর।
অনেকে আলাপ করে, প্রভু সুখিত অন্তরে,
প্রভুর বাড়িল সমাদর॥
শিষ্টজনে করে যে প্রকার, পিতার সহিত ব্যবহার।
শরৎ তেমনি ধারা, তুষ্ট করে ভক্তি দ্বারা,
আজ্ঞাকারী সদাই পিতার॥
এই রূপে কিছুকালাতীত, প্রভুরাম হ'য়ে হরষিত।
সাধু প্রতি প্রিয়ভাষে, কহিল বড় উল্লাসে,
"আজি এক ইচ্ছা উপস্থিত॥
উপার্জ্জনে হ'য়েছে সক্ষম, আঠার বৎসর বয়ঃক্রম।
এসময় শরতের, উপযুক্ত বিবাহের,
আজ্ঞা হ'লে করি উপক্রম"॥
ইষ্টবাক্যে হৃষ্ট সাধুবর, হাঁসি-মুখে করিলা উত্তর।
"শরতের বিভা দেই, আমারো বাসনা এই,
কন্যা কোথা এ যে দেশান্তর"॥
প্রভুরাম কহে পুনরায়, "দেশ হ'তে আমার কন্যায়।
করেছি সব সূচনা, আছে কন্যা সুলক্ষণা,

হেন কন্যা খুজে মেলা দায়॥
পিতা নাই মাতা বর্ত্তমান, অন্নবস্ত্রে নাহি সংস্থান।
তাতে কি ক্ষতি আমার, কন্যাই আনিব তার,
তারেত দিবনা কন্যা দান?
ধনি-কন্যা গরিবের ছেলে, এবিবাহে সুখ নাহি মেলে।
বিবাহ সমান ঘরে, সুখী হয় পরস্পরে,
চাহিনা রাজার কন্যা পেলে"॥
সাধু শুনি হইলা সম্মত, কহিলা "বিলম্ব আর কত।
পাথেয় পাঠায়ে দাও, ত্বরিতে তারে আনাও,
এই লও মুদ্রা দুইশত"॥
পাঁতি লিখি পাথেয় সহিত, প্রভুরাম পাঠান ত্বরিত।
দুই মাস গত হয়, কন্যার হ'লো উদয়,
বাসা দিলা অতি সন্নিহিত॥
বিবাহে বিলম্ব নাহি আর, প্রভুরামে সব কার্য্য-ভার।
যত টাকা হবে ব্যয়, আয় মত সমুদয়,
সাধু আনি দিলা হাতে তার॥
শরতের বিবাহ ব্যাপার, নগরেতে হইলে প্রচার।
যে তাহারে ভাল বাসে, সেই আনন্দেতে ভাসে,
শরতের আমোদ অপার॥
প্রথম বিবাহ সূচনায়, কত ভাব মনে আসে যায়।
শরৎ সেভাবে ভোর, হৃদয়ে বাঁধিল ঘোর,
আমোদে রোমাঞ্চ সদা গায়॥

আহা মরি, ভালবাসা-গুণের কি গুণ!
আরো কত গুণ আছে, সবাই তাহার পাছে,
সে যেথা তথায় সবে ম্লান॥

ভেবে দেখ, ভালবাসা থাকে যার প্রতি।
তারে অনাদর করি, কোন্‌গুণে পায়ে ধরি,
ফিরাইতে অন্য-প্রতি মতি?

ভালবাসা কেমন, উপমা নাহি তার।
দয়া, ভক্তি, আদি যত, নহে কেহ তার মত,
তবে কি পাইব উপমার?

মনের সহিত, ভালবাসে, যে কাহারে।
সেই বুঝে সে কি রূপ, কিন্তু সুধালে স্বরূপ
সেও ভেঙ্গে বুঝাইতে নারে॥

ভালবাসা যার প্রতি, সেও তা না জানে।
তার মর্ম্ম সে কি পায়, পাড়ে পাওয়া ভাল থায়,
মনের মন কি জানে প্রাণে।?

ভালবাসা চাহেনা, কাহারো বিনিময়।
তাহার স্বভাব হেন, যে হোক সে হোক কেন,
তায় চায় মন যারে লয়॥

ভালবাসা এমন, না হ'লে একি হয়।
শরতের বিভা এলো, নিদাঘ চলিয়া গেল,
বরষার হইল উদয়॥

বুঝিলাম শরতের, সে বিপদ কালে।

বিধি ভালবেসেছিল, তাই সাধু মিলাইল,
নতুবা ছাড়িত নাকি কালে ?
বিধাতার ভালবাসা, তাই এত ঘটে।
সেই শিশু যুবা হয়, বিদ্যা-ধন-মান্যালয়,
পরিণয় এসেছে নিকটে ॥
বিবাহের আমোদেতে. লাগে হুলুস্থূল।
গ্রীষ্মেতে হবেনা সুখ, বিধি ভাবি সেই দুখ,
করিলা বর্ষায় অনুকূল ॥
ধন্য ভালবাসা, কিবা প্রভাব তোমার।
পিতা মাতা নহে ভুল, বিধি কেন অনুকূল!
কার গুণে হয় এ প্রকার ?
বিধির আজ্ঞায় বর্ষা, ভুবনে আসিয়া।
লাগাইল ধুম ধাম, নিদাঘ কেবল নাম,
রাখিয়া, লুকায় পলাইয়া ॥
এল বরষার সেনা জলদের জাল।
প্রথমে ঘেরিল ধরা, ভানু, তেজ ঢাকি ত্বরা,
গুপ্ত হয় দেখি গোলমাল ॥
গভীর গরজে মেঘ, চমকে চপলা।
যেন মেঘ দিতে দণ্ড, গ্রীষ্মে কার খণ্ড খণ্ড,
কাটি পাড়ে তারি এ উজলা ॥
বর্ষা যেন চক্ষে দেখি, তপ্ত দিগ-দশ।
শুষ্ক বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, মৃত তৃণ যথাতথা।

করুণায় হইল সরস॥

বারি বর্ষে, হর্ষে পূর্ণ, সজীব-মণ্ডল।
খাল ডোবা ভরে এল, উদ্ভিদ বাঁচিয়া গেল,
তপ্ত-ধরা হইল শীতল॥

কিছু পূর্ব্বে আই ঢাই, ক'রেছিল প্রাণ।
এরি মধ্যে বদলিল, তপ্ত অঙ্গ শিহরিল,
চমৎকার বিধির বিধান॥

জলে পূর্ণ মাঠ, ঘাট, তক্ তক্ করে।
আলি ডিঙ্গে জল যায়, মেঠো পথ চেনা দায়,
যাতায়াত রুদ্ধ পথ ধ'রে॥

কত স্থান জলে ডুবে, হ'লো একাকার।
এবাড়ী ওবাড়ী যেন, ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ হেন,
তরি বিনা গতি নাহি কার॥

পূর্ণ-নদ-নদী-জল, অনিরাম ধায়।
বিলম্ব সহেনা তায়, পাছে দেশ ডুবে যায়,
ব্যস্ত সদা প্রকৃতি-আজ্ঞায়॥

জল-বেগে কত রঙ্গ, তরঙ্গ সহিত।
ঘুরিছে নাচিছে যেন, শ্রমে উগারিছে ফেন,
ভাবুকে তা দেখে বিমোহিত॥

কৃষকেরা বড় ব্যস্ত, নাহি অবসর।
কেহ বৃক্ষ সংরোপণে, কেহ হালি সঞ্চালনে,
কেহ আলি বাঁধিতে সত্বর॥

আরামে প্রকৃতি-শোভা, দেখে ভাগ্যবান।
কেহ আরামের ঘরে, গোঁজা দিয়া রক্ষা করে,
ঘর বার কাহারো সমান ॥
আড়া পাতি কেহবা, উজানে মাছ ধরে।
ছাতায় বাঁচায়ে মাথা, গাইয়া দুঃখের গাথা,
কেহবা চলেছে স্থানান্তরে ॥
কাদা পেচ পেচ করে, সব পথে প্রায়।
নিজ কিম্বা ভাড়াটিয়া, গাড়ী পাল্কী আরোহিয়া,
ধনীগণ সুখেতে বেড়ায় ॥
অন্নবস্ত্র কষ্টে করে, নির্দ্ধন যেজন।
গাড়ী পাল্কী কোথা পায়, চরণ-বাহনে যায়,
কাদাপায়, ভিজায়ে বসন ॥
দাস, দাসী, আর, নীচ কর্ম্মচারী যত।
ঘোড়া গোরু মেষ প্রায়, খেটে মরে বরষায়
বন্যপশু নহে এই মত ॥
গুহা, গর্ত্ত, লতাকুঞ্জ, বৃক্ষের কোটর।
যে যেথা সুবিধা পায়, বন্যপশু বরষায়,
সুখে রয় নয়ত নফর ॥
ঝর ঝর বর্ষে বারি, রাত্রে নিরবধি।
পাকাবাড়ী নাহি দুঃখ, দম্পতীর বড় সুখ,
"পাছু টান" নাহি থাকে যদি ॥
কাঁচা ঘর তাও ফুটা, বিছানা দরজে।

একোণ ওকোণ করে, প্রেয়সীর হাতে ধ'রে,
তবু সুখী যুবজানি হ'লে ॥
এক দিন শরৎ, ভাবিয়া উৎসব ।
মনে কত সুখ পায়, দিবা অবসান প্রায়,
চেয়ে দেখে বরষা-বিভব ॥
আকাশ ঘিরেছে, স্তরে স্তরে কাদম্বিনী ।
বলাকা উড়িছে কাছে, গিরিশিরে শিখী নাচে,
হাসিছে চঞ্চলা সৌদামিনী ॥
প্রকৃতির সে শোভা, দেখিতে কে নাচায় ?
শুনিতে ধমকাইল, তবু বায়ু পথ দিল,
গুপ্ত ভানু উঁকি মারে তায় ॥
শরৎ বুঝিল তাহে, প্রকৃতি রাগিল ।
বাড়িল রাগ সে রাগে, ধরণী তার সোহাগে,
হাঁসি শিরে পীতাম্বর দিল ॥
এত শোভা, আশা পুরি, দেখা না হইল ।
ব্যস্তভাবে কাদম্বিনী, সঙ্গে করি সৌদামিনী,
দেখিতে দেখিতে লুকাইল ॥
সঙ্গে সঙ্গে ভানুও, হইল অন্তর্হিত ।
সরোবরে অন্ধকার, যতেক নলিনী তার,
সেই ক্ষণে হইল মুদ্রিত ॥
ভাবে বুঝাগেল, প্রকৃতির পানে চেয়ে ।
রোষী হ'লো বিবস্বান, নলিনী করিল মান,

প্রকৃতি লুকাল লাজ পেয়ে ॥

হাতে নোতে ধরা পড়ি, লম্পট যেমন।

লাজে মুখ লুকাইয়া, দূরে যায় পলাইয়া

ভানু আজি করিল তেমন ॥

ক্রমেতে উদিল শশী, কৌমুদী ছুটিল।

শাদাবাড়ী বরষায় ধোয়া মাজা শাঁখ প্রায়

তায় যেন স্ফটিক ফাটিল ॥

চক্‌চকে লতা, পাতা, ভাতিল জ্যোৎস্নায়;

যেখানে সেখানে জল, চাঁদ করে ঝল মল,

যেন রত্নে খচিল ধরায় ॥

সানাইয়ের পুঁ, যেন ঝিঁ ঝিঁ করে রব।

মণ্ডূকের বাজ্‌খাই, মশার ভন্‌ভনাই,

শুনি ঘুমাইল লোক সব ॥

শশী নিলা অবসর প্রকাশিলা দিবাকর,

সাধুর বাসার লোকে, ত্যজিল শয্যায়।

সকলে দেখিল পরে, শরৎ বাবুর ঘরে,

লুটেছে সর্ব্বস্ব কে বা ভাঙ্গি মঞ্জুষায় ॥

"হেন কর্ম্ম কে করিল, প্রভুরাম ঘরে ছিল,

কোথা গেল, সেই কি করিল এই কায?

নষ্টের বিষম কাপ, কপটে হইয়া বাপ,

শেষে এই ক'রে গেল, না ভাবিল লাজ ॥

সাধিতে আপন ইষ্ট, শঠে কয় কত মিষ্ট,
তাহা না বুঝিয়া দুষ্টে করিয়া বিশ্বাস।
সবিশেষ পরিচয়, না জানি দিলে আশ্রয়,
তাহার যে পরিণাম, হইল প্রকাশ॥
পরম-সৌভাগ্য মানি, কাহারো প্রাণের হানি,
হয় নাই অসম্ভব, কি ছিল তাহার;"
সবে তপ্ত অনুতাপে, শরতের জাল বাপে,
চোর জানি অন্বেষণ, করে অনিবার॥
নহে সেত কাঁচা চোর, না হইতে নিশিভোর,
পলায়েছে সে, বিনা কে, জানে সে সন্ধানে।
না পাইল অন্বেষণ, শেষে করে আগমন,
শরতের ভাবি-শ্বশ্রূ, আছে যেই স্থানে॥
সবে বিচারিল মনে, "এই জানে সেই জনে,
পীড়াপীড়ী করিলে, কহিবে পরিচয়॥"
যা ভাবিল তাহা নয়, সে শুনে এ পরিচয়,
আকাশ হইতে যেন, নিপতিত হয়॥
কাঁদিয়া করে প্রকাশ, "আমারো যে সর্ব্বনাশ,
যা কিছু আমার ছিল, সব তারি হাত।
গহনা গড়াবে ব'লে, কালি ভুলাইয়া ছলে,
একরাশ রূপা, সোনা, কৈল আত্মসাৎ॥"
সে নারীর সে কথায়, বিশ্বাস না করি তায়,
শঠের সঙ্গিনী ভাবি, সাধুর স্বজনে।

ধমকি শাসন করে, মাগী প্রকাশিল পরে,
আপন নিগূঢ় কথা, বাছিল গোপনে ॥
"আমি নাহি চিনি তারে, এই জানি সে আমারে,
উপপত্নী ক'রেছিল, ভুলায়ে কৌশলে।
বেড়াইত দাঁও চেয়ে, মানুষ আমারি খেয়ে,
আজ কাল শরতের, বাপ হয় ছলে ॥
মোর কন্যা এ যেমন, তার পুত্র সে তেমন,
বিবাহ নির্ব্বাহ হ'লে, লাভ হবে বেস।
এই লোভে আনি মোরে, আপন পুটলি ভ'রে,
আমারেও ফাঁকি দিয়া পলাইল শেষ ॥"
একথা কহিয়া নারী, চরণে ধরি সবারি,
কাঁদিল অনেক তাই পরিত্রাণ পায়।
চোর কি চাতুরী জানে, যে শুনে আশ্চর্য্য মানে,
বিবরণ হ'লো রাষ্ট্র, পাড়ায় পাড়ায় ॥
দুঃখ করে বিজ্ঞদলে, নব্যে পরিহাস ছলে,
আমোদ করয়ে সদা, শরতে লইয়া।
বেশ্যা দেখাইয়া কয়, "শরতের শ্বশ্রূ হয়,"
"শরতের পিতা" বলে, চোর দেখাইয়া ॥
লোকে সকৌতুকে কয়, শরতের লজ্জা হয়,
ক্রমে বড় ঘৃণা জন্মে, সচিন্তিত মনে।
ঘৃণা হ'য়ে সুখ গেল, মনেতে বৈরাগ্য এল,
কটক ত্যজিতে ইচ্ছা, হইল এক্ষণে ॥

"পরিচয় জানা নাই, চোরে পিতা হয় তাই,
জামাতা করিতে চায়, কুলটা যে নারী।
চোরে নিল অর্থ হ'রে, লোকে উপহাস করে,
লাজে দুঃখে মর্ম্মব্যথা, সহিতে নাপারি॥
সংসারে যে সুখ হয়, আমার হবার নয়,
তবে কেন সহি এত, অসুখের ভার?
প্রাণত্যজি যাক দায়, ত্যজিলে পাবনা তায়,
এস্থান ত্যজিয়া যাই, উচিত আমার॥
এস্থান ত্যজিয়া গিয়া, নানা স্থান অন্বেষিয়া,
পেলেও পেতেও পারি, বাসের সন্ধান।
মাতা পিতা উভয়ের, যদি কভু পাই টের,
এজন্মের সাধ পুরি, সুখী হবে প্রাণ॥"
এই সব চিন্তা করি, সাধু-সঙ্গ পরিহরি,
শরৎ চলিলা হ'য়ে, উত্তরাভিমুখ।
চলিলা ঔদাস্য ভরে, মন কিন্তু হুহু করে,
কোথায় চলেছি ভাবি, উথলিল দুখ॥

যথায় নিবাস যার, তথা হ'তে যেতে কার।
হৃদয় ভেদিয়া, নেত্র-পথ দিয়া,
বহেনা দুঃখের ধার।?
শরৎ ব্যাকুল হ'য়ে, কটকেরে সবিনয়ে।
প্রণতি করিল, কতই কাঁদিল,

অশ্রু ঝরে বুক ব'য়ে॥

নিবারিয়া নেত্র নীর, মনে মনে কহে ধীর;
"কেমন করিয়া, ধৈরজ ধরিয়া,
দেশান্তরে হব স্থির।?

নিতান্ত শৈশবে আসি, হয়েছি কটক-বাসী।
তবেকি ছাড়িত, এযদি বুঝিত,
আমি এরে ভালবাসি।?

নগর স্থাবর হয়, শরৎ স্থাবর নয়।
সে যে ভালবেসে, ত্যজি যায় শেষে,
এদুখ সাধেকি সয়।?

যাবৎ জীবিত রবে, সদাই স্মরণ হবে।
কটকের শোভা, অতি মনোলোভা,
ভুলিব মরিব যবে॥

বারানসী যে প্রকার, কটকের দুই ধার। *
পাথরেতে বাঁধা, দেখে লাগে ধাঁদা,
কোথায় এমন আর।?

কিবা দুর্গ পুরাতন, গত রাজার লাঞ্ছন। *
মহরমে মেলা, দীপালীর খেলা, †
মনে রবে অনুক্ষণ॥

কাট-যুড়ী নদী-কূলে, শোভে উপবন-ফুলে।

---

* এই দুইটীই কটকের মধ্যে উত্তম দ্রষ্টব্য।

† কটকের সকল উৎসবের মধ্যে এই দুই উৎসব প্রধান।

প্রথম সর্গ।

সাধুর সদন, সাধুর ভবন,

তা কি কভু রব ভুলে।?

এদীনের জীব-দাতা, যাঁরে জানি পিতামাতা।

তাঁর শ্রীচরণ, পূজিবেক মন,

গাব তাঁর গুণ-গাথা॥

সাধু বিনা আপনার হ'তে পারে কে আমার।

এ জীবনাবধি, পদ সেবি যদি,

কিছু শোধ হয় তার।

কর্ত্তব্য অন্যথা করি, কৃতজ্ঞতা পরিহরি।

সাধুরে ছাড়িয়া, যাব পলাইয়া ?"

আসে ফিরি ইহা স্মরি॥

ইতস্ততঃ বিচরণে, পুনঃবুঝি মনে মনে।

মনে বুঝাইয়া, নয়ন মুদিয়া,

"বলে যাই এইক্ষণে॥"

চরণ চলিয়া যায়, পাছু পানে মন ধায়।

নাড়ী মুঁচড়িয়া, মায়ায় মোহিয়া,

পথ আগলিল প্রায়॥

"এ মায়া কিসে বা কাটে, এখনি মরম ফাটে।

না দেখি সাধুরে, বাঁচিবনা দূরে,"

ভাবিতে সে গতি ঘাটে॥

দুলিছে যেন দোলায়, নবীন সন্ন্যাসী প্রায়।

শরৎ সুজন, ভাবি কিছুক্ষণ,

প'ড়ে পায় সদুপায় ॥

"পুরুষে বিদেশে যেতে, মোহ পেলে অন্তরেতে

বলে কাপুরুষ, সেই কাপুরুষ,

হইব কি এ মোহেতে ?"

এভেক বিচার পরে, মন বাঁধে জোর ক'রে।

দিতে নির্ব্বাসন, দোষীরে যেমন,

রাজ-দূতে বাঁধে ধ'রে ॥

স্নেহ-পূর্ণ দয়াবান, সাধু দেব-মূর্ত্তিমান।

পুনঃ মনে এল, গতি বেধে গেল,

উদিল ভকতি জ্ঞান ॥

" ভকতি করিয়া তাঁয়, মাগিয়া লব বিদায়।

চরণে বন্দিয়া, সুযাত্রা করিয়া,

না গেলে হবে অন্যায় ॥"

এই স্থির করি মনে, চলে সাধু সম্ভাষণে।

পদ না চলিল, হৃদয় বলিল,

" যেওনা তাঁর সদনে ॥"

"সাধু কি ছাড়িয়া দিবে? স্নেহ বাক্যে ভুলাইবে।

যাবনা নিকটে, যদি বাধা ঘটে,

আজ গতি না ফিরিবে ॥"

বাধা ভেদি এইবার, মহানদী হ'য়ে পার।

ধীরি ধীরি যায়, ফিরি ফিরি চায়,

তবু ফিরিল না আ'র ॥

শরৎ আসিয়া ক্রমে উত্তরিলা, দর্পণ রাজ্যেতে।
সে সময়ে দিবাকর উঠিছেন, উদয়াচলেতে॥
নিকটে দেখিলা যেন, ঘন করি, ঘন ঘিরিয়াছে।
কিন্তু সেই ঘনঘটা, অতি অল্প, স্থানে স্থির আছে॥
কৌতুক বাড়িল মনে, একি কাণ্ড, দেখিবার আশে।
বাড়িলে ভানুর ছটা, অভ্র ভেদি, গিরীশ প্রকাশে॥
মনেতে হইল "যেন, দিনেশের রথ কি কারণে।
তাঁরে ল'য়ে যাবে কোথা, তাই বুঝি, উঠিছে গগণে॥
এ রথে উঠিয়া দেখি, নির্ম্মাণ-কৌশল কি প্রকার।
পেয়েছি সম্মুখে, ভাল, দেখে লই, কেমন আকার॥
এইত নিকটে, স্পষ্ট দেখা যায়, পথেরিস্ত ধারে।"
এত ভাবি মনের উল্লাসে চলি, যান দেখিবারে॥
যত যান ফুরায়না পথ, তবু. যেন সেই ভাব!
ভাবিলা " বুঝিবা সত্য, অনুমান, তার দৈব-ভাব॥"
এই যে এই য়ে করি, যোজনেক, পথ হ'য়ে পার।
উপত্যকা দেখি তবু, বুঝিতে নারিলা, কি আকার॥
সহসা বুঝাই ভার, তাহে হ'লে আরোহী নবীন।
কেমনে বুঝিবে এ যে, ক্রমে উচ্চ, অঙ্গেতে বিপিন॥
অধিত্যকা হ'তে দেখে উপত্যকা-বাসীর ভবন।
তাদের নির্ম্মিত-ঘর যেন, হেন ক্ষুদ্র আয়তন॥
তখন উঠিতে বাকি, শিখরির, ঊর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ।
বিনা কষ্টে এতদূর উঠি আরো, বাড়ে অনুরাগ॥

এভাগ বিজন নয়, মাঝে মাঝে, লোকের আবাস।
সে লোক অসভ্য, কিন্তু নহে কারো, অধীন বা দাস॥
বিচিত্র-গঠিত ঘর, তরু, গুল্ম, লতায়, মিলিয়া,
সেই ঘরে সুখে থাকে, অসুখ না যায়, কাছ দিয়া॥
অযত্ন-সম্ভূত ফলমূল, আর মৃগ মৃগয়ার।
অতি উপাদেয় ভাবি, তারা করে, তাহাই আহার॥
বসন, লবণ, তৈল, সেথা নাই; না হ'লেও নয়।
বনৌষধি, শুষ্ক কাষ্ঠ, সহ, তাই করে বিনিময়॥
স্ত্রী পুরুষে দৃঢ়কায়, হৃষ্টপুষ্ট, নির্ভয়-মানস।
নহেক সুবোধ তাই, বাহ্যভাবে, দেখায় কর্কশ॥
মহিষ, গোধন, শিবা, ছাগ, মেষ, তরক্ষু, শূকর।
ভল্লুক, উরগ, আদি, বাসকরে, তাহার উপর॥
বিবিধ বিহঙ্গ যত সেথা, তত লোকায়য়ে নাই।
তাদের ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিময়, পর্ব্বত সদাই॥
কুরঙ্গ কতই রঙ্গ করে, হেরে, ঘুড়ায় নয়ন।
ময়ূর পেকম ধরি, নৃত্যকরে, প্রিয়-দরশন॥
এ সকল হ'ত, যদি, বৃক্ষহীন শৈলে কি, কান্তারে।
শোভিতনা শোভে কোথা,কেশহীন শিরঃঅলঙ্কারে।
একে যত ছায়াতরু সঘন, কে যেন সাজায়েছে,
মাঝে মাঝে কত গুল্ম, লতা,ফলে ফুলে শোভিতেছে॥
তাহে নানা জাতি পাখী, ডালে বসি, করে কলরব।
গন্ধবহ ক্রোড়ে লয়ে, নানা ফলফুলের সৌরভ॥

সেথা যতজাতি বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ফুলের ফলের।
লোকালয়ে তত নাই, চেনা দায়, কোন্‌টী কিসের॥
অপর আশ্চর্য্য দৃশ্য, বৃক্ষাদির প্রত্যেকেরি বন।
দেখে মনে লয় কারো, অনির্ব্বচণীয় উপবন॥
ক'লেও হইতে পারে, স্বভাবের সাধের আরাম্।
তাই শান্ত, হিংস্রজীব, সবে সম করিছে আরাম॥
এসব দেখিয়া হর্ষে চূড়াদেশে, উঠিয়া শরৎ।
দেখিলা শোভিছে সেথা, দেবালয়, সুদৃশ্য বৃহৎ॥
দেব-মূর্ত্তি স্থাপিত তথায়. তায় পরম কৌশল।
বিগ্রহের পদ হ'তে, অবিরত, ঝরিতেছে জল॥
এব্যাপার গুপ্তস্থানে, অনেকেই, বিশেষ জানেনা।
প্রবাদ হ'য়েছে তাই, বিষ্ণুপদোদ্ভবা ভবায়না॥
এত ভাবি প্রণমি দেবেরে, নিম্নে নামিতে লাগিলা।
অপর দিগের, উপত্যকা ভাগে, আসি উত্তরিলা॥
দেখিলা তথায় কৃত, বড় বড় স্তূপের মতন।
জিজ্ঞাসি জানিলা তাহা, পর্ব্বতের প্রথম পত্তন॥
দেখিয়া শুনিয়া জানে, তথাকার লোকে এইমত।
বল্মীকের প্রায় থাকি, বাড়িতেছে এ সব পর্ব্বত॥
হেন দ্রষ্টব্য দেখি, কার বা নাহয় সুখোদয়?
বিশেষতঃ যেই জন, প্রকৃতির ভাবে ভাবী হয়॥
দেখে শুনে সুখী হ'য়ে, তথা হ'তে করিলা গমন।
শরতের বাঞ্ছা শীঘ্র, বঙ্গ দেশে করি দরশন॥

এমন মানুষ নেই, জন্ম-ভূমি যার যেই,
তাহার মায়ায় মুগ্ধ, হয় না হবেনা।
এরূপ স্নেহের স্থান, দ্বিতীয় পাবেনা॥
অনুপ কি উপত্যকা, মরু কিম্বা অধিত্যকা,
বন বা উর্ব্বরা ভূমি, যেথা জন্ম যার।
তাহার নিকটে স্বর্গ, হ'তে, সুখাগার॥
বিদেশে বিশেষ সুখে, থাকিলেও তার মুখে,
লেগেথাকে সেই পূর্ব্ব,কুঁড়ের আখ্যান।
তার লাগি থাকি থাকি, কাঁদে তার প্রাণ॥
কেন হয় এপ্রকার, হইবে কারণ তার,
জন্মাবধি পরিচিত,তাই সে এমন।
কিন্তু যেই দেখে নাই, তারো যে তেমন॥
শরৎত দেখে নাই, তবু কেন সর্ব্বদাই,
জন্ম-ভূমি দেখিতে, হ'য়েছে ব্যস্ত অতি।
কে যেন টানিছে, হেন ভাবে,করে গতি॥
ভূত-গত অনুবন্ধ, শরীরির সহ বন্ধ,
তাই তারা এই ধারা, টানেপ্রাণ মন।
বিদেশে কি ভিন্ন ভূত, নহেক তেমন?।
এ যদি না হয় তবে, এই গূঢ় হেতু হবে,
আমার বলিয়া যায়, ভাবয়ে হৃদয়।
যে হোক সে হোক হয়, প্রেমের নিলয়॥
সেইসে প্রেমের স্থান, দেখিয়া যুড়াব প্রাণ,

কবেবা হইবে সেই, সুখের ঘটন।
সরৎ সদাই এই, চিন্তায় মগন॥
কিন্তু সেই কোন্ দেশ, নাজানে তার বিশেষ,
কেবল লোকের মুখে, শ্রবণ ক'রেছে।
বঙ্গবাসী কেহ তায়, ত্যজিয়া গিয়েছে॥
জেনে এই নিদর্শনে, বঙ্গদেশে মনে মনে,
স্থাপিয়াছে যে সকল, সাজে সাজাইয়া।
ইতিহাসে লোক-মুখে, আদর্শ পাইয়া॥
উত্তরিয়া বাঙ্গালায়, সে ছবি মিলাতে যায়,
কিছুই মেলেনা এযে, সকলি নূতন।
মনের অপূর্ব্ব ভাব, হইল তখন॥
সে কি ভাব সবে জানে, না দেখিতে মনে জানে,
লেগে যায় মনগড়া, ছায়া যার তার।
সে কি কোথা মিশে? সে যে ছায়া কল্পনার!
যাহা দেখিবার আশে, হৃদয় উল্লাসে ভাসে,
দেখিলে তাহারে, যেই ভাবোদয় হয়।
সেই জানে যার হয়, বুঝাবার নয়॥
সে ভাবে করিল ভোর, সুখের নাহিক ওর,
শরতের হাতে যেন, এসে বসে চাঁদ।
দেখিতে সকল বঙ্গে, বাড়িল আহ্লাদ॥
দেখিলা কান্তার কত, ধূ ধূ করে অবিরত,
বহুদূর-ব্যাপী তাহা, পার হওয়া দায়।

বিল, ঝিল, ক্ষিল, শস্যক্ষেত্রে, শোভে তায় ॥
হৃদয় ভেদিয়া কার, বিভাগিয়া দুই ধার,
চলিয়াছে স্রোতস্বতী, মৃদু মৃদু গতি।
কাহারো অন্তরে বন, ভয়ানক অতি ॥
যে কান্তারে যায়ে তারে, দস্যুতে ধরিয়া মারে,
জামাই তনয়ে মারে, শুনাছিল কাণে।
শরৎ দেখিলা তাহা, আছিল যেখানে ॥
কোন মনোহর মাঠে, পরিপাটী বাঁধা-ঘাটে,
দিগ্‌ব্যাপী নদী প্রায়, দীঘী দীর্ঘাকার।
বঙ্গ বই কোন দেশে, নাহি এ প্রকার ॥
বাঁধা-ঘাটে শিবালয়, পুষ্প-বৃক্ষ পাড়ময়,
কিবা সরোবর আহা, দেখে ভোলে মন।
অন্য দেশে আছে কিন্তু, নাহিক এমন ॥
একে তার কাল জল, তায় ফুটে শতদল,
গন্ধবহ ফিরিছে, ছড়ায়ে পরিমল।
টলটলে জলে খেলে, জলচর দল ॥
মরাল সাঁতার খেলে, হিল্লোলে কমল হেলে,
কে কমল ভ্রমে অলি, খুঁজিয়া বেড়ায়।
শরৎ সে রস দেখি, কত সুখ পায় ॥
আমাদের বঙ্গদেশ, এতে এত বেস বেস,
দৃশ্য বস্তু আছে, দেখে ভুলে যায় মন।
শুধু জন্মভুমি নয়, প্রিয়দরশন ॥

দেখে কত পাড়াগাঁয়, নগর হারিয়া যায়,
সারি সারি কাঁচা, পাকা, মিশামিশি ঘরে।
বিবিধ জাতীয় লোক, নিবসতি করে॥

যেন সবে একঘর, প্রতিবাসী পরস্পর,
মিলেঝুলে কেমন, র'য়েছে নিরাপদ।
অথচ সমান নয়, কাহারো সম্পদ॥

চাকুরে আর চাষীতে, শ্রমজীবী, ভিক্ষারীতে,
ঘেরা বেড়া গ্রামে, দুই এক জমিদার।
বিশেষ করেছে শোভা তারা পাড়াগাঁর॥

নগরেতে চেনা ভার, ধনবান জমিদার,
পরস্পর ধুমধামে, বড় নাজানায়।
পাড়াগাঁয় একেতেই, পাহাড়ের প্রায়॥

কোন গাঁয় সরোবর, স্থানে স্থানে মনোহর,
কোন গাঁর কাছে নদী, চলে গুড়ি গুড়ি।
বাগান শস্যের ক্ষেত, আস পাশ যুড়ি॥

বড়গ্রামে সর্ব্বদাই, যাহা চাই তাহা পাই,
ছোটগ্রামে ভাল দ্রব্য, নামিলে সদত।
বড়হ'তে ছোট কিছু, ভিন্ন এই মত॥

এদেশে নগর যত, অন্য দেশে নাহি তত,
গৌরবের হেতু এত, উন্নতির দ্বার।
অসুখের মধ্যে রথ্যা, অতিকদাকার॥

শরৎ দেখিয়া দেশ, সুখ পান সবিশেষ,

কিন্তু কোথা পিতা, মাতা, নাহ'লো সন্ধান।
অন্বেষিতে বাকি মাত্র, অতি অল্প স্থান ॥
গ্রাম গাঁই জানা নাই, প্রভুরাম পিতা তাই,
সুধান সবারে কহি, নিজ পরিচয়।
কেহই কহিতে নারে, কে, সে, কোথা রয় ॥
বহুদিন হ'লো গত, শরৎ ঋতু আগত,
দেশান্তরে যাতায়াত, চলেনাত আর।
শরতের গতি রোধে, শরতের ধার ॥

—•••••—

শরতের প্রথমেতে, ঘনরূপে ঘন।
গগণ ঘিরিয়া রাখি, বারি বর্ষে থাকি থাকি,
জল-স্রোতে স্থল ভাগ, করে আপ্লাবন ॥
হেন বুঝি ডুবাইল, পৃথিবীরে ভাসাইল,
সাগর উঠিল যেন, করি আস্ফালন।
নিম্ন স্থলে হ'লোদায়, ঘরকন্না ভেসে যায়,
হায় হায় করি কেহ, করিল ক্রন্দন ॥

রক্ষা যেই বহু দিন, নাহিরহে বান।
নতুবা দ্বীপের মত, জাগে উচ্চ ভাগ যত,
ডুবে হয় নিম্ন ভাগ, সাগর সমান ॥
নিম্নবাসী যত নর, হ'য়ে পড়ে উভচর,
কষ্ট পেয়ে ম'রেযায়, এতে বাঁচে প্রাণ?

দি প্রাণ বাঁচে তায়, নৃশংস যাদসে কায়,
দেখা পেলে ছেড়ে দেয়, না বধি পরাণ ॥

প্রাণ যেথা পশিছিল, পলি প'ড়ে তায়।
বাড়িল শস্যের তেজ, সাজারু ফুলায়ে লেজ,
উঠিল গা ঝেড়ে যেন, হেন শোভা পায় ॥
কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম, প্রভৃতির জলে সদ্ম,
পূর্ণ সরোবরে নাচে, হেলি দুলি বায়।
মধ্য অংশ শরতের, প্রভাব বাড়ায় ঢের,
সুদৃশ্য সকল দিগে, আমোদ ছড়ায় ॥

ক্রমেতে আকাশে, মেঘ হইল বিরল।
তাপ ছাড়ি প্রভাকর, প্রকাশিয়া খরকর,
পথ ঘাট শুষ্ক করি, ফেলিল চঞ্চল ॥
বারিদের ঘরষণে, যেন বিধু এইক্ষণে,
পূর্ব্ব হ'তে অধিক, হইয়া সমুজ্জ্বল।
নিশির বাড়ান মান, নিশি হাসি গ'লে যান,
তাই সে কৌমুদী, শরতের নিরমল ॥

এ সময়ে সিত-পক্ষে, নিশি কি সুন্দর!
গগণ-বরণ-শ্যাম, শস্য-পূর্ণ ধরা-ধাম,
জলে চাঁদ-প্রতিবিম্ব, তুল্য মনোহর ॥

হঠাৎ শূন্যেতে থেকে, উচ্চ নীচ দুই দেখে,
ভ্রান্তি হয়, উৰ্দ্ধ, অধঃ, চেনাই দুষ্কর।
ঘন ঘন জলাশয়, প্রতিবিম্বে মনে হয়,
কত চাঁদ হেথা, শূন্যে এক নিশাকর ॥

যখন ঘুমায় লোক, জাগিয়া তখন।
দূর হ'তে শুনা যায়, কতশব্দে জল ধায়,
বর্ণন না হয়, সেই শব্দ যে কেমন ॥
পটহ, মুরজ, বীণা, পারেনা সে ধ্বনি বিনা,
সে ধ্বনির মধুরতা, করিতে ঘোষণ।
মন্থর মেঘের জল, যে শব্দে চুম্বয় স্থল,
সেকি সাধারণ কিবা, তাহারি মতন।?

এ সময়ে প্রতিধ্বনি, মনের মোহন।
কাছে কাছে জলাশয়, পরস্পর লুফে লয়,
কোথাকার ধ্বনি করে, কোথায় গমন ॥
নানা বস্তু নানা ধ্বনি, মিলি তার প্রতিধ্বনি,
প্রতিধ্বনি-প্রতিধ্বনি, করিলে শ্রবণ।
সুখের কি বাকি থাকে, সে সুখ কে কবে কাকে ?
অনির্ব্বচনীয় সে, যে, না হয় বর্ণন ॥

এ সময়ে কিবা রম্য, এরূপ নিলয়।

...রে শোভে অরণ্যায়, পাশে ভরা-নদী ধায়,
স্বাভাবিক ধ্বনি করে, প্রতিধ্বনি ময়॥
..., লতা, শস্যরাজি, জ্যোৎস্নায় জ্যোতিষ্ক সাজি,
বড় শোভে দেখি যেন, ঘনদুঃখী হয়।
...াই চন্দ্র সে দোঁহারে, পর্য্যায়েতে তুষিবারে,
কৌশল দেখায় দেখি, অসুখ কি রয়।?

শরতে শারদানন্দ, নহে অসম্ভব।
...থা ইচ্ছা তথা থেকে, যাহা ইচ্ছা শুনে দেখে,
যত কিছু আনন্দ, লভিতে পারে সব॥
কিন্তু যে অসুখ তাঁর, তাঁর সুখ ঘটা ভার,
দুঃখির কি ভাললাগে, প্রকৃতি-উৎসব?
কোথা মাতা, পিতা, বাস, না জানি সদা হতাশ,
তাঁর পক্ষে ছড়ান, আনন্দ সুদুর্ল্লভ॥

যাবৎ শরৎ, থাকা চাই, এক স্থানে।
গঙ্গাতীরে গণ্ডগ্রাম, গোঘাট তাহার নাম,
ভদ্রপল্লী ভদ্র সঙ্গে, থাকিলেন মানে॥
ঘর এক অবীরার, বিরজা আখ্যান তার,
সেই দিল বাসা, দয়া হলো তার প্রাণে।
বড়ই সরলা সেহ, শরতে করিয়া স্নেহ,
যত্ন করে হেন, যেন, আপন সন্তানে॥

দ্বিতীয় সর্গ।

গোঘাট-নিবাসী রমাপতি।
ধনে কুলে গুণে মানী অতি॥
সে বিরজা তাহারি সেবিকা।
তারি দত্ত-বেতনে জীবিকা॥
তাহারি আশ্রয়ে করে বাস।
বাড়ী তারি বাড়ীর সকাস॥
ভালবেসে বিরজার বাসে।
রমাপতি-সুতা সদা আসে॥
সে নারীর নবীন বয়স।
পরিপূর্ণ লাবণ্য-কলস॥
পঞ্চদশ বরষ বয়স।
কথা কয় সকলি সরস॥
শরতের উপস্থিতি কালে।
এক দিন আসিল বিকালে॥
দেখিল শরৎ সুকুমার।
বোধ হলো গঠিত কুমার॥
"বিরজা কি পুজে ষড়ানন?"
জিজ্ঞাসিতে করিল মনন॥
হঠাৎ দেখিয়া সুষমায়।
সে কুমার সরিয়া দাঁড়ায়॥

তাহা দেখি বুঝিল সুষমা।
"এ কুমার কুমার-উপমা॥"
লজ্জা পেয়ে পলাইতে চায়।
এস ব'লে বিরজা ফিরায়॥
"অজ্ঞাত-পুরুষ তোর ঘরে।
না জেনে এসেছি যাই স'রে॥
এ কথা জানাতে হয় আগে।
না যেতাম ওর আগেভাগে॥
তোর বাড়ী আসিব না আর।"
এত বলি যায় পুনর্ব্বার॥
বিরজা কহিল "ও সুষমে!
ওরে তোর কায কি সম্ভ্রমে॥
ভালবাসি তাই তুই মেয়ে।
তেমনি ও ছেলে ছেলে চেয়ে"॥
ইহা কহি শুনেছে যেমন।
পরিচয় কহিল তেমন॥
পরিচয়ে আশ্চর্য্য মানিল।
রূপদেখে অনুপ ভাবিল॥
হোক না যুবতী, অনূঢ়ায়।
তত লজ্জা জন্মে নাই তায়॥
সেই হেতু না ভাবি দূষণ।
চখো-চখী করেছে যেমন॥

অমনি আঁখিতে এলো লাজ।
ভাবিল "করিনু একি কায।"
ভ্রাতৃ ভাব হয়না এজনে।
অন্য ভাব উপজিল মনে॥
আমারি নয়ন আর মন।
জানিনা যে নহেত আপন।
আমার অজ্ঞাতে এই জনে।
বসাইল হৃদয়-আসনে॥
ভাল নয় এমন ঘটনা।
ফিরে আর এ চোখে চাবনা॥
মনে আর এখানে লবনা।
কি জানি কি করে-ক্ষেপাগেনা॥
এত ভাবি ফিরায়ে নয়ন।
সুষমা চলিল নিকেতন॥

সময় যখন যার হয় ।৹
সেকি কারো বাধা মানে, স্বভাব তাহারে টানে.
স্বভাবের অবাধ্য সে নয়॥
স্বভাবের কায ক'রে. পরি তৃপ্ত রয়,
সে তৃপ্তি অন্যথা হওয়া, আর নাকি সয়।

যৌবন-সুলভ সুখ লাগি।

...বস্তু দেখাইল, তার কায সে করিল,
মন ভোলে, আঁখি দোষ-ভাগী ?।
...নেরি বা দোষ কিসে, কে হেন বিরাগী।
...ভিমত বস্তু প্রতি নহে অনুরাগী॥

আর সেকি ভুলিবার ধন।
...ভুলি চেষ্টাকরে, মন ফিরি ফিরি ধরে,
থাকি থাকি পালটে নয়ন॥
নয়ন দেখাবে পথ, চলিবে চরণ।
...বেই গতির, প্রতি রোধ, ঘন মন॥

এগোন পেছোন হলো দায়।
...ছিত যৌবনা ছিল, আঁখি আজ বুঝাইল,
যৌবনের কায সে বালায়॥
সরম করযে লাগে, এহেন বেলায়।
সেই ছিল তাই বালা, গৃহে যেতে পায়॥

গৃহে আসা না আসা সমান।
নয়ন লেগেছে তায়, মন কি আর দাঁড়ায়,
থাকে থাকে যায় সেই স্থান॥
বিরজা-ভবন আর, সেই রূপবান।
তুলে আনি বসাইল, হৃদে, যেন প্রাণ॥

দুধে জলে হইলে মিলন।
আরকি পৃথক হয়? সব হয় দুধ ময়.
সুষমার ঘটিল তেমন ॥
জাগিয়া বা স্বপনেতে, যখন তখন;
দেখে শরতের রূপে হৃদয় রঞ্জন ॥

বাল্যকালে এমন এমন।
দেখেছি কত যুবাই, কেহইত মনে নাই,
এযে আজি মজাইল মন ?॥
যৌবন এখন, মন নহে সে তেমন।
সুষমা হাঁসিল হ'লে, একথা স্মরণ ॥

বেদে'তে সাপের হাঁচি চেনে।
চারি চক্ষু দোঁহাকার, মিলেছিল বারবার,
সুষমা তাতেই নয় জে'নে ॥
তারো আঁখি মন ক্ষান্ত নহে লাজ মেনে।
আশক্তি জন্মায় মন এই তত্ত্ব এ'নে ॥

সে তত্ত্বে সন্দেহ পুনঃ গণে।
"এমন ত হ'তে পারে, সে ভাবে দেখি আমারে,
মন্দ ভাব লাগে তার মনে ॥
তাই যদি হয় তবে, পাবনা সেজনে।

জাগে পাছে না ভেবে, কি কৈল আঁখি মনে” ?।

আবার ভাবিল সেই ক্ষণে।
এমন বেদেই, নাই, নাচেনে সাপের হাঁই,
সেকি বুঝে নাই মোর মনে ?।
অয়স স্ববশে রবে, চুম্বকাকর্ষণে।
এহেন ঘটনা হবে, কেন কি কারণে ?।

যাবৎ না হ'য়ে সুমিলন।
নাহি মিলে একাসনে, শঙ্কা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
প্রণয়ের প্রথম-লক্ষণ ॥
মনে হ'লো “যদি মোরে, না চাহে সেজন।
তাহে না মরিত মন, থাকিল এমন ॥

শাদায় বিচিত্র চিত্র করি।
মুছে অন্যে চিত্রিতিলে, যদিও উত্তম মিলে,
দাগরবে যাবৎ না মরি ॥
দাগা দিতে মনে, এই ধনে পরিহরি।
পারিবনা আমি, ছি ছি হরি হরি হরি ॥”

এবিচার হ'তে সমাধান।
ইচ্ছা হ'লো একবার, তার মন কি প্রকার,

পরীক্ষিলে পাইব প্রমাণ ॥
বিলম্ব সহেনা বলি, করিতে পয়ান।
বাধা দিল বিরজা, আসিয়া সেই স্থান ॥

বিধাতার লিপি চমৎকার।
শরৎ কোথায় ছিল, সুষমায় দেখা দিল
ঘটেগেল বিষম ব্যাপার ॥
এই ত প্রথম-সূত্র এই ঘটনার।
সামান্যে মেটেনা, মাঝে মদন ইশার ॥

এরি মধ্যে সুষমার, আঁখি, মন, এপ্রকার,
শরতের প্রতিমার, পক্ষপাতী হইল।
শরৎ-সঙ্গিণী হ'লে, বিরজায় দৃষ্ট হ'লে,
কতই আনন্দে গ'লে, ঢলে যেন পড়িল ॥
যেকুলে যে ভালবাসে, মাখি সে কুলের বাসে
দূর হ'তে বায়ু আসে, সেবায়ুরে সেবিয়া।
সেকি তত সুখ পায়, দেখিমাত্র বিরজায়,
যতসুখ সুষমায়, স্পরশিল আসিয়া ?
ঘরের মানুষ প্রায়, এবিরজা আসেযায়,
আজি আদরিয়া তায়, কাছে ডেকে বসায়ে
একথা সেকথা ক'য়ে, পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে,
শরতের কথা ল'য়ে, কৌতুহল জানায়ে ॥

...াসেতে জিজ্ঞাসিল "শুনে দুঃখ উপজিল,
...রতে যা ঘটেছিল, পুনঃ বল বিরজে!"
...জন-পরিচয়, শুনে বড় সুখ হয়,
...জে সেই ভাবোদয়, হ'লো হৃদি সরোজে॥
...স্তুব নহে নহে, ঘটকে সংবাদ কহে,
...লিকা টিকেলে রহে, বর-বার্ত্তা শুনিতে।
...রী বা কুমারী নয়, সুষমার যে সময়,
তাতে নব-রাগোদয়, এত যোগ্য বুঝিতে॥
...রজা সেকথা বলে, শুনে ভাসে নেত্র-জলে
প্রিয়জন-দুঃখ ব'লে, শিহরিল ভিতরে।
...রজা জানেনা তাহা, বাহিরে বুঝিল যাহা,
...হিল "সুষমে! আহা, তোর মায়া এত'রে॥"
নেত্র-বারি সম্বরিয়া, ধৈর্য্য লাজ পাশরিয়া,
বিরজায় সম্বোধিয়া, কহিলেক সুষমা।
"যাহা কিছু এজনার, স্থল নাই উপমার,
স'য়েছে যে দুঃখ-ভার, তারো নাই উপমা?!
বুঝি বিধি এই জনে, গঠেছে বসি বিজনে,
হিংসায় হিংস্রকগণে, বিপদেতে ফেলিল।
যেই প্রিয় বিধাতার, বিপদ কি থাকে তার,
সৌন্দর্য্যের অবতার, হয়ে বেঁচে উঠিল॥
চিত্রিত-মদন, পটে, গঠিত-কুমার, মঠে,
পরম সুন্দর বটে, মানুষের রচিত।

এত ভেদ তাতে এতে, অকৃত্রিমে কৃত্রিমেতে,
তায় এযে বিরলেতে, বিধাতার সৃজিত॥
আহা, কি লাবন্য-কূপ, গলিত সোনার রূপ,
মিলাইলে অনুরূপ, অবিকল হইবে।
অনতি দীঘল কায়, পরিপাটী ভাব তায়,
এমন আর কোথায়, দেখিবারে মিলিবে॥
সে ভ্রূভঙ্গি সে নয়ন, সে নাসিকা সে দশন,
সে কপোল সুদর্শন, মনে ভেবে দেখনা।
আমি হেন অনুমানি, সে মুখে বিনা তেমনি,
তত সুশ্রী মুখখানি, কিছুতেই হ'তোনা॥
কি গোঁপ সেজেছে মুখে, ওষ্ঠ লাল টুকটুকে,
কেবল বিধির চুকে, মনোদুঃখে হাঁসেনা।
বিরজে! দেখেছ আর, প্রশস্ত ললাটে তার,
সিঁতিকাটা কেশভার, বর্ণনায় আসেনা॥
যথার্থ তোমায় বলি, এমনত রোমাবলী,
খুজিলেও অলিগলি, কোন জনে পাবনা।
বিশাল বুকের পাটা, মাজা যেন কুঁদে কাটা,
ঠিক চাঁপাকলি কটা, করে করে শোভনা॥
আঁটাসোটা দেহখান, হবেনা কি বলবান,
প্রিয়-দরশন আন, এমন কোথায় গো?
কোন অঙ্গ মন্দ নয়, দেখে তৃপ্তি নাহি হয়,
আহাহা, অমৃত ময়, কি চাহনি চায় গো॥

বড় কর্ম্ম করিয়াছ, বাঁসা দিয়া রাখিয়াছ,
বিনা যত্নে পাইয়াছ, প্রার্থনীয় রতনে।
আগে বুঝি চেনোনাই, ঘরেতে পেয়েছ তাই,
নতুবা কি দেখা পাই, কে ছাড়িত এজনে।?

" অনুরাগ যবে হৃদয়ে পশে,
হৃদয়-অর্গল আপনি খসে,
কারো মন তায় রহে স্ববশে,
কারো মন যায় ছুটিয়া।
ছুটে যার মন সরল ভাবে,
অন্তরের ভাব কেন লুকাবে ?
প্রকাশি সে ভাব সন্তোষ পাবে,
তাই ব'লে ফেলে ফুটিয়া॥
সুষমা তেমনি দেখিয়া যারে,
ভুলিয়াছে, ভাবে প্রকাশে তারে,
অথবা জানেনা এই ব্যাপারে,
লাজে কায করে পরেতে।
অথবা যেমন দেখি পুতুলে,
বালিকার মন হঠাৎ ভুলে,
তেমনি শরৎ-রূপ অতুলে,
দেখি ভুলিয়াছে মনেতে॥
যেভাব কিছু দেখি এখন,

"বালিকার ভাব নহে এমন,
নারী কি না বুঝে নারীর মন,
হয়নি কি মোর এমনি ?
অন্তরের ভাব প্রকাশ হ'লে,
অরসিক জনে পাগল বলে,
কুজনে নিন্দয় বিবিধ ছলে,
ভুগিয়াছি সব ভুগিনি ॥
ভাগ্য ভাল যেই বুঝিনু আগে,
অন্যেতে বুঝিলে কিহতো ভাগে
আগুন লাগাত এ অনুরাগে,
এতক্ষণে এত জানেনা !
না ভাবুক আমি জানিত সব,
আমি ভুক্ত ভোগী, এ নহে নব,
সাবধান করি সহায় হব,
এতে বাধা, ঘটা সবেনা" ॥
বিরজা এসব মনে বিচারে,
আর সুষমার প্রতি নেহারে,
মনে হ'লো, যেন নেহারে তারে,
প্রেম-প্রতিমার উপমা ।
ভাবুকের মনে লাগে সে রূপ,
কবি কি, পাইবে, সে অনুরূপ ?
বুঝাবার নয়, তার স্বরূপ,

সে যে পূর্ব্ব-রাগসুষমা !!
মনোমত ধন পেয়েছে মন,
তারে ছাড়ি দূরে নাযায় ক্ষণ,
নিয়োগী বিহনে নিয়োজ্যগণ,
কোন কাযে ভাল চলেনা।
খেলেনা, নয়ন অমর প্রায়,
হেলেনা, পুতুল সদৃশ কায়,
কেবল রসনা কহে কথায়,
তাও যেন ভেবে বলেনা !!
মন ক্ষণ কাল ছাড়েনা যায়,
আঁখিও তাহারি রূপ ধেয়ায়,
স্থির-জলে চাঁদ ভাল দেখায়,
তাই ভেবে কায় হেলেনা।
মন লেগে যায়, ভাবিলে তায়,
কত সুখোদয় কহা না যায়,
এতই স্ফূর্ত্তি হলো সুষমায়,
কুতূহল যেন ধরেনা ।।
একে ছাচে ঢালা ননীর মূর্ত্তি,
তাহে নব অনুরাগের স্ফূর্ত্তি,
ভাল ফুলে বেসি মধুর পূর্ত্তি,
হ'য়ে যেন পড়ে উগারে।
পরম-সুন্দরী যে নারী হয়,

যাহা কিছু তার অমৃত ময়,
তারে ভালবাসা যাহার রয়,
আরো ভাল লাগে তাহারে ॥
বিরজা রমণী, তবু মোহিল,
রূপ দেখে মনে মনে ভাবিল,
" চেনা লোকে দেখে একি হইল,
দেখে দেখে আশা মেটেনা।
আহা মরি কিবা রূপের ঘটা
অতসী গোলাপ মিলিত ছটা,
মানবীর রূপ এরূপ ঘটা,
অতি অসম্ভব, ঘটেনা ॥
কতই মাধুরী আছে ইহায়,
দেখি মন ভাল বাসিতে চায়,
এমন সুন্দরী মুরতি হায়,
কি দিয়া বিধাতা গড়িল!
কর, পদ, কর-শাখা, সকলি,
কেমন সুঠাম কেমনে বলি,
ভাল না সমান, পেলেত তুলি,
সম না নয়নে পড়িল ॥
কুটিল কুন্তলে সরল-সিঁথি,
বেণী বিনা খোঁপা নুতন রীতি,
সুধুই দেখিলে জনমে প্রীতি,

রজতের ফুল তাহাতে।
দুই আঁখি নীল-উৎপল-দল,
তারা কারে তাতে অলি চঞ্চল,
টানা ভুরু মাঝে ফোঁটা উজ্জ্বল,
ভাল ভাসে যার শোভাতে॥
বিধি কি কাণ্ড গালেতে করেছে,
ভিতরে লোহিত, আভা ফুটেছে,
এত ভাল গাল কেবা পেয়েছে,
আহা কি সুন্দরী সুষমা!
নাক যেন কাঁচা সোণার বাঁশী,
অধরে সদাই মাখান হাঁসী,
দেখিলে মুনিও হয় বিলাসী,
নাকে মুখে এত সুষমা!॥
মুকুতা পাঁতিতে ভাতি যেমন,
সুষমার দাঁতে ভাসে তেমন,
যার আবরণে করে মোহন,
সেত সাধারণ হয় না:
রূপ যত গুণ তারি মতন,
পাছে দেখে দুটী হৃদরতন,
যদি কারো হারা হয় চেতন,
তাই এল থেল রয় না॥
গুরু নিতম্ব, কটি ক্ষীণতর,

পবিত্রপ্রণয়।

কুচ, মুখ, আদি তার উপর,
সুষমেগুচ্ছ, যেন মনোহর,
  কনক-কলসে রোপেছে !
দুই উরু তাই শিরেতে ধরে,
ভাবিলেও চলে স্তম্ভ উপরে,
কুসুম-কোমল শরীর ভরে,
  বিধি গ'ড়ে স্মরে সঁপেছে ॥
সময়ের ফুল সব ফুটেছে,
মদনের আসা যাওয়া ঘটেছে,
মনোমত্ত অলি এসে যুটেছে,
  এতে স্থির থাকে নবীনা ?
সেও যে শরৎ, শরৎ-চাঁদ,
রমণীর মন হরার ফাঁদ,
দেখে ভেঙ্গে ফেলে সরম-বাঁধ,
  ধৈরজ-শালিনী প্রবীণা ॥
পিশিত শোণিতে সবারি অঙ্গ,
আজো হলোনাক পুরুষ-সঙ্গ,
সুযোগ না পেয়ে এরে অনঙ্গ,
  এত দিন ক্ষমা করেছে ।
এতবড় মেয়ে বিয়ে দিলে না,
পিতা মাতা দোষ বুঝে বোঝেনা,
অনুকূল বিধি ক'রে যোটেনা,

দ্বিতীয় সর্গ।

বর বর এনে দিয়েছে ॥
যদ্যপি সুষমা এ ঘরে ঘরে,
রতি কামে মিলে কি শোভা করে,
শুনেছি দেখিব নয়ন ভ'রে,
এ বিবাহ দিতে হইল।
কিন্তু অবলার বালাই লাজ,
ভেঙ্গে দিতে পারে সে হেন কাজ,
কৌশলে সে লাজ ঘুচাব আজ,"
বিরজা এ সব ভাবিল ॥

প্রকাশি কহিল হাসি-মুখে।
"আমি কি জানিনা ধনি! রতনের মান;
আমার বয়স গেছে, আরোত মানুষ আছে,
পেলে রাখে বুকে ॥
এই ত দেখিয়া সুখী, হলো তোর প্রাণ ॥
যারে রাখ কাযে লাগে, দুখে কিম্বা সুখে ॥

এ রতন অমূল্য রতন।
অন্য কেহ পাইলেও, ছিনায়ে নিতাম।
বড় ভাল বাসি তোরে, পরে দোষ দিতে মোরে,
না পেলে এ ধন ॥
আমিকি জানিনা হবে, তোর অভিরাম?।
বিশেষ এখন এতে, তোর প্রয়োজন ॥

ভাল বল জিজ্ঞাসি তোমারে।
শরতের রূপ কি, লেগেছে তোর মনে?
তোমার যেমন রূপ, সেও তোরি অনুরূপ
অভিন্ন আকারে ॥
উত্তম মিলন তোরা, মিলিলে দুজনে ॥
একথায় লুকাইওনা, বলহ আমারে ॥"

সরমে কুণ্ঠিত হলো মন।
সুষমা ভাবিল, "একি, কুকায করেছি!
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে, মনের কথায় ক'য়ে,
করি কি এখন ॥
ভাঁড়াই কি ব'লে, সম্পষ্ট ধরা দিয়েছি ॥
না খেয়ে না ছুঁয়ে, চোর হইল রটন ॥"

প্রকাশে কহিল সুলোচনা।
"ছি ছি ছি অমন কথা, ব'লো নাক আর
রূপ গুণ যাহা হোক, ভাল দেখে বর্ণে লোক
দোষ কি বলনা ॥
আমার মন কি মন, যেমন তোমার ॥
তাই ভেবে এই বুঝি, হলো বিবেচনা ॥"

বিরজা ভাবিল পুনরায়।

"সুসমে! তোর মত, আমিও ললনা।
নারী-মন নারী জানে, ভাব ভঙ্গি অনুমানে,
লুকান কি যায়?।
নারীতে নারীতে কভু, চলেনা ছলনা।।
বলে দিতে পারি তোর, মনের কথায়।।"

অপ্রতিভে ক্রোধ না কি সাজে?
ক্রোধ প্রকাশিতে চায়, মুখে হাসি আসে।
ঐ ভাব সুসমার, চক্ষে পড়ে বিরজার,
যেতে চায় ব্যাজে।।
হাতে ধরি বিরজা, বসায় আনি পাশে।।
কহিল "বুঝেছি, আর কায নাই লাজে।।"

হেঁট-মাথা বসে ধনী কাছে।
থুঁতি ধ'রে বলে "বাছা এবে হ'লো সাজ।
ভাব ভঙ্গি কথা পে'য়ে, বুঝেছি যা তোর চেয়ে,
বুঝিতে কি আছে?।
এখন আমার কাছে, লাজেতে কি কায।?
বরঞ্চ ত্যজিলে লাজ, কায পাবে পাছে।।

তোমার বিবাহ হয়নাই।
সেও আ'জো কারো পাণি, করেনি গ্রহণ।

হবেমাত্র ব্যভিচার, তবে কিসে ভয় আর
মিলেছে যা চাই ॥
অন্যের যা পাপে করে, পাত্র অন্বেষণ ॥
আগে হ'তো স্বয়ম্বরা, তুমি নহে তাই ॥

কথাটি হইল মনোমত।
মুদি আঁখি তবু ধনী, মুচকি হাসিল।
কি সুন্দর সেই হাসা, কি সুন্দর সেই ভাষা,
ভাব ভাদে কত ॥
পারিজাত ফুল যেন, মধু উগারিল ॥
সঙ্গিনী রমণী দেলে, আরো কিবা হ'তো

ক্রমে বদ্ধ আপনার ফাঁদে;
তাহে সে বিরজা নহে, আনাড়ী সঙ্গিনী
তখনি বলিল, "ভাল, আঁখি মুদি দেখ আগে
হৃদে বাঁধি চাঁদে ॥
শঙ্কা অন্যে টের পেলে, হয় বা সতিনী ॥
আমাতে সে ভয় নাই, না যাই বিবাদে।

কথার চাতুরী বিরজার।
মৌনভাবে বাড়িবেক, উত্তর উত্তর।
এই ভাবি ধনী পরে, কহিল, "এমন ক'রে

জ্বলাইও না আর ॥
হাট ছাড় ছেড়েদাও, যাও স্থানান্তর ॥
অন্যে শোনে, মিথ্যা হবে, সত্যের আকার ॥”

বিরজা কহিল ছল ধ'রে।
শুন ধনি, মিথ্যা হবে, সত্যের আকার?
প্রাতঃকালে করি ভয়, প্রণয় কে করে লয়?
কি বুঝাও মোরে ॥
অদ্যই সন্ধ্যায় হ'তে বাসনা আমার ॥
ছাতা দিয়া মাথা রাখি, আগলিব তোরে ॥

অন্যে যদি শোনে হবে দায়।
অন্যে টের পাবে, টের পেয়েছি যখন?
কর্ত্তা গিন্নি দোঁহে কওয়া, বিবাহ নির্ব্বাহ হওয়া,
সহজ উপায় ॥
বিবাহের পূর্ব্বে, কে জানিবে এ ঘটনা?।
তারো জানা পরে, আজ তোমায় আমায় ॥”

ইহা শুনি হাসি মনে মনে।
অন্য দিগে চাহি ধনী, মুখভঙ্গি করি।
কহিল, “আজুলি যেন, এত ঠাট ছলা কেন,
কর মোর সনে ॥

প্রশ্নোত্তর সমাধান, আপনি হিবরি ॥
আমা প্রতি খোঁচাখুঁচী, কিসের কারণে ?"

বিরজা করিল প্রত্যুত্তর ।
"অনেকে এমন, চক্ষে দেখে ভুলেযায় ।
চক্ষের আড়ালে গেলে, মন হ'তে ছুরে ফেলে,
যেন নটবর ॥
তাই কি না, নেড়ে চেড়ে, জানিব ইচ্ছায় ॥
খোঁচা দিয়া দেখিতেছি, তোমার অন্তর ।"

একথা সহসা প্রেমী জনে ।
সুষমা সে ভাবে আর, রহিতে নারিল ।
কহিল, "ধিক্ তাহারে, যেইজন সে প্রকারে,
সুখ ইচ্ছে মনে ॥
ব্যভিচারে এত দোষ, কি হেতু হইল ।?
এই সব প্রণয়-তস্করী, আচরণে ॥

বিরজে ! তুমি কি ভাব মনে ?
দাম্পত্যের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখে নয়,
প্রণয় সুখ তাহার, নহে জ্ঞাত সুষমার,
ভেবনা তা ক্ষণে ॥
একমাত্র মন তারি, মিলন প্রণয় ॥

দুজনে ভাবিলে, মন রহে কোন্ জনে ?।

আশীর্ব্বাদ ক'রনা এমন ;
দর্পাপহারিণী হব, মনের দোষেতে ।
যদি মন দেই কারে, সেই ভিন্ন যারে তারে,
ভাবিবেনা মন ॥
তবে দৃশ্য বস্তু কি, না, দেখিব চোখেতে ?।
যাতে তাতে ভোলে, নহে এ মন তেমন ॥"

এ কথা কহিল যতক্ষণ ।
উদেছিল হৃদে নাকি, শুদ্ধ-প্রেমভাব ;
তাহারি প্রভাবে যেন, প্রীতি অবতার হেন,
দিল দরশন ॥
নীরব সময়ে হলো, হেন অনুভাব ॥
স্তব সারি ধ্যানে বসে, প্রেম-ভক্ত জন ॥

প্রেমিকার কথা, সুষমার মুখে ।
শুনিয়া বিরজা, যেন ভাসে সুখে ॥
হৃদয়ে ভাবিল, "এ নহে ভাবিনী ।
নলিনী হবে বা হবে কৈরবিণী ॥
স্বাভাবিক প্রেম, তাদের যেমন ।
দেখিতেছি আজি, ইহারো তেমন ॥

পবিত্রপ্রণয়।

এতদিন যেন, মুদিত আছিল।
শরতে যেমন, দেখিল ফুটিল॥
ঘুমায়ে পাতালে, জাগি স্বর্গ দেখা।
শরতের ভালে, যেন তাই লেখা॥
রূপে না হয় কি, এমন যতন।
আপনি শরতে, করে অন্বেষণ॥"
প্রকাশি কহিল, হ'য়ে কৌতুকিনী।
"কি বল সুধরে, অমৃত ভাবিনি॥
কি তারা ভাবিনি, পীযূষ সিঁচিনি।
প্রণয় কি ধন, কেমনে জানিনি?॥
প্রাণের সাথ, তোর আছি সবে।
প্রেম-পত্র দেখা, শুনা, আর কানে॥
এরি মধ্যে দেখি, যুগমধ্যে তুমি।
অমূল অতুল, প্রণয়ের ভূমি॥"
হাসিয়া উত্তর করে সুবদনী।
"কিছুই জাননা, রয়েছ অমনি॥
মনোবৃত্তি প্রীতি সদতই আছে।
দেখেনা শেখেনা, কেহ কারো কাছে॥
খুঁজিতে হয় না, প্রণয়-ভাজনে।
ভবিতব্য আনি, মিলায় সেজনে॥"
বিরজা কহিল, "বুঝিলাম সার।
শরতের আশা, প্রমাণ তাহার॥

কিন্তু প্রেমাধিনি ! এবড় কৌতুক ।
পরভেরে ভালবেসে, চাহ সুখ !!
চিনেনা যে জনে সে জনে কেমনে ।
হৃদয় সঁপিবে, বল বরাননে ?।”
কহিল সখী কোকিল-কণ্ঠ স্বরে ।
“লাভের আশা কি, ভালবাসা করে ?
মন দিবে লব, আশা নেই রাখে ।
জানা চেনা লোকে, সেই সুখে থাকে !”
কথা কাটি কহে বিরজা আবার ।
“সব জানো যে, কি, আছে মূল্য তার ।
বিদেশী অজ্ঞাত, জানে দিয়া মন
শেষে হা হুতাশে, হারাবে জীবন ॥”
“ভালে যা থাকিবে, তাহাই ঘটিবে ।
মনে যে লেগেছে ধুলে না উঠিবে ॥
প্রিয়জন, চিরদিন কার রহে ?
ভালবাসা, কভু, যাইবার নহে ॥
ছেড়ে যে যায়, যায় আঁখির দূরে ।
ছাড়িতে পারে কি, সে হৃদয় পুরে ?।
তাহা না হইলে, আপনা ভাবনা ।
এ বৈধব্য জ্বালা ঘুচাতে পারনা ?।”
সুষমার মুখে, শুনে এ ভারতী ।
বিরজার মনে, উপজে স্ফুরতি ॥

"ভেঙ্গে গেল লাজ, ক্রমে কথায় কথায়।
মন খুলে সব কথা কহিবে এখন।
যুটেছি সখীর ভাবে, কি কথা মোরে লুকাবে ?
অন্তরের কথা ল'য়ে, করি আলাপন ।।"
বিরজা এসব ভাবি কহে পুনরায় ।।

"এ কেন যৌবন মন, সঁপিবে যাহারে।
সে কেমন লোক তা, কি, পেয়েছ জানিতে ?
অযোগ্য জনের করে, সম্পদ অর্পণ ক'রে,
পরিণামে পরিতাপ হয় যে ভুগিতে ।।
তাইতেই সতর্ক করে, দিতেছি তোমারে ।।"

হাসিয়া কহিল ধনী, "এ কথা নূতন !
প্রিয়জন ভাল বই, মন্দ হয় কার ?
দত্ত বস্তু গ্রহীতার, তার গতি গতি তার,
জানা পরিণাম, তাহা ভাবিব কি, আর ?।
এ কথা না ভেবে, এত চিন্তা কি কারণ ?।"

সে কথা ত্যজিয়া, পুনঃ বিরজা সুধায়।
"তুমি যে বেসেছ ভাল, সে, কি, তা, বুঝেছে ?
সে আমারে ভাল বাসে, তা ভেবে যে সুখে ভাসে।
তাতেই প্রত্যাশা, যাহা হৃদয়ে জন্মেছে ।।

একথা অবশ্য বুঝ, বাহুল্য বলায়।"

এ কথা শুনিয়া ধনী, করিল উত্তর।
"তুমি কি জাননা, ভালবাসা কি প্রকার?
ভালবাসা পাব আশে, কে কাহারে ভাল বাসে?
প্রাণে ভালবাসি কি, ভাবিয়া উপকার?।
শিখী ভালবাসে তা, কি, জানে জলধর?।"

কথা শুনে বিরজার, সুখে মন ভোরে।
বাড়াতে সে সুখে, হাসি আবার সুধায়।
"ভাল বাসা দৃঢ় হেতু, বৈবাহিক বিধি সেতু,
বিষয় ভাবিয়া, কে, না করে এ কথায়।।
তাই বলি কি হবে সে, না চাহিলে তোরে?।"

ভেবে যেন দুঃখ হলো, সে ভাবের রবে।
উত্তর করিল ভাও, মধুমাখা ক'রে।
"ধনে ধ্যান সবে করে, যে তায় না পায় করে,
ধন-আশা ছেড়ে সে কি, শোকে হায় ম'রে।।
মোর পক্ষে এপক্ষে, সাদৃশ্য তাই হবে।।"

যদিও মনের, অনুমোদিত কথনে।
দ্বিধা জন্মেনাই, তবু যেন সুষমার।
চমকি উঠিল প্রাণ, বদন হইল ম্লান,

সন্দেহ সহিত চিন্তা, উঠে বার বার ॥
ভাবিতে লাগিল, কি, যে, কত মনে মনে ॥

একবার ভাবে, " যদি না পাই তাহারে ।
এখনি এমন, পরে বাঁচিব কেমনে ?
আবার মনেতে হয়, না পাবার কথা নয়,
যুবতী থাকিলে ত্যজে, না দেখি সেজনে ॥
মোর প্রতি রতি, তার কি হতে পারে ! ?

একবার ভাবে, "যদি না হয় তেমন ?
যথা ইচ্ছা চলে যাবে, না ফিরিবে আর ।
ভালবাসা হলে কাল, দুঃখে যাবে চিরকাল।"
পুনঃ ভাবে, " যাবে কি, জানালে এ ব্যাপার ?
পুরুষেও চাহে, করি রমণী রঞ্জন ॥"

একবার ভাবে, "তার মনের মতন, ।
যদ্যপি না হই, তবে কি হবে যাচিলে ?"
পুনঃ ভাবে " তার সনে, চক্ষো-চক্ষী যেইক্ষণে,
এক মনে মোর প্রতি, যেরূপ চাহিলে ॥
মনে না লাগিলে, কেন চাহিবে তেমন ?"

একবার ভাবে, " তার রূপ যে প্রকার ।

তেমন না হ'য়ে, গুণে মন্দ যদি হয় ?"
আবার ভাবে এরূপ, " ভুলেছিত দেখে রূপ,
সোণায় সোহাগা হবে, গুণ ভাল রয়।
ফলে গুণ-শূন্য নয়, তেমন আকার ॥"

সুষমা যে মনে মনে, ভাবিছে বিস্তর।
আকার প্রকারে তাহা, বিরজা বুঝিয়া।
ভাবিল. "এ ভাবনায়, কারণ কথা আমায়,
ভাল করিনাই, তর্ক বিতর্ক করিয়া ;
কিম্বা ভাল করিয়াছি, বুঝিসে উত্তর ॥

এখনো অনেক কথা. আছে জিজ্ঞাসার।
ইহার মনের কথা, করিয়া শ্রবণ ;
তার কথা তায় চাঁই, জানিব না জানা চাই,
বুঝিতে হইবে, মন কাহার কেমন ॥"
এতভাবি ধীরি ধীরি, কহে পুনর্ব্বার ॥

" সুষমে! তোমার, নব অনুরাগে,
দেখিয়া শুনিয়া, হেন মনে লাগে,
প্রবীণ প্রণয়, যেন হৃদে জাগে,
পাষাণেতে রেখা প্রায় গো!
শতেক ব্যাঘাত, সাধে যদি বাদ,

তথাপি তোমার, এই প্রেম-সাধ,
ঘোচেনা, ঘুচালে ঘটিবে প্রমাদ,
বুঝিতেছি অভিপ্রায় গো ॥
এখন কেমনে, হইবে মিলন,
তাহারি উপায়, করিছ চিন্তন,
সহেনা বিলম্ব, মনোমত ধন,
পাছে অদর্শন হয় গো !”
হাসিয়া কহিল সখী এই ভাষ,
“বুঝে বুঝে কেন, কর পরিহাস,
যা হয় করনা, উপায় প্রকাশ,
তোর মনে কিবা লয় গো ॥”
বিরজা কহিল, “রেখেছি ভাবিয়া,
সত্বরে উভয়ে, দিব মিলাইয়া,
কোন্ কথা এই, তোমার লাগিয়া,
দিতে পারি চাঁদ ধ’রে গো।
তোর বিবাহের, ফুল ফুটিয়াছে,
দূরে ছিল বর, ঘরে আসিয়াছে,
যোগাড় করিতে, যাহা বাকি আছে,
দুদিনেই সব ক’রে গো ॥
ভাল বল শুনি, তোমার যেরূপ,
হ’য়েছে সে মন, দেখায়ে স্বরূপ,
তুমি কি করিতে, পেরেছ সেরূপ,

ঠকিয়াছ বুঝি তায় গো ?
অপরূপ দেখে, আপনা ভুলিয়া,
কাড়ি নিলে মন, সহিয়া রহিয়া,
ছাড়িদিয়া চোর, বিরলে বসিয়া,
কাচ-পোকা-ধরা প্রায় গো !"
ধনী বলে, " আগে, এ মন হাবায়,
করিণী বিনা কি, করি ধরা যায় ?"
বিরজা কহিল. "তবে তুমি তায়,
পেলেও ধরিতে নার গো !"
" পারি কি না পারি, কিরূপে বলিব
তার মনোভাব, আমি কি বুঝিব,
গণিতে জানি কি, গণিয়া দেখিব,
তুমি হ'লে সব পার গো ॥"
সুষমা যেমন, এ কথা কহিল,
বিরজা অমনি, হাসিয়া বলিল,
"তবে তুই কেন, এ কাযে এলি লো ?
তোমা হেন ভোমা নাই গো !
চিত্রিত করেছ, আদর্শে যাহার,
চোখে দেখনাই, স্বরূপ তাহার ?
চিত্রিত র'য়েছে, দেখ একবার,
দেখে বুঝে দেখ তাই গো ॥
সঙ্কেত হইলে, নয়নে নয়ন,

পরস্পর মন, করে আলাপন,
কেন, কি, তোমারে বলে নাই মন,
কেমন তাহার মন গো ?
আহা, বটে, তোর, হেথা নাই মন,
না থাকুক মন, আছেত নয়ন,
তারি হতে মন, করে বিলোকন,
সে যে বোঝে, কি কেমন গো ?
নিরাকার মন, কল্পনায় ভাসে,
নয়নে, বদনে, ইঙ্গিত প্রকাশে,
পাখীরাও তাহা, বোঝে অনায়াসে,
তুমি বোকালোক তাও গো ।"
হাসিল সুষমা, সে কথা শুনিয়া,
তাহা দেখি পুনঃ, হাত নাড়া দিয়া,
বলিল, "তুমি কি, আমারে ছলিয়া,
কথা লুকাইতে চাও গো ।?"
ধনী বলে, " আমি ছলিব তোমাকে ?
ধাইর কাছে কি, পেট ছাপা থাকে,
এখনো সরমে বাধিছে, আমাকে,
নিলাজ করিলি, তুই গো ।"
বিরজা বলে, "কি লাজ লো চতুরে !
পুরুষের কাছে, বেচে এলি স্ফুরে,
কালি ঢাক বাজি, জানাইবে দূরে,

দুদিন বই হবুই গো ॥”
ধনী বলে, “ তুই, মনের সাধেতে,
বড় হ’লে নিলি, সময় ক্রমেতে,
সুধু যেন কথা, রয় না, শেষেতে,
যুথে ছাড়ি, কাষে ধর গো ।”
বিরজা বলে, “কি, হইলি পাগল,
সময় না হ’লে, ফলে, কোন্ ফল ?
দেখনা কি করি, হ’ওনা চঞ্চল,
দুদিন সবুর কর গো ॥”
সুষমা বলে, “ যে দুদিন রহিব,
যদি বাঁচি তবে, পাগল হইব.
অধীর মনেকি, বুঝাতে পারিব,
না দেখে, সে মনোহরে গো ?
নিকটে রয়েছে, দেখিয়া নয়নে,
কোনরূপে, বুঝাইতে পারি মনে,
কি দিয়া কেমনে, বুঝাব নয়নে,
অন্তরে ধৈরজ ধ’রে গো ॥
একে তার সেই মধুর মুরতি,
যাহে তাহে মনে, জনমিল রতি,
সুধু সুধু তাহা, দেখিয়া বিরতি,
আর কি, হইতে পারে গো ?
যখন সপ্রেম ভাবে, সে চাহিবে,

সুষমা কি আর, ফিরিতে পারিবে?
মরবে তথনি, গলিয়া যাইবে,
দেখি সে দেখে আমারে গো॥
সেই আসি যবে, দেখেছি তাহার,
ফিরি ফিরি চায়, ফিরি ফিরি চায়,
আড়ালে এসেছি, তথাপি আমায়,
দেখিতে যত্ন ক'রেছে গো॥
এই কথা যেই, বিরজা শুনিল,
হেসে ঘাড় নেড়ে, বলিয়া উঠিল,
" তবে আর কিবা, জানিতে রহিল
তোতে সে, বেস মজেছে গো॥
তাই ভাবি এ, কি, ঘটেছে কোথায়,
মদনের ফাঁদে, কে কোথা এড়ায়?
চুরি ক'রে চোর অমনি পলায়,
কাম যায় কাছে কাছে গো!
তবে তোর আর, ভাবিতে হবেনা,
সেই তোর লাগি, করিছে ভাবনা,
মজন করিতে, বিলম্ব সবেনা,
সেই পথ চেয়ে, আছে গো॥
আগে তারে কিছু, বলাই হবেনা,
বলিলে আঁচল, ছাড়িয়া দিবেনা,
গিন্নি অনুমতি, দিতে পারিবেনা,

কর্ত্তারে বুঝাতে, যাই গো।
গাঁথ মালা তুমি, মনের মতন,
যে মালা বদলি, কিনিবে রতন, ”
এ কথা বলিয়া, করিল গমন,
ধনী সুখী, দেখি তাই গো॥

সুষমার হৃদয়ে, উদিল পুনঃ ভাবনা।
ভেবে তার ভঙ্গি ভাবে, আসিতেছে অনু ভাবে,
সেও কি মনেতে ভাবে, অনন্যমনা॥
আঁখি কিন্তু মোর প্রতি, করেছিল ধারণা॥

অনন্যমনার আঁখি, দেখিয়াছি নয়নে।
এক ভাবে স্থির রয়, সংজ্ঞা-শূন্য মনে হয়,
এ আঁখি তেমন নয়, কৌতুক মনে॥
তৃষিত চাতক যেন, চায় বারি-বাহনে॥

এ প্রকার ভাব, যার প্রকাশিছে নয়নে।
ত্যাগ করি দৃষ্ট জন, অন্যে ভাবে তার মন,
কভু কি হবে এমন? না লয় মনে॥
সে চিন্তা অবশ্য, নব অনুরাগ কারণে॥

মোর প্রতি তার যদি, অনুরাগ নহিবে।

নতুবা তেমন ধারা, প্রাণখোলা ভাবে ভরা,
চাহনি হুখ-পাসরা কেন হইবে ?।
বিভিন্ন ভাবেতে কোথা, এত গুণ পাইবে ?।

ভাল পুনঃ ভাল ক'রে দেখে আসি নয়নে।"
প্রেম-ভরে ধনী ধায়, প্রথম দেখা যথায়,
পথে দরশন পায়, বাঞ্ছিত ধনে।
চমকি থমকি তথা, নিবারিল গমনে॥

সে পথ নির্জ্জন নয়, সদা লোকে পূরিত।
যদি কেহ দেখে তবে, মন্দ ভাবি মন্দ কবে,
বড় লজ্জা পেতেহবে, হবেনা হিত॥
সে ভয়ে, প্রফুল্ল-মুখ-পদ্মে করে গোপিত॥

কটাক্ষে চাহিয়া দেখে, মনোহর নেহারে।
চ'লে যায় ফিরি চায়, ছুতনা করি দাঁড়ায়,
পায় পায় লেগে যায়, চলিতে নারে॥
সে ভাব দেখিয়া ধনী, ভাসে সুখ-পাথারে॥

এমন কি হয়, মন, মোর মত না হ'লে ?
কেবল দেখে আমায়, কারো পানে নাহি চায়,
আগে পাছে কত যায়, রূপসী চ'লে॥"

ঐ নিশ্বাসে সুষমার, প্রেম আরো উথলে ॥

পথে পথে দেখা-দেখী, প্রাণ ভ'রে হলো না।
ধনী ফিরি ঘরে যায়, শরৎ আসে বাসায়,
দিবা যায় শোভাপায়, চাঁদের কণা ॥
হেন কালে দেখা দিল, সন্ধ্যা হ'য়ে শোভনা ॥

বসাইতে দেবগণে, রক্তাম্বর পাতিল।
পথ-শ্রান্তি শান্তি তরে, ধীরি ধীরি বায়ু সরে,
পক্ষী গণ আসে ঘরে, যে যেথা ছিল ॥
সন্ধ্যামুনি আদি ফুল, পূজা হেতু ফুটিল ॥

বিলাসী লোকেরা চলে, সমীরণ সেবনে।
জলাশয়-তীরে, ঘরে ভক্তেরা বন্দনা করে,
বাতি জ্বালি আলো করে, রমণীগণে ॥
সন্ধ্যা সমাগমে সবে, সুখী হলো ভুবনে ॥

কিন্তু এত আদরেও, সন্ধ্যা নাহি রহিল।
কত কার্য্য আছে যেন, গেল হ'য়ে ব্যস্ত হেন,
থাকিবেনা তবে কেন, আসিয়াছিল ?।
আদরেতে বুঝি, মনে অহঙ্কার হইল ?।

সন্ধ্যা গেল রাত্রি এল, মৃদু মৃদু গমনে।
নাহি তার অহঙ্কার, সবে বাধ্য গুণে তার,
কার্য্য ত্যজে যে যাহার, সুখিত মনে॥
বিশ্রাম বিতরে লোকে, নিজে থাকি যতনে॥

নিশা আগমনে, শুইয়া শয়নে,
সুষুপ্তি, স্বপনে, কেবা না চায়?
প্রথম মিলনে, বিচ্ছেদ-ছেদনে,
দম্পতীর মনে, স্থান কি পায়?॥
নিশা আগমনে, শুইয়া শয়নে,
সুষুপ্তি স্বপনে, কেবা না পায়;
বিচ্ছেদ সময়ে, পূর্ব্ব রাগোদয়ে,
চিন্তার নিলয়ে, কভু না যায়॥
শরৎ যখন, করিল শয়ন,
রজনী তখন, দণ্ডেক চারি।
ক্রমে রাত্রি যায়, নিদ্রা নাহি পায়,
নিদ্রায় কে চায়, ভাবনা ভারি!!
মন উচাটন, করি দরশন,
মনের মতন, সেই যুবতী।
ফিরে নানা দেশে, কিসের উদ্দেশে,
সার করে শেষে, এই যুকতি॥
"করিব যতন, এ নারী-রতন,

দ্বিতীয় সর্গ।

হৃদয়ের ধন, হ'লে আমার।
সফল জীবন, সফল যৌবন,
সফল ভ্রমণ, হয় এবার ॥
এ মনোমোহিনী, না হ'লে গৃহিণী,
আর কি অমনি, পারি বাঁচিতে ;
এর হ'তে আর, রূপ নাহি কার,
থাকিলে এবার, নারে মোহিতে ॥
যেমন গঠন, যেমন বরণ,
তাহে আঁখি মন, তাই মিলেছে ;
বিধি বুঝি মন, গ'ড়েছে যেমন,
সময়ে তেমন, ফুটে প'ড়েছে ॥
যদ্যপি এ ধন, লভে অন্য জন,
মোর আকিঞ্চন, বিফল হয় !
বুক ফেটে যাবে, প্রাণ বাহিরাবে,
মৃত্যুর স্বভাবে, সে দুখ সয় ?॥
নাচিছে নয়ন, বুঝিয়াছে মন,
ভালের লিখন, হবে আমারি !
তাহা নাহি হ'লে, আপনার ব'লে,
ভেবে মন ভোলে, রূপে তাহারি ॥
সে হবে আমার, আমি হব তার,
সে বুঝি ইহার, ভাব পেয়েছে !
তাই ফিরে যায়, ফিরি ফিরি চায়,

ভাবেতে আমায়, জানায়ে গেছে ॥
পারে কি কখন, নয়নে নয়ন,
দিয়া ঘন ঘন, পারে দেখিতে?
নহে এক বার, দেখি পুনর্ব্বার,
সেই ভাব তার, সেই আঁখিতে॥
এ সব ভাবিয়া, ধৈরজ ধরিয়া
মনে বুঝাইয়া, পারে রাখিতে।
নাহি হেন জন, তবু এত ক্ষণ,
আমার এ মন, আছে ভাবিতে॥
আর কে হইতে এখনি ছুটিত,
তাহার সহিত, প্রেম-আশায়:
নহে সাধারণ, এ সব ঘটন,
বড় বিচক্ষণ, জ্ঞান হারায়॥
আশা হিতকরী, তাই কাল হরি,
এ হেন সর্ব্বরী, যায় বহিয়া।
আশা ক'রে আর, এরূপ প্রকার,
থাকা হবে ভার, দুখ সহিয়া॥
ফলে যে আমার, আশার সুসার,
হবেই তাহার, বড় ভরসা।
মনে মন টানে, বুঝি অনুমানে,
কিছু পরিমাণে, তার এ দশা॥
যদি তার মন, আমার মতন,

দ্বিতীয় সর্গ ।

হয় কতক্ষণ, হবে মিলিতে ?
তবে এই ভয়, স্বাধীনা সে নয়,
স্বয়ং পরিণয়, নারে করিতে ॥
মাতা পিতা তার, করি অবিচার,
যদি একে আর, করে উভয়ে ।
কি হবে তখন ? হবেনা এমন,
প্রেমীকি কখন, ত্যজে প্রণয়ে ॥
সে যদি আমাকে, ভালবেসে থাকে,
তবে কি তাহাকে, আমি পাবনা ?
পাবই পাবই, সে, যে আমা বই,
কালে নিলে এই, কবে যাবনা ॥
বাসনা যেমন, ঘটিলে তেমন,
অঙ্গের ভূষণ, ক'রে রাখিব ।
ক'রে লোক-ভয়, সুখ নাহি হয়,
বনে গিয়া রয়, সুখে থাকিব ॥
করিলে নিরাশ, ছাড়িবনা আশ,
লয়েছি সন্ন্যাস, ছাই মাখিব ।
নিকটে থাকিব, নয়নে দেখিব'
প্রণয় রাখিব, নাম জপিব ॥"
শরতের মন, কতই এমন,
বচন রচন, করে জাগিয়া ।
রাত্রি বহিযায়, সুষমা কোথায়,

জাগে না ঘুমায়, দেখি আসিয়া ॥

একি বিষম ব্যাপার !

দেখিতেছি সুষমায়, যেন পাগলিনী প্রায়,

একে বারে সকলি বিকার !!

যেন সে সুষমা নয় !

হইয়াছে এল থেল, বকিতেছে এল মেল,

নিদ্রা নাই, নিশীথ সময় ॥

অনুরাগ কি ভীষণ !

জানিতনা কোন জ্বালা, নিতান্ত নবীনা বালা,

এত জ্বালা পরের কারণ !!

এ যে পর ব'লে পর ;

আপনি কে তা জানেনা, সেই হ'লো এত চেনা,

প্রাণের অধিক প্রিয়তর ॥

আজি হইল এমন ।

মদন পাগল না কি, কি ক'রেছে, থাকি থাকি,

ভীরু প্রতি কঠিন শাসন ॥

সবে আঁখির মিলন ।

কিন্তু ভাবে বসি পাশে, যেন আলিঙ্গিতে আসে,

হেন মুগ্ধ ক'রেছে মদন !!

কভু করে বিবেচনা ।

দাঁড়াইয়া পুরোভাগে, ধরিতে চাহিলে ভাগে,

দেখ দেখি কামের ছলনা !!
স্মরে হরিয়াছে জ্ঞান।
"আমি মরি তার তরে, সে বুঝি ঘুমায় ঘরে,
এই ভাবি করে অভিমান।।"
কভু করিছে স্মরণ।
মিলন হয়ত তবে, যে কায করিতে হবে,
করে অন্য দম্পতী যেমন।।
হ'লে মিলনে ব্যাঘাত।
কি উপায় করা চাই, আগে স্থির করে তাই,
যুক্তি মতে হৃদয়ের সাৎ।।
আজি সুষমার মন।
হইয়াছে কি প্রকার, সেই জানে এ প্রকার,
দশা ভোগ ক'রেছে যেজন।।
বিধি কি খেলা খেলায়।
কোথাকার বস্তু আনি, মিলায় কোথায় টানি,
নদীর সাগর-সঙ্গ প্রায়।।
দেখ কেমন ঘোটন।
যেমন হ'য়েছে দেখা, গায় যেন ছিল লেখা,
প'ড়ে চেনে যে যার আপন।।
চিনে আপনার জন।
যাবৎ মিলন নয়, ধ্যান ক'রে সুখী হয়,
কাম কেন জ্বালায় এখন ?।

বড় দুষ্ট রতিপতি।
দুই জনে দুই স্থানে, হানি পঞ্চ পঞ্চ বাণে,
দেখাইছে নিজের শকতি॥
ভাল মকরকেতন।
তুমিই জাগ্রত আছ, অঙ্গে কি না করিয়াছ,
অনঙ্গেই প্রতাপ এমন॥
কিন্তু তোমার প্রতাপ।
দম্পতী সহিতে নারে, পূর্ব্বরাগে কি প্রকারে,
সহিবে? দিওনা আর তাপ॥
আজ করহ প্রস্থান।
এখন তোমারি করে, কত রঙ্গ দেখ পরে,
শান দিয়া রাখ পঞ্চ বাণ॥

কত কষ্টে পোহাল রজনী।
সুষমার মনে কত, আশার সঞ্চার।
বিরজা এখনি আসি।
শুভ সমাচার দিবে, হইয়া উল্লাসী॥
পূজা মানে কত দেবতার॥
বিরজার আশা-পথে, চায় আর মনোরথে,
নানা অভিলাষ হ'তে, করিছে বাছনি॥

বিরজা আসিয়া দেখা দিল।

আসা দেখি আশু, মনে সুখের উদয়।
কিন্তু মুখ নিরখিয়া।
মনের অর্দ্ধেক সুখ, পড়িল খসিয়া।
সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল সংশয়॥
"অভীষ্ট সাধন হলো, এ মুখে হাঁসিত কত,
দুরদৃষ্টে বুঝি আশা, বিফল করিল॥"

"আশা-তরি ডুবেছে তুফানে।
কেমনে কহিব, এই কথা সুষমায়।
কেন লইলাম তায়।
বিবাহে করাব মত, গৃহিণী কর্ত্তার॥
হলোনা তা শুনাস যে দায়॥
এখন হবেনা বলা, পরে তার হবে সলা,"
এত ভাবি বিরজা, মিলিল এক স্থানে॥

না সুধাতে আপনি কহিল।
"পোড়া কাযে, অবসর নাহি মরিবার।
মিছে কাযে গেছে কাল।
আজ সব কায সেরে, সকাল সকাল॥
শেষ করে লব সে কথার॥"
এই কথা কহে মুখে, হৃদয় দহে অসুখে,
সুষমা মনের ভাব, বুঝিতে নারিল॥

সুষমা কহিল, "এ কি কথা।
কাযে কাযে দিন গেল বুঝাও আমারে।
মিছা কথার কৌশল।
ভুলেছিলা সত্য কথা, প্রকাশিয়া বল॥
ভালবাসা বলে কি ইহারে?।
এ কায হলোনা বড়, অন্য কায হলো দড়,
কাযের মানুষ, কাজ করে কি অন্যথা"?॥

বিরজা উত্তর দিল হাসি।
"জানি আমি এ কথা, শুনিতে হবে শেষে।
তোর কাযে হেলা মোর?
এই কাযে এই বিবেচনা হলো তোর?।
এমন শুনিনি কোন দেশে॥
আজ কাল অন্য জন, হইয়াছে প্রিয়জন,
আমিও হ'লাম পর, ঘুচিয়া হিতাশী?।"

পরস্পর এরূপ প্রকারে।
কহিতে অনেক কথা, বেলা বেড়ে যায়।
বিরজা বিদায় লয়।
সুষমা বসিয়া ভাবে, ভাবি-পরিণয়॥
এই ভাবে সে দিন কাটায়॥
প্রতি দিন ছল ক'রে, বিরজা সময় হরে,

সুষমা কি করে, কষ্ট সহে বারে বারে॥

সুষমার মিলেছে দোষর ;
কহিয়া মনের কথা, নিবারয় দুখ ;
শরতের সঙ্গী নাই !
এক মনে এক ভাবে, ভাবে সর্ব্বদাই !!
আহা তার সামান্য অসুখ ?।
আশা যার পিবে মধু, বহু দিন গত সুধু,
চক্ষে দেখা ভিন্ন, অন্য ঘটনা দুষ্কর॥

যার প্রিয়জন কাছে, পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছে,
দুরাশা তারে কত দিন, ধ'রে বেঁধে রাখিবে ?
মন যে ছুটেছে তার, তারে কেবা রোধিবে ?।
মন উড় উড় করে, বাধায় চাপিয়া ধরে,
সময় পাইলে, সে কি আর ঘরে থাকিবে ?
প্রিয়জন যেথা সেথা, উড়ে গিয়া বসিবে॥

যা ভেবেছি হলো তাই, বিরজা কি বোঝে ছাই,
মিছা মিছি ছল করি, দিন নষ্ট করিল।
এখন রাখুক ছলে, সুষমাত চলিল !!
হাত বাড়াইলে পায়, প্রিয়জনে প্রেমদায়,
এতেও যে বাঁধা ছিল, দুরদৃষ্টে বাধিল।

শুভাদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, এত দিনে হইল ॥

শরৎ বসিয়া ঘরে, যেই মূর্ত্তি ধ্যান করে,
একেবারে সেই মূর্ত্তি, পুরোভাগে দেখিল ;
সফল-সাধন-যোগীসম সুখে ভাসিল ॥
আহ্লাদ ধরে না গায়, আঁখি মন মোহ পায়,
সন্তোষ প্রকাশে হেন, কথা নাহি স্ফুরিল ;
স্বপন, কি সহজ, চিন্তায় ভ্রান্ত করিল ॥

স্তব্ধ ভাব দরশনে, সন্দেহের আক্রমণে ;
অসুখ পশিতে চায়, সুখ তারে রোধিয়া ;
সাত্ত্বিক ভাবের সঙ্গে, প্রবেশিল আসিয়া ॥
হলো বটে অভিসার, তবু না কি ললনার,
সরম পরম-বন্ধু, সাবধান করিয়া ;
সাত্ত্বিক ভাবেও আসি, রহে গুপ্ত হইয়া ।

মৃদু হাসি মধু-স্বরে, "বিরজা কি নাই ঘরে ?
তবে কেন আসিলাম," ব'লে যেন ডরিয়া ;
দাঁতে দাঁতে জিহ্বা কাটি, ধনী যায় চলিয়া ॥
তখন শরৎ ভাবে, "বরদার বর লাভে,
বঞ্চিত হ'লাম, হাতে অধিষ্ঠাত্রী পাইয়া ।"
ডেকে বলে কাতর, বিনয়ী ভাব ধরিয়া ॥

“বিরজা না থাক পরে, এ ঘর কিসের তরে ?
প্রতি যামিনীর প্রতিপদ-ধূলি পড়িতে ।
বিশেষতঃ বিশেষ সম্বন্ধ তব সহিতে ॥
যাবে বুঝি মোর তরে, বল নহে যাই সরে ?
আমিত দেখেছি তারে, তোমা ভালবাসিতে ।
ভালবাসা ফিরি দাবে, আমি পারি দেখিতে ?”

ইচ্ছা নয় যায় ছেড়ে, ভাব বুঝা নেড়ে চেড়ে
আর যদি পায়ে পড়ে, ধরা দেওয়া হবেনা ।
কথাও শুনিবে কিন্তু, আগে কথা কবেনা ।
এই হেতু ধনী ফিরে, আত্মপ্রীতি কয় ধীরে,
“আসিলে ত থেকে দেখি, এলে বেশি রবেনা ।
সেজে গুজে আসি পুনঃ ফিরে আসা সবেনা ॥”

শরৎ আবার বলে, “আসি কেন যাও চলে ?
আসা যাওয়া বই, কভু বসা দেখা ঘটেনা ।
বসিলেত ক্ষতি নাই, অপমান হবেনা ॥
কেহ কারো বাড়ী এলে, এস, বস, সবে বলে,
তাই বারে বারে বলি, মন্দ ভাব লবেনা ।
না বস বসনা কেন, বল মন বোঝেনা ।?”

পুনঃ বলে সুলোচনা, “বিরজা বুঝি এলোনা,

তবে যাই এলে পরে, ফিরে নহে আসিব ?”
শরৎ বলিল, “বল তারে ডেকে আনিব ?।”
ধনী ছল ক্রোধে কয়, “এ ব্যাভার ভাল নয়,
অনেক সহেছি, পরে আর নাহি সহিব ।
বিশ্বাসের কায এই ? বিরজায় কহিব ॥

এ হেন নির্জ্জন-ভূমি, একাকী বিদেশী তুমি,
একাকিনী মোরে, তুমি কত কথা কহিলে ।
ভেবে দেখ কি ভাবিবে, লোকে ইহা শুনিলে ॥
আছ হেথা করি বাসা, তবু করি যাওয়া আসা,
বিশ্বাস করেছি, তুমি তাহাও না বুঝিলে ।
বলিলে যে কথা, কোন্ সারল্যেতে বলিলে ?।”

শরৎ উত্তর করে, “অবিশ্বাসী বল মোরে,
অন্য লোক হ'লে পরে, কি জানি কি ভাবিত !
আমি নাকি ভালবাসি, তাই নহি দুঃখিত ॥
ভালবাসে যে যাহারে, কত কথা বলে তারে,
সে ভাল বাসিলে সে, কি. তায় করে দূষিত ?
যে ভাবের ভালবাসা, সে ভাবে সে বুঝিত ॥

যদি বল দেখে চোখে, কেন ভালবাসে লোকে,
বুঝাবার নহে, ভাল বাসিতে ত বুঝিতে !

কায নাই বুঝে, বুঝে হয় বড় সহিতে !!
যদি বল কি কারণে, ভালবাসি হেন জনে,
আঁখি মন জানে, তাহা আমি নারি বলিতে।
বলায় কি ফল, ব'লে যাব ফল যাচিতে ?।"

এ কথা করি শ্রবণ, যেন মুদমার মন,
গ'লে গড়াইয়া ফিরি, এল পুনঃ সেখানে।
ছলে চ'লেছিল ধনী, হেথা হ'তে ওখানে ।।
নিকটে বাগান ছিল, তারি কাছে পালটিল,
ব'লে 'যদি আসিয়াছি, তুলি ফুল বাগানে ;
ফুল তোলা রোগ, ছেড়ে দেতে মন না মানে ।।"

বিরজা আড়ালে থাকি, দেখা শুনা নাহি বাকি,
কথা শুনি মনে মনে, বলে "ওলো বুঝেছি ?
কোন্ ফুল তোলো আজ, দেখিবারে রয়েছি ॥"
শরৎ ক'হিল পরে, "কি কায আয়াস ক'রে,
চাহ যদি দেই, কত তুলে ঘরে রেখেছি ?
আহা, তা তোমারি যোগ্য, যাহা আমি তুলেছি।।"

এক বার কথা ক'য়ে, গেছে ভয়-ভাঙ্গা হ'য়ে,
উত্তর করিল ধনী, "কায কি সে ফুলেতে !
আমি কি সাধিব বাদ, অবিবাদ-সাধেতে ?।

কেহ আছে ভালবাসা, তাহারে তুষিতে আশা,
যতনে তুলেছ ফুল, লেগেছে যা মনেতে।
মন লাগা ফুল দিয়ে, ক্ষুণ্ণ হবে মনেতে !! ”

ভেবে এ কথার রাগ, রাগ নহে অনুরাগ,
বুঝিতে পারিয়া, শরতের শঙ্কা ঘুচিল।
এ ফুল অগাধ-জলে, এতক্ষণে জানিল ।।
হাসিয়া উত্তর দিল, “এ কথা জানা নাছিল,
মন তারে ছাড়ি রয়, যারে ভাল বাসিল।
তাহ'লে অন্যেরে ভালবাসিতে কি রহিল ?।”

এ কথার ভাবে ধীরা, ভাবেতে হ'লো অধীরা,
মধু-পান-ঘোরে যেন, মৌনবতী হইল।
শরৎ সম্মতি ভাবি, ফুলগুলি আনিল ?।
হাতে তুলে দিতে যায়, বিরজা আসি তথায়,
“সুধু ফুল কেন দাও, অপেক্ষা না সহিল ?
মালা গেঁথে দিই দাও,” বোলে হাত পাতিল ॥

বিরজা যে সব জানে, শরৎ তা জানেনা।
বড় লজ্জা হ'লো দেখে, হেঁট-মাথা তোলেনা !!
বিরজা কহিল, “মাথা তোলো আর ভয় কি ?
সঙ্গী ভাঁড়াইয়া, প্রেম করা কারো হয় কি ।”

সুষমার অনুরাগ, ভাল মতে জেনেছি।
তব অনুরাগ, ভাবভঙ্গি দেখে বুঝেছি॥
অনুরূপ মিলিয়াছ, দেখে সুখী হ'য়েছি!
তাতেই আনন্দ কালে, যোগ দিতে এসেছি"॥
বিরজারে বাধা দিয়া, বিনোদিনী কহিল।
"মরিকি দুখের দুখী, সুখে সুখী আইল॥
যার রোগ তারেই, ঔষধ হ'লো খুজিতে
কিসের আত্মীয়, রহে কোন্ কাযে লাগিতে?॥
ঘটক হইয়া দিবে, ঘটকালী করিয়া।
আহা কি ঘটক, গুণে লগ্ন যায় বহিয়া॥
আড়ে ওড়ে কাটাইয়া, সমকাল দেখিয়া।
উলু দিতে আইলেন, ছুঁড়ী গেল ধাইয়া॥"
বিরজা কহিল, যার লগ্ন যায় বহিয়া।
কে না জানে সে, থাকেনা, ঘটকেরে চাহিয়া?॥
শুনেছি হয়না বিয়ে, লক্ষ কথা নহিলে।
এ বিবাহে হয়নাই, আজি তুমি কহিলে॥"
মধ্যে থাকি, শরৎ কহিল, "সে, কি, বিরজে!
তুমি থাকি ঘটক, দুর্য্যোগ কেন সহজে?॥"
বিরজা কহিল "আমি, ভাবিয়াছি হৃদয়ে।
প্রকাশ্যে বিবাহ দিব, সুখ হবে প্রণয়ে॥
কত চেষ্টা করিলাম, কিছুতে না ঘটিল।
কন্যাপক্ষে মত করা, দায় হ'য়ে পড়িল॥"

সুষমা কহিল “ভাই, ভেঙ্গে কেন বলনা।
চেষ্টাত্ত করিলে, কি করিবে ফল হ'লোনা ॥
এখন উপায় কর, সব দিক্ ভাবিয়া।
ঠেকিতে হয়না যেন, কোন দায়ে পড়িয়া ॥
হিতাশিনী তোর তুল্য, কেহ নাহি ভুবনে ;
কহিনু পেটের কথা, দেখো রেখো স্মরণে ॥”
বিরজা কহিল, “আমি প্রাণ-পণ ক'রেছি।
এ প্রেম বজায় জন্য, দৃঢ়-ব্রত হ'য়েছি ॥
পরিণামে কি কর্ত্তব্য, ভাবিয়াছি আগেতে ;
এখনো উপায় দেখি, প্রকাশ্য বিবাহেতে ॥
ফলে তুমি ভেব'না, ভাবনা যা তা আমারি।
যাতে ভাল হয়, যুক্তি ব'লেদিব তাহারি ॥”

যে যাহারে ভালবাসে, সেও ভালবাসে
সে যেমন তারে।
কেবল ইহাই জানি, যত সুখ অনুমানি,
পরিমাণ তাহারি, হইতে নাহি পারে ॥
বেসি ভাল বাসে, জানি কি সুখ যে হয়।
কেবলিতে পারে ? তাহা বলিবারি নয় ॥

সেই সুখ প্রথমেই, শরতের মনে,
দরশন দিল।

কি ভাগ্য তাহার হায়, ভালবেসে সুষমায়,
আশার অতীত ফল, হঠাৎ পাইল॥
কেমন স্বর্গীয় সুখ, জানেনা জজৎ।
জানিতে যে চাও, ভাব হইয়া শরৎ॥

সুষমা, বিরজা, দোহাকার কথা শুনি,
শরতের মন।
আপনা পাসরে প্রায়, ভাবে সুষমা আমায়,
এত ভাল বাসে কেন, আমি কি এমন ?।
আমার লাগিয়া করে, এত আকিঞ্চন।
কে জানে যে আমি, হব সুষমা-রঞ্জন ?॥

আনন্দ হিল্লোলে, অবিরাম হৃদ্-পদ্ম,
লাগিল নাচিতে।
দেখি রসনা রসিল, তার কৌতুক বাড়িল,
সুষমায় সম্বোধিল কৌতুক করিতে॥
“বিনোদিনি! সদয়া যখন, মোর প্রতি।
তখন উচিত মোর, বলা সুদুকতি॥

প্রসন্ন কপাল মোর, তাই মোর প্রতি,
অনুরাগ তব।
যদি না হয় বিবাহ, তবু হবেনা বিরহ,

নিতান্ত আমারি হবে, চেষ্টা তারি সব ॥
এ চেষ্টায় যোগ, নাহি দিলে মোরি ক্ষতি।
তা ব'লে কি, সুযুক্তি দিবনা যথা-মতি ?।

আমি কেন, তোমার মনকি, তা বলেনা ?
এ সব কাযেতে।
যা হয় তা হবে ব'লে, সহসা প্রবৃত্ত হ'লে,
পরিণামে মন্দ হ'লে, হবে দুঃখ পেতে ॥
বিশেষতঃ গুরুজনে, নাহি দিলে মত।
যে কায হোকনা কেন, হইবে বিরত ॥"

উত্তর করিল ধনী, চাহিনাই বিধি,
পণ্ডিতের কাছে।
প্রবৃত্তি দিয়াছে যেই, সে বিধি করিবে সেই,
যার কর্ম্ম, ভাল-মন্দ-বোধ, তার আছে ॥
কে জানেনা এ কথায় গূঢ়-ভাবে ভরা।
আত্ম-রুচি খাওয়া, আর পর-রুচি পরা ॥"

শরৎ কহিল পুনঃ "কর বিবেচনা,
স্থির করি মন।
কখন না চিন যারে, বিবাহ করিবে তারে,
জীবন, যৌবন, মন, করিয়া অর্পণ ॥

বর আমি, তবু শুনে, মোর কাঁপে হিয়া।
এ কায করিবে তুমি, কেমন করিয়া ?। ”

উত্তর করিল ধনী "ভয় যদি হয়,
রহ সাবধানে ;
কি জানি কি ঘটে পাছে, এখনো সময় আছে,
উপযুক্ত যুক্তি লও স্বজনের স্থানে ।।
আমি ত মনের বাধ্য অবাধ্য এ মন।
রাখিতে পারেনা এ যে, স্বজনের মন ।।"

শরৎ কহিল, "আরো কহিতেছি হিত,
ভেবে দেখ মনে।
এমন সরল মন, বিদেশীরে সমর্পণ,
করিবে মনের মত, সুখের কারণে ।।
একেত বিদেশী, তাহে সন্ন্যাসী এখন।
ভ্রমিবে রবেনা হেথা, কি হবে তখন ?। ”

সুষমা কহিল, "কেন হব সন্ন্যাসিনী,
পতি-গতি সতী।
তাহা হ'তে মনো মত, সুখ কিসে আছে কত,
ভাগ্যে যদি থাকে হয় তেমন দম্পতী ।।
প্রণয়ে সেভাবে দুঃখ, নাহি ভাবে নারী।

পুরুষে কি ভাবে তাহা, বলিতে না পারি ॥"

শরৎ বলিল "যদি অসৎ সে হয় ?
মজাইয়া মন।
দারুণ লম্পট প্রায়, ছাড়ি পলাইয়া যায়,
কি দশা হইবে তবে, করনা চিন্তন ?।
তাই বলি যা করিবে ভেবে করা ভাল।
হ'লে পরে ফিরিবেনা, হইবে জঞ্জাল ॥"

সুষমা কহিল, "যার মন যে প্রকার,
তেমন সে করে।
সে যদি ত্যজিয়া যায়, ধরি কি রাখিব তায় ;
নয়ন হইতে যাবে, রাখিব অন্তরে ॥
তাহে এই জানা যাবে, সে ভালবাসেনা।
আমার যে ভালবাসা, তাহাত যাবেনা ॥

ইহাত পরম সুখ, আগেতে মিলন,
না হ'লে মিলন।
করিব রূপের ধ্যান, করিব নামের গান,
আমার এ ভালবাসা, হবেনা খণ্ডন ॥
মনসুক্ষ ভালবাসা, অনুরোধে নয়।
বিধবা হ'লেও রবে, বাঁচি যে সময় ॥"

এ সকল কথা শুনি, শরতের মন,
আনন্দে নাচিল।
কেন না নাচিবে মন? এমন নারী-রতন,
বিনা যতনেতে তার, প্রণয় যাচিল॥
প্রকাশি কহিল, "যাহা ভাল বুঝ কর।
যে দেখি তোমার কায, সব স্বতন্তর॥"

কথায় কথায় গেল, অনেক সময়,
বিরজা চেয়ায়।
"সুষমে! সত্বর হও, আজিকে বিদায় লও,
আজিকার দেখা শুনা, এই হোক সায়॥
যে কর্ত্তব্য কায তার, হবে বিবেচনা।
এখন গৃহেতে চল, বিলম্ব ক'রোনা॥"

বাধা প্রায়, বিরজার কথা, দিল বাধা,
না মানিলে নয়।
সন্ধ্যাকালে চক্রবাকী, সমান চঞ্চল আঁখি,
সুষমা শরতে কয়, "আসি রসময়॥
মনে রেখ, যতক্ষণ থাকিব, অন্তরে।
মনে কিছু ক'রোনা কথিতে কথান্তরে"॥

শরৎ কহিল, "আজ এ বিচ্ছেদ-দায়,

বেঁচে যদি থাকি।
দেখাদিয়া পুনর্ব্বার, দেখো আছি কি প্রকার
ভুলনা এ যোগে, এই কথা মনে রাখি"।
এই বলি গজ-গামি, করে দরশন।
ভাগ্য যেন চেয়ে দেখে, উদার গমন॥

সুতাল-সঙ্গত গান, ফুরালেও অনুমান
হয় যেন সেই তান, লাগিতেছে কানে
সুষমা নাহিক তথা, তবু যেন তাঁর কথা
হতেছে শ্রবণ-গতা, যেখানে সেখানে॥
সেই মূর্ত্তি অবিকল, সম্মুখে দেখে কেবল
সেই ভাব সচঞ্চল, প্রত্যক্ষ হ'তেছে।
এই ভাবে এতক্ষণ, শরৎ অনন্য-মন
নাহি জ্ঞান কতক্ষণ, দিনমান গেছে॥
রাত্রি হ'লো সমাগত, অনিদ্রায় মনোমত,
মিলন-লাভে যুক্তি কত, রাখিল ভাবিয়া।
আবার দিবা উদয়, সেও যায় সন্ধ্যা হয়,
নীরজা হেন সময়, কহিল আসিয়া॥
"মা' বাপের অনুমতি, হয় অসম্ভব অতি
তাতেই এই যুকতি, সুষমা ক'রেছে।
এখানেও থাকা দায়, রবে রহিবে যথায়,
সঙ্গিনী হইতে চায়, চঞ্চলা হ'য়েছে॥

যদি হয় অভিমত, সুষমার মনোরথ,
প্রস্তুত হইলে পথ, দেই দেখাইয়া।"
শরৎ কহিল হাসি, "চাও কি সম্পদ-রাশি,
দরিদ্রে জিজ্ঞাস আসি, আকুল হইয়া ?।
বিশেষ শুনাও ব'লে, প্রকাশিয়া কি কৌশলে,
গৃহ হ'তে যাবে চ'লে, গোপন করিয়া ?"
বিরজা কহিল, "ছলে, তব সঙ্গে যাবে চ'লে,
কুম্ভীরে খাইল জলে, দিব রটাইয়া ॥"
এ কথা কহিয়া পরে, শরতেরে সঙ্গে ক'রে,
আসি গঙ্গা তীর ধ'রে, যাইতে বলিয়া।
"অন্তরে অপেক্ষা ক'রে, সুষমা মিলিলে পরে,
চলিয়া যেও সত্বরে," কহে বুঝাইয়া ॥
বিরজারে শিষ্টাচারে, কৃতজ্ঞতা জানাবারে,
শরৎ সাদরে তারে, অনেক কহিল।
বিরজা নিবারি তাঁয়, "কায নাই শিষ্টতায়,"
বলিয়া দিয়া বিদায়, বিদায় লইল ॥
অনন্তর সুষমারে, সেই পথে যাইবারে,
কহিয়া জলের ধারে, আসি কাঁদি কয়।
"কে আছিস দৌড়ে আয়, আমাদের সুষমায়,
কুমীরেতে লয়ে যায়, উপায় কি হয় ॥"
যে শুনে ধাইয়া আসে, কেহ গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে,
কহে রমাপতি পাশে এই সমাচার।

শুনি রমাপতি ধায়, জাল ফেলি হাতড়ায়,
শেষে হ'য়ে নিরুপায়, করে হাহাকার ॥
সকলের মনোরমা, রূপে গুণে নিরুপমা,
রমণী সুষমা সমা, ছিলনা তখন ॥
কাঁদি তথাকার লোক, অনেক করিল শোক,
রমাপতি নিরালোক দেখয়ে ভুবন ॥
এই শোক কিছু দিন, রহিল না হ'লো লীন,
কার শোক চিরদিন, সমভাবে রয় ?
তবে প্রিয়-পুত্র-শোক, আর প্রিয়-পতি-শোক,
আর প্রেয়সীর শোক, ভুলিবার নয় ॥
মা, বাপ, কন্যার তরে, কতদিন শোক করে ?
বিবাহ হয়নি পরে, কে'বা শোক করে।
দুই মাস ঘুরে এল, সকলেই ভুলে গেল,
রহিল বিচ্ছেদ-শেল, বিরজা-অন্তরে ॥

তৃতীয় সর্গ।

বর, দূরে গিয়া, অপেক্ষিয়া, পাছু পানে চায়।
ক্রমে, বাড়ে রাত্রি, বরপাত্রি, দেখিতে না পায়॥
কভু, ফিরি আসে, আশে পাশে, করে অন্বেষণ।
কভু, দড় বড়ি, গাছে চড়ি, করয়ে ঈক্ষণ॥
কোন, পশু যায়, শব্দ পায়, ভাবে এই আসে।
শুষ্ক, পত্র নড়ে, উঠে পড়ে, চাহে দুই পাশে॥
যথা, হ'লে তৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণা, দেখি মৃগ ভোলে।
তথা, ভ্রান্তি হেরি, শরভেরি, ভ্রান্ত-চিত্ত দোলে॥
ভাবে "বিরজার, কি ব্যাভার, মিথ্যা কথা বলি।
করি, পরিহাস, বনবাস, পাঠাইল ছলি॥"
এই অভিমানে, সেই ক্ষণে, ফিরিবারে চায়।
কিন্তু, সন্দেহেতে, ফিরে যেতে, ফিরে অভিপ্রায়॥
"বুঝি, সে আমায়, সুষমায়, পৃথক করিবে।
এই, স্বজনের, অমতের, বিবাহ ভাঙ্গিবে॥
ইহা, বিচারিয়া, তাড়াইয়া, দিল মোরে হেথা।
গেলে, পুনরায়, থাকিবায়, নাহি দিবে সেথা॥
যদি, তাই হয়, যাওয়া নয়, তাহার ভবনে।
ভ্রমি, পথে পথে, মনোরথে, সাধিব যতনে॥
জানি, সুষমায়, সে আমায়, বড় ভালবাসে।
সে, যে, মোরে ত্যজে, অন্যে ভজে, মনে না বিশ্বাসে॥

করি, সদুপায়, সে আমায়, বরিবে বরিবে।
কেহ, বাধা দিয়া, আগলিয়া, রাখিতে নারিবে॥
তবে, নারী-রীতি, অল্প ভীতি, পায় পদে পদে।
যদি, নাহি চায়, সে আমায়, ডরিয়া বিপদে॥
তবু, ছাড়ি তারে, এ আকারে, ফিরিতে নারিব।
তারে, দেখে চোখে, তারি শোকে, শরীর ত্যজিব॥
মিছা, কেন আর, এ কান্তার, ভ্রমি রাতি যায়।"
ইহা, ভাবি মনে, সেই ক্ষণে, ফিরি চলি যায়॥
পথে, যেতে যেতে, হৃদয়েতে, হলো জ্ঞানোদয়!
"এতে, বিরম্ভার, কু আচার, থাকিবার নয়॥
বুঝি, পেয়ে বাধা, মোর রাধা, এলো না বিপিনে।
হবে, এই সত্য, সব তত্ত্ব, পাব কালি দিনে॥"
নিশি, পোহাইল, উত্তরিল, গ্রামের মধ্যেতে।
শুনে, "হায় হায়, সুবমায়, মারে কুম্ভীরেতে॥"
এই, শোক-স্বরে, থর থরে, কাঁপিয়া উঠিল।
ভাবে, "একি জ্বালা, সে অবলা, কোথায় রহিল!!
সে যে, ত্যজি ঘরে, মোর তরে, গেছে মিথ্যা নয়।
বুঝি, যেতে যেতে, বিপদেতে, বেধেছে নিশ্চয়॥
কিম্বা, পথ-ভ্রান্তা, কুল-কান্তা, ঘুরিছে কান্তারে।
কত, ভাবিতেছে, কাঁদিতেছে, না দেখি আমারে॥
ভয়ে, আছে প্রাণ, অনুমান, হয় না এমন।
কোন, হিংস্র পশু, হয় আশু, ক'রেছে হনন॥

আহা, সে অবলা, কি একেলা, রাত্রে যেতে পারে।
কেন, হাতে ধ'রে, সঙ্গে ক'রে, না নিলাম তারে !!
কোন্ পথে যাব, দেখা পাব, আছে কোন্ স্থানে।
মোর হ'লো তাই, কোথা পাই, হারাইয়া প্রাণে ॥"
খেদে, প্রাণ কাঁদে, তারে বাঁধে, ফুকুরিতে নারে।
হ'য়ে, ক্ষেপা প্রায়, বেগে ধায়, খুঁজিতে প্রিয়ারে ॥
যে'তে, সেই পথে, যেই পথে, কালি গিয়াছিল।
দেখে, মাঝে তার, পথ আর, সে পথে চলিল ॥
ভাবে, "বুঝি কান্তা, এই পন্থা ধরিয়া গিয়াছে।
পথ, শেষ হ'লে, কোন্ স্থলে অবশ্যই আছে ॥"
পথে, খুঁজে যায়, যত পায়, উচ্চ নীচ স্থান।
যেন, হারা-মণি, খোজে ফণী, হইয়া অজ্ঞান ॥
পথে, দেখে যারে, কহে তারে, "দেখা কি হ'য়েছে?
কোন, সুকুমারী, কুল-নারী, এই পথে গেছে ?"
যদি, দেখে বন, ডাকে ঘন, সুঘনে সুঘনে !
পেলে, কোন গ্রাম, অবিরাম, পথে পথে ভ্রমে ॥
গত, কত দিন, রাত্রি দিন, খুজে হারা-ধন।
ক্রমে, শীত-কাল, পেয়ে কাল, দিল দরশন ॥

এল শীত-কাল, প্রথমে কেমন, সরল ভাবে।
সরল যে নয়, কদিন তাহার, সারল্যে যাবে ?।
কুটিল যেজন, সূচ হ'য়ে পশি, শুষিয়া খাবে।

কাল হয়ে গেছে, আপনার গুণ, আপনি গাবে॥

প্রথম প্রথম, শরীর শিহরে, আরাম হয়।
দুদিন পরেই, হিম, জল, বায়ু, লাগায় ভয়॥
প্রথমে সে ভয়, বাহিরে ভিতরে, সমান নয়।
ক্রমে বেড়ে উঠে, ভিতরে বাহিরে, ভেদ না রয়॥

শীতে ভীত যারা, শীত এল ব'লে, ডরিয়া মরে।
তাদেরে যেমন, শীতে ধ'রে রাগে, সয় কি ক'রে॥
বুকে হাঁটু দিয়া, জড়ের মতন, সময় হরে।
মনে মনে করে, যাই সেথা, যেথা শীতে না ধরে॥

কুঁজা হয়ে পড়ে, দীঘল শরীর, শীতের বায়;
তেলাল গোলাল, শরীর ফাটিয়া, চটিয়া যায়॥
কত তরু, লতা, হয় জড় সড়, শোভা না পায়।
কত পশু, পাখী, এমন হয় যে, চেনাই দায়॥

শরৎ-সম্ভব, শস্য যত সব, উঠিল পেকে।
শীতের খন্দ, শিশির পাইয়া, বাড়িল জেঁকে॥
ফাক হলো মাঠ, কিকরে সে জাঁক, কে তায় দেখে
বরঞ্চ খামারে, শস্যের শোভায়, নয়ন টেকে॥

প্রত্যুষ সময়ে, শিশিরের ফোঁটা, পল্লব ঘাসে।
খিতে সুন্দর, কিছুকাল মন, হরিতে আসে॥
একালে কুআসা, কোথা হ'তে আসি, ভুবনগ্রাসে।
আঁধারের প্রায়, ঢেকে ফেলে যাহা, থাকয়ে পাশে॥

তনি কেবল, অনল, তপন, সুধার প্রায়।
গরম বসন, কুঠুরে ভবন, আদর পায়॥
বড় ছোট দিন, কাযে কুলায়না, বড়ই দায়।
রজনী কিন্তু, বড় হ'য়ে বড়, সুখ বিলায়॥

এখন বসন, পরি, সবে আশা, মিটায়ে লয়।
পরিতে যেমন, আরাম, তেমনি, আমোদ হয়॥
পরা চেয়ে আরো, আমোদ দেখিতে, নগর ময়।
নানা জাতি লোক, নানা জাতি বাস, পরিয়া রয়॥

বড়ই অসুখী, বসন যাহারা, কিনিতে নারে।
অনল তপন, সেবিয়া তাহারা, সময় সারে॥
ক'তোবাবু যারা, বাবুগিরি ছেড়ে, দিতে কিপারে।
পাছুরী শোভেনা, উড়ানীউড়ায়ে হাসায়ে মারে॥

কোন কোন দেশে, নারীগণ মাঝে, আছে এ ধারা।
এক বাসে সদা, শীত কাটে, হয়, কাঁপিয়া সারা॥

সকালে সন্ধ্যায়, যত গৃহ-কায, করয়ে তারা।
আহা. এই কালে, সুষমা কোথায়. হইল হারা ॥"

কোথা সে অবলা, সত্বরে তাহার, উদ্দেশ করি।
বিপদের সীমা, নাহি যে তাহার, মরিয়ে মরি ॥
প্রাণে নাহি সয়. সে যে দুঃখ সয়, শরীর ধরি।
সে যে অন্য নয়. শরতের প্রেম-সুখের তরি ॥

করিয়া. যতন. দেখি সে রতন, কোথায় পাই।
আকরের নয় কিনিবার নয়, কাহারে চাই ॥
ভুবনের মাঝে. তেমন রতন. আর যে নাই।
বিধিত তাহারে. হারালে বাঁচেনা, ভরসা তাই ॥

চতুর বিধাতা, লোকের আগ্রহে, কৌতুক পায়।
তাই এ বিরহ, ঘটায়ে দিয়েছে. নহে এ দায় ॥
জগতে ত্রিযামা. চন্দ্রমায় অমা, ঘটনা প্রায়।
সুষমা-বিরহ. চিরস্থায়ী নয়, ভাবে বুঝায় ॥

আহা নববালা, বড় আশা করে,
করে অভিসার, অনুরাগ ভরে,
পাছু নিলি কেন, ওরে বালাই ?
শরৎ যে পথে, খুঁজিতে চলিল,

সুষমা সে পথে, প্রথমে আইল,
এসে দেখে কই, শরৎ নাই !!
কাপড়ে পড়িয়া, ঘুরিতে লাগিল
ব্যাকুল হইয়া, কতই খুঁজিল,
কোথা পাবে সেত, নাহিক তথা।
না পেয়ে শরতে, পালটি আসিয়া,
চলিল দ্বিতীয়, পদবী ধরিয়া,
আইল শরৎ অশোকে যথা !!
যখন সুষমা, এপথ ধ'রেছে,
তারি কিছু আগে, শরৎ ফিরেছে,
তাই পরস্পর, দেখা না হল।
এদিগেও নাই, শরতের দেখা,
ভাবিলে "এখন, কোথা যাই একা,"
মনে মনে হলো, বড়ই ভয় !!
কি করে, চলিল সাহসের ভরে,
কাঞ্চনে খুঁজিতে, অন্ধকার ঘরে,
তাও তথা হ'তে, গিয়াছে স'রে।
বহুদূরে যায়, দেখা নাহি পায়,
ভাবে রামা "একি, করিলাম হায়,
সঙ্গ ছাড়ি কেন, এলাম পরে !!
বুঝি নাথ কোন, বিপথে প'ড়েছে,
অথবা কোথায়, গোপনে র'য়েছে;

ডাকিলে উত্তর, পাইতে পারি।
কি ক'রে ডাকি বা, ছাড়িয়া গলায়;
ফুকারিলে কেহ, চিনিবে আমায়,
কি, করি যে দেখি, বিপদ ভারি ॥
যদি দেখা নাহি, হয় তাঁর সনে,
কি করিব কিবা, হবে পরক্ষণে
ভালের লিখন, এই কি ছিল ?
গৃহ ছাড়িলাম, যাহার আশায়,
তারে না পেলাম কি হবে দশায়,
কেন বিধি মোরে, এ দুখ দিল ?"
ভয়ে চারিদিগে, অকুল দেখিল,
হিয়া দুর দুর, করিতে লাগিল,
বুক ভিজে গেল, নয়ন-জলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে, ভাবে মনে মনে,
"দেখা না হইল, কেন কি কারণে,
আসি কি আবার, গিয়াছে চ'লে ?
আসি হেথা বুঝি, মোরে না দেখিয়া,
আসিয়াছি কি না, জানিতে ফিরিয়া,
গিয়াছে, এইত, মনেতে লয়।
আমারে কুম্ভীরে, করিয়াছে গ্রাস,
একথা শুনিলে, হইবে বিশ্বাস,
এখনি আসিবে, রবার নয় ॥"

তৃতীয় সর্গ।

এই আসে, এই আসে, হয় মনে,
চাহি দেখে পথ, শতবার ক্ষণে,
সে আশাও ক্রমে, বিফলা হয়।
ভাবিল, "তবে কি, ফিরিয়া চলিব,
গৃহেতে কি সুখে সুখিত হইব?
গৃহ হতে সে ত পাবার নয়॥
তারে না পাইলে, গৃহে কি করিব,
দেশদেশান্তরে, তারে অন্বেষিব,
এভাবে জীবন, করিব ক্ষয়।
অথবা বনেতে, কুটির বাঁধিয়া,
ভাবিব তাহারে, যোগিনী হইয়া,
পিরীতের রীতি, এইত হয়॥
কিন্তু এ বিরহ, কেমনে সহিব,
যদিন বাঁচিব, ভাবিয়া মরিব,
কেনবা বাঁচিতে, বাসনা করি।
একে বিরহিণী, একাকিনী তায়,
বিপদে বারিব, কার ভরসায়?
বিপদে না মরে, আপনি মরি॥
এতক্ষণ আশা, সঙ্গিনী আছিল,
কত চলিয়াছি, ভয় না লাগিল,
একাকিনী করি, সেও যে যায়!
মন তুমি আর, মোর এবে রও,

যারে ভাবিতেছ, তারে ভাবি রও,
প্রাণ যাও আর, রবে কোথায় ?।
খুঁজিয়া তাহারে, না পাই যদি রে,
ভেবেছ কি তবে, রাখিব শরীরে ?
কেন জেনে শুনে, যাবে আঘাতে।
কি আশায় মায়া, শরীরে রকিবে ?
রহিলেও আজ, হিংস্রকে ছাড়িবে ?
তাহ'লে কি আর, পাবে লুকাতে ?।
না হ'তে মিলন, হইল বিরহ,
কোন্ পাপে এত, করিছে নিগ্রহ,
এ নিগ্রহ কেন, সহিব আর ?
কিন্তু মরণেও, সুখ না হইল,
আমি মরিতেছি, সেত না জানিল,
আশা রবে, দুখ হবে যে তার !।
পুরুষের মন, বুঝিবার তরে,
মিলিবে উপায়, আছে বহুতরে
আমার উপায়, কিছুই নাই !
এখনো রয়েছি, দেখিনা খুঁজিয়া,
কই, দরশন হ'লোনা বাঁচিয়া,
এসো আশা, যদি, মরিয়া পাই !।"
শরতের রূপ, হৃদয়েতে ধ'রে,
চলিল সুষমা, মরিবার তরে,

ঐ দিগে যামিনী, প্রভাত হয়।
যামিনী কামিনী, মারীর মরণ,
দেখিতে না পারি, করিল গমন,
এই ভাব যেন, মনেতে লয়॥
নলিনী-নায়ক, পাইল দেখিতে,
মলিনী-প্রায়, কে, আসিছে মরিতে,
ও কাশিল কেহ, দেখে বাসনা।
ভানু যা ভাবিল, তাহাই হইল,
কোন মহাজন, দেখিতে পাইল,
তাহে সুষমার, মরা হ'লোনা॥

সুসমার, মরিবার, বাসনার, সঙ্গে।
যেন বাধা, ছিল বাঁধা, দিল বাধা, রঙ্গে॥
হঠাৎকার, এক ধার, অন্ধকার, ক'রে।
অশ্বচারী, অস্ত্রধারী, আসে সারি, ধ'রে॥
চট চট, খট খট, ঘট ঘট, শব্দ।
শোনে কাণে, যে যেখানে, সে সেখানে, স্তব্ধ॥
হ্রেষারবে, দিক সবে, প্রতিরবে, ভরে।
বায়ু কুড়ি, ধূলিউড়ি, দিগযুড়ি ধরে॥
খর-শাণ, অসিবাণ, দেখে প্রাণ, ডরে।
বীরগণ, বেগে মন, আকর্ষণ, করে॥
সেই সাজে, মাঝে মাঝে, কেহ ভাঁজে, অসি।

কেহ শরে, লক্ষ্যকরে, অশ্বোপরে বসি ॥
ওই গেল, এই এল, প'ড়েগেল, রব।
দূরে থাকি, মুদে আঁখি, পশু পাখী, সব ॥
পাখী কত, শত শত, পশুযত, চরে।
খেয়ে তীর, শিকারীর, মৃত্যুস্থির, করে ॥
অকস্মাৎ, কি উৎপাৎ, দৃষ্টিপাৎ, করে।
ভয়াবহ, সমারোহ, ভেবে মোহ, ধরে ॥
যে জীবনে বিসর্জ্জনে, প্রতিক্ষণে, ব্যস্ত।
দেখে ভয়ে, প্রাণ ল'য়ে, সেও ভয়ে, ত্রস্ত ॥
মৃগয়ার, এ ব্যাপার, সুষমার, পক্ষে।
অত্যাচার, ভাবে তার, মন আর, চক্ষে ॥
এতক্ষণ, বীরগণ, অন্য-মন, থেকে।
এইবার, সুষমার, সে আকার, দেখে ॥
দলস্বামী, নিম্নে নামি, মৃদুগামী, হ'য়ে।
কাছে আসে, সমাশ্বাসে, স্নেহ ভাসে, ক'য়ে ॥
জিজ্ঞাসয়, "পরিচয়, যোগ্য হয়, কহ।
কারো নারী, কি কুমারী, কি আচারি, রহ ॥
কিকারণ, নিজ জন, একজন, নাই।
একাকিনী, অনাথিনী, কেন জানি, তাই ?।"
সুষমার, ধার্য্য আর, অন্য কার, সনে।
দেখা হয়, কথা কয়, ইচ্ছা নয় মনে ॥

কিন্তু তার, এড়াবার, পথ আর, কই ;
মনে ভাবে, "না সুধাবে, মূকভাবে, রই ॥"
আগন্তুক, সকৌতুক, চাহে মুখ, ক্ষণে ।
কথা নাই, কেন নাই? ভাবে তাই, মনে ॥
"বোবা হবে," বুঝি তবে, সঙ্গীদের কয় ।
"যত্ন ক'রে, অশ্বোপরে, তুলি ধ'রে, লয় ॥
বিদেশিনী, একাকিনী, একাকিনী পেলে ।
দুষ্টে পরে, নষ্ট করে, মোরা ঘরে গেলে ॥
দেখে মুখ, ধরে দুখ, কেন দুখ, সবে ?
যাই ল'য়ে, যমালয়ে, কন্যা হ'য়ে, রবে ॥"
এ কথায়, সুষমায়, মৃতপ্রায়, করে ।
থরথরি, কাঁপে ডরি, হরি হরি, স্মরে ॥
"কি ভাবিনু কি করিনু, কি হইনু, হায় ।"
ইহা ভাবি, চিন্তে ভাবী, অনুভাবি, দায় ॥
ভাবি পরে, স্থির করে, "এরি ঘরে, যাই ।
যথা হোক, ত্যজি শোক, পরলোক, চাই ॥
বোবা ভাণে, মানে মানে, যথাস্থানে, লবে ।
মনে যাহা, আছে তাহা, পেলে রাহা, হবে ॥
কথা ব'লে, ভাল হ'লে, গণ্ডগোলে, ডঙ্কা ।
সতীত্বের, বিঘ্ন ঢের, বিপদের, শঙ্কা" ॥
এ বিচার, সুষমার, মনে আর, প্রাণে ।
নাহি জানে, অশ্বীগণে, বোবা জ্ঞানে, আনে ॥

অশ্বচারী, সঙ্গে নারী, বীর-নারী, সাজে।
চলে যেন, শক্তি সহ, সুরগণ, মাঝে।

বিরহ কি নিদারুণ! তা হ'তে আগুণে গুণ,
সুজনে যেমন।
আগুণে যাহারে ধরে, একেবারে ভস্ম ক'রে
নিভায় আপন॥
বিরহ যাহারে ধরে, ধিকি ধিকি দগ্ধ করে
নিভায়না ফুরায়না তাহার জ্বলন।
চিরকাল সমভাব, কুজনের যে স্বভাব,
কুজনেরো শত্রুভাব, ফুরায় কখন॥

মরি দুঃখে মন দহে, শরৎ সুষমা দোঁহে,
বিরহ দুর্জ্জন।
কোথা হ'তে কোথা আনি, দুটাই করিল টানি,
না হ'তে মিলন॥
কি করে তাদের মন, তারাই জানে দুজন,
ভেবে মন কেঁপে ওঠে, ঝোরে দুনয়ন।
গণেশই ভাবিছে মন, এখনি করি মিলন,
সে সময়ে থাকিলে, কি ঘটিত এমন?।

ইহাদের গ্রহ ফের, পোচে নাই আছে ঢের,

ভালের লিখন।
পেয়েছি একের দেখা, আর ছাড়িবনা একা,
হারান রতন ॥
শরৎ কোথা এখন, দেখি ক'রে অন্বেষণ
রতন পেয়েছি সূত্রে পাবই এখন।
বুঝি আজ দুঃখ শেষ, খুঁজিতে হ'লোনা ক্লেশ,
এই যে সুষমা দেখে, সুষমা-রঞ্জন ॥

বিধি হ'য়ে অনুকূল, শরতেরে দিল কূল
অকুল-পাথারে।
নানাস্থান ভ্রমি একা, শেষেতে পাইল দেখা,
কাশীমবাজারে ॥
যে আনিল সুষমায়, বিচারক সে তথায়,
তার অন্তঃপুর মাঝে, বাতায়ন দ্বারে।
সুষমা বসিয়া ছিল, শরতেরে দেখা দিল,
শরৎ দাঁড়ায়ে নিম্নে, পথের মাঝারে ॥

হঠাৎ আঁধার ঘরে, আলোক দেখিলে পরে,
সন্তোষ যেমন।
শরতে দেখিয়া পথে, সুষমার হৃদি-রথে,
আনন্দ তেমন ॥
সর্ব্বস্ব হারায়ে পাকে, অভাগা যেমন থাকে,

শরৎ তেমনি ভাবে করিতে ভ্রমণ।
হ'লে পুনঃ ভাগ্যোদয়, অভাগা কি সুখী হয়?
শরৎ সুষমা দেখে, হইল এমন॥

চারি চক্ষে দেখা দেখী, উভয়ে ভাবিল এ কি,
সত্য কি স্বপন?
সুখের বেগের প্রায়, নয়ন-জল-ধারায়,
ভিজিল বসন॥
শরৎ কহিল "সে, কি, এতেও ভদ্রতা দেখি!
সে, কি, পরধন হরা ভেবেছে দূষণ?"
সুষমা কহে "জীবন! জানিতে হবে মিলন,
তাই যাও নাই? গেলে পেতেনা এ ধন॥"

এরূপ মিলন সঙ্গে, যত সুখ এলো রঙ্গে,
ভুঞ্জে পরস্পরে।
বিবরিয়া পূর্ব্ব-কথা, উভয়ে জানায় ব্যথা,
উভয়-গোচরে॥
সাক্ষাতে পাইলে কর্ত্তা, দুষ্টের দৌরাত্ম্য-বার্ত্তা,
ভীরুজনে যে প্রকার অভিযোগ করে।
সেই মত উভয়ের, বিরহেতে বিরহের,
অত্যাচার-বার্ত্তা দোঁহে কহে আর্ত্ত-স্বরে॥

উজ্জ্বল করিয়া পথ বাতায়ন,
শরৎ সুষমা করে আলাপন,
[illegible]হর গৃহিণী অলক্ষ্যে থাকিয়া, দেখিল শুনিল সব।
ডাকিয়া কর্ত্তায় কহে বিবরিয়া,
"আনিয়াছ যায় মৃগয়ায় গিয়া,
বোবা নয় সে যে, সাজিয়াছে বোবা, একি একি অসম্ভব!
পরম-সুন্দর, যুবা এক জন,
চলি যায় পথে, করি দরশন,
অতি সুখী হলো, বলিতে পারিনা, সেও সুখী দেখি তায়।
জ্ঞান হয় এই, নারী-পরিচয়,
সাধারণ প্রায়, সাধারণ নয়,
যুবাজন কেহ, হইবে উহার অনুভবে বুঝাযায়॥"
গৃহিণীর মুখে, এ সব ভারতী,
শুনিয়া কৌতুকী, হয় গৃহপতি,
গৃহিণী চিনায়ে দিল, যুবকেরে, ডাকি আনে সমাদরে।
বসিতে বলিলে, শরৎ বসিল,
সভ্যজনোচিত, মাননা করিল,
গুণ আছে, ভাব দেখি সবে বোঝে; রূপেত মোহিত করে।
পরে বিচারক, জিজ্ঞাসিল তারে,
"কে তুমি স্বরূপ, কহিবে আমারে,
যে নারীর সহ, আলাপ করিলে, বল তারো পরিচয়?
একাকিনী তায়, পেয়েছি বিজনে,

তত্ত্ব তার জানি, বড় ইচ্ছা মনে,
মূক ভাবে সেত গোপনে রেখেছে, তুমি কহ সমুদায়।
বুঝিল শরৎ, "না কহিলে নয়" ॥
সরল ভাবেতে, কহে পরিচয়,
নিজ পরিচয়, প্রথম হইতে, প্রথমে প্রকাশ করি।
পরে সুষমার, নাম ধাম সহ,
প্রণয়, সন্ধান বিপদ, বিরহ,
আপাত-মিলন পূর্ব্বাপর কথা, কহিলা সব বিবরি ॥
আনুপূর্ব্বী সব, আশ্চর্য্য ঘটনা,
শুনিলা হইয়া, অবহিত-মনা,
চমকি উঠিয়া কহে বিচারক, "তোমরাই [illegible]
প্রতিজ্ঞা আমার, তোমাদের প্রেমে,
যত বাধা আছে ঘুচাইব ক্রমে,
দত্তরা'র বিবাহ, গৃহী হবে সুখে, কেন কষ্ট পাবে ভ্রমি।"
অনন্তর ডাকি, আনি সুষমায়,
জিজ্ঞাসিলা, "বাছা কহ সে কথায়,
কেন বোবা হ'য়ে আছ কষ্ট স'য়ে, গূঢ় হেতু কিবা তার"?
বাজিয়াছে ঢাক, ল'জে কিবা করে,
তবু রামা লাজে কহে মৃদু-স্বরে,
কুতূহল-পর, শ্রোতার মণ্ডলী, নীরব স্থির আকার ॥
কহিলা সুন্দরী "একে সে কান্তার,
অনুবল কেহ, নাহিক আমার,

কিরূপে সতীত্ব, রাখিব ভাবিয়া, বিচারিনু মনে মনে।
নহিত কুরূপা, তাহাতে যুবতী,
দেখি যদি কারো, হয় অন্যমতি,
কতোপায়ে ঘৃণা বোবা ভেবে, তাই বোবা সাজি সেই ক্ষণে॥
পিতৃবৎ ভাব, আপনার ছিল,
সঙ্গীগণে তবু, সন্দেহ হইল,
বলিল মন, না কহ কথা, জানি, সৌন্দর্য্য বাড়ায় স্বরে।
কথায় বিপদ, ভাবিলাম আর,
কহিতে হইত, এত সমাচার,
আজি যা শুনিলে, তখন শুনিলে তখনি পাঠাতে ঘরে॥
ফিরে ঘরে যাই, নহেত মদন,
বিরহ না ঘোচে, ত্যজিত জীবন,
ত্যজিব জীবন, গোপন কথায়, কেন শুনাইব পরে?
শুনি লোকে মোরে, কুলটা কহিবে,
প্রণয়ের স্থলে, কলঙ্ক রটিবে
আমা হতে ইহা, হইবে কেমনে, কথা হরি এত স্বরে॥
বিচারক সুধু, বিচারক নয়,
প্রণয়ী প্রবীণে প্রবীণ প্রণয়,
সুধার আস্বাদ, দেবতাই জানে, কথা শুনি পুলকিত।
সম ব্যথা যার, সেই বুঝে ব্যথা,
ভাবুকেই বুঝে, ভাবুকের কথা,
সুষমা শরতে, মিলিল মরি কি, সুহৃদ্ সময়োচিত॥

বিচারক হ'য়ে, হরষিত অতি,
কহে "বাছা তুমি, বড় বুদ্ধিমতী,
সুবুদ্ধি যাহার, কায কি তাহার, আত্ম-রক্ষা হেতু প[illegible]
দেখি নাই আমি, আর তোমা বিনা,
বয়সে নবীনা, গুণেতে প্রবীণা,
তা না হ'লে প্রেম, বুঝেছ, কভু কি বাল-লতা ফল ধ'রে
এরূপে অনেক প্রশংসা করিয়া,
আরও সুষমা দোঁহারে তুষিয়া,
ডাকি অনুচরে, প্রেরিলা সত্বরে, রমাপতি নিকেতনে।
কহিদিলা তায় "ব'লো না তাহারে,
দেখিলে শুনিলে যে সব ব্যাপারে
[illegible] আনিবে, এই কথা বলি, ডাকিয়াছি প্রয়োজনে।"
যে আজ্ঞা বলিয়া চলি যায় চর,
কত ভাব ভাবে মনের ভিতর,
'যার কন্যা এত, রূপগুণ ধরে, কি জানি সেই কেমন।
এমন রতন জনমে যেখানে,
রমণীয় সেই, আসে অনুমানে,
অথবা শুধুই, সরোবরে নয়, পঙ্কলেও পদ্মবন।।"

ডাকে বিচারের পতি, ডাকে বিচারের পতি।
পরম-সৌভাগ্য মানি, আসে রমাপতি।।
তাঁরে যতন করিয়া, তাঁরে যতন করিয়া।

রাখিলেন বিচারক, ভিন্ন বাসা দিয়া॥
শ্রান্তি শান্তির অন্তরে ২
কহিলা "যে প্রয়োজন, কহি অতঃপরে॥
শুনি তোমার কন্যায় ২
কম্ভীরে করেছে নষ্ট, ডুবায়ে গঙ্গায়॥
অতি দুঃখের বিষয়, ২
কি করিবে, বিধি লিপি, খণ্ডন না হয়॥"
কাঁদি কহে রমাপতি, ২
"নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাই, মরে সে সন্ততি॥
সবেক ন্যা সে আমার, ২
ধন্যা ধন্যে কন্যা, কিবা রূপ গুণ তার॥"
করি খেদ বহু তর, ২
শোকে ক্ষুণ্ণ রমাপতি, হইল কাতর॥
বিচারক পুনর্ব্বার, ২
কহিলা "না কাঁদ, মৃত্যু হয় নাই তার॥"
কথা শুনি রমাপতি, ২
বলে, "সে, কি, মহাশয়, সত্য এভারতী॥?"
বিচারক হাস্য করি, ২
কহিলা, "দেখহ ওই, সুষমা সুন্দরী॥"
ছিল পট-ব্যবধানে, ২
পট তুলি সুষমায়, ডাকিলা সেখানে॥
করি পিতায় প্রণতি, ২

দাঁড়াইল সুষমা, সুষমা হলো অতি ॥
যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ, ২
রমাপতি হৃদাকাশে, প্রকাশে আহ্লাদ ॥
যেন স্বপ্নে পেয়ে শোক, ২
নিদ্রাগতে মিথ্যা ভাবি, সুখী হয় লোক ॥
রমাপতি সে প্রকার, ২
এত সুখী হইল, ইয়ত্তা নাহি তার ॥
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসিল, ২
"কহ শুনি! বিবরণ, কিবা ঘটেছিল ॥"
বিচারক কহে তারে, ২
"স্থির হও সব কথা, শুনাব তোমারে ॥"
অনন্তর সুষমায়, ২
আজ্ঞা দিলা, তথা হ'তে ব্যবধানে যায় ॥
গেলে সুষমা সুন্দরী, ২
সুষমার বিবরণ, কহেন বিবরি ॥
শুনে ছিলা যে প্রকারে, ২
শরতের সহ তার, প্রণয় সঞ্চারে ॥
হ'লে প্রণয় পত্তন, ২
যে প্রকারে বিবাহের, পেয়েছে যতন ॥
যে প্রকারে চেষ্টা করি, ২
বিবাহে ব্যাঘাত ভাবি, হয় দেশান্তরী ॥
যে প্রকারে আসি পথে, ২

ছাড়া ছাড়ী হয় দোঁহে, পড়িয়া বিপথে ॥
যে প্রকারে আনি তায়, ২
গৃহেতে রাখেন, রাখে যেমন কন্যায় ॥
যে প্রকার ঘটনায়, ২
শরতের সঙ্গে দেখা, পরিচয় পায় ॥
ক্রমে করিয়া বর্ণন, ২
কহিলেন, রমাপতি, করিলা শ্রবণ ॥
শুনি কাঁপি উঠে কায়, ২
কি কহিবে রমাপতি, ভাবিয়া না পায় ॥
বিচারকের কৃপায়, ২
তারা-কন্যা পেয়ে স্তব করিলা তাঁহায় ॥
পরে কহে মৃদুস্বরে, ২
এত যে হ'য়েছে কাণ্ড, জানিব কি ক'রে ?॥
জানি বিরজার ঘরে, ২
শরৎ নামেতে যুবা, আসি বাস করে ॥
যুবা দেখিতে সুন্দর, ২
রূপ অনুরূপ গুণ, লোক-মনোহর ॥
তারে কন্যাদান তরে, ২
বিরজা কয়েক বার, অনুরোধ করে ॥
যুবা না জানে আপন, ২
বিনা পরিচয়ে, কন্যা কে করে অর্পণ ?॥
সেই হেতু কন্যা দানে, ২

অনন্ত কহিল, বিরজাও তাই জানে ॥
কন্যা ভাল বাসে তায়, ২
বিরজা এ কথা কভু, মোরে না জানায় ॥
শেষে এত ঘটিয়াছে, ২
আজি শুনিলাম সব, আপনার কাছে ॥
বিচারক জিজ্ঞাসিলা, ২
"বিবাহ করবে কি না, ভাবিয়া দেখিলা ॥"
ভাবি রমাপতি কয়, ২
"এখন যে পাত্রে কন্যা, না দিলেই নয় ॥
কিন্তু বিষম ব্যাপার, ২
জাতি-কুল-পিতৃ-নাম, জানিনা যুবার ॥
শেষে জাতি যাওয়া কাযে, ২
কেমনে কহিব থাকি, হিন্দুস্থানী মাঝে, ॥
প্রত্যুত্তরে বিচারক, ২
কহিলা, "এ কাযে আর, না হও বাধক ॥
যদি কন্যায় না চাহ; ২
চক্ষের দেখায় দেখি, ফিরি ঘরে যাহ ॥
যদি কন্যা চাহ তবে, ২
বিবাহ দাওগে, পরে যাহা হয় হবে ॥
জাতে হবে এই পরে, ২
জাতি জাতি মিলিয়া, করিবে এক ঘ'রে ॥
তাতে কি ভয় তোমার ? ২

আর কন্যা পুত্র নাই, অনুরোধ কার না
অবশেষে ভেক লবে, ২
একঘরে ঘুচি লোকে, পূজ্য হ'য়ে রবে ॥"
মুগ্ধ কন্যার মায়ায়, ২
এযুক্তিতে রমাপতি, শেষে দিলা সায় ॥

প্রেমিক বলিয়া, প্রেমের তরে।
বিচারক এই, যুকতি করে ॥
হইলে আপন, যুকতি এমন,
হ'ত কি ? সন্দেহ তায়।
যারা ধর্ম্ম জাতি, কুলের লাগি,
জেনে শুনে হয়, দুঃখের ভাগী ॥
থাকে যে সমাজে, এ প্রকার কাযে,
কারবা প্রবৃত্তি ধায়। ?

নানা দেশে নানা, লোকের স্থিতি।
সবাই মানব, বিভুর কৃতি ॥
সমাজ কারণ, আপন আপন,
গৌরব কেবা না চায় ?
ভারত সমাজে বিশেষ জাঁক।
এক-ধর্ম্মী মাঝে, কতই থাক ॥
যত থাক থাক, তত থাক থাক,
অহঙ্কার শোভা পায় ॥

থাক যথা তথা, গোঁড়ামী সার।
ঘৃণা পরস্পর মনে সবার॥
ভিন্ন জাতি সনে, মেলেনা যতনে,
কেন? ঘৃণা হেতু তার।
একধর্ম্মী হেন, জাতি বিচার।
পৃথক ধরম, যেন সবার॥
পশু-পক্ষীগণ পৃথক যেমন,
জাতি-ভেদ সে প্রকার॥

স্বজাতির মাঝে, কুলের রীতি।
যার নাই শুনি, পায় সে ভীতি॥
কুলীনে অপরে, যেন দেব নরে,
কুলীনে বিচারে মনে।
যদি পশুবৎ, কুলীন হয়।
অন্য গুণবান সমান নয়॥
শত ধিক্ তায়, এরীতি-প্রথায়,
ধিক্ তথাকার জনে॥

ধর্ম্ম, জাতি, কুলে, গোঁড়া যে হয়।
পৃথিবীতে কভু, সুখী সে নয়॥
চৈতন্য কেবল, বুঝে এই গোল,
ভেক লওয়া রীতি, করে।

চলিলে এরীতি, ভারত মাঝে।
সুবিধা হইত, অনেক কাযে ॥
পার্থক্য ঘুচিয়া, একতা জন্মিয়া,
সুখী হ'তো পরস্পরে ॥

বিভিন্ন জাতিতে, হ'লে প্রণয়।
সুবিধা সুধুই, সে কথা নয় ॥
ভারত ভুবনে, একতা বিহনে,
দোষ যত সব যায়।
ধর্ম্ম জাতি কুলে, গোঁড়ামী ভরে।
পরস্পর দ্বেষ, হিংসাদি করে ॥
একতার সুখ, হয়েছে বিমুখ,
পুনঃ পাওয়া যায় তায় ॥

অন্যে কানে, শুনি করয়ে রোষ।
মানবে মানবে, ছুঁইলে দোষ ॥
এরূপ কারণে, বিদেশ-ভ্রমণে,
জ্ঞান-লাভ, নাহি ঘটে।
সুধু জ্ঞান-লাভ, নহে ভ্রমণে।
উদ্যোগী, সাহসী, করয়ে মনে ॥
না করি ভ্রমণ, বাঁচা সে যেমন,
মণ্ডুক বাঁচয়ে বটে ॥

বড় খেদ হয়, তাই সে বলি।
এই ধর্ম্ম, জাতি, কুল, সকলি॥
ছিলত পূর্ব্বেতে, এরূপ ভাবেতে,
ব্যবহার কে করিত?
দ্বেষ ঘৃণা-ভাব, ছিলনা এত,
তাই পরস্পর, সাহায্য পেত।
থাকিতনা বসি, উদ্যোগী সাহসী,
বিদেশে ভ্রমি হইত॥

এই গুণ ছিল, সেই কারণ।
সরল হইত, সবার মন॥
মনে বল হ'লে, শারীরিক বলে,
কদাপি বঞ্চিত হয়?
একতা, শরীর, মনের বলে।
ভারত সম কে, ছিল ভূতলে?।
সকল ভুবন, করেছে শাসন;
ভারত এক সময়॥

হায়রে সে কাল, কোথায় গেল।
কি কালের পর, কি কাল এল॥
সেই সে ভারত, হ'য়ে পদানত,
বিদেশির সেবা করে?

আর সে ভারত, রঘুও নাই ।
আর সে কৌরব পাণ্ডব নাই ।।
রণজিত ছিল, সে দিন মরিল,
　আর কে বা দুঃখ হরে ।

পুরুষ বংশে, কাপুরুষ সবে ।
আরকি ইহারা, স্বাধীন হবে ।?
তা আর হয় না, যা আছে সয় না,
　লালায়িত হ'তে দাস !
দাসত্বে যাহারা, সন্তোষ মানে ।
স্বাধীনতা-রস, তারা কি জানে ?।
বরঞ্চ সম্ভবে, আরো হীন হবে,
　তা হ'তে পারে ঘাস ।।

রমাপতি করি, ভারতে বাস ।
জাতি ত্যজিবারে, করিল আশ ।।
যদিও এ পণ, কন্যার কারণ,
　তবু সে সাহসী হয় ।
যে কারণে জাতি, ত্যজিতে চায় ।
আরো সবিশেষ, কারণ পায় ।।
অবশ্য এ জন, সুকঠিন পণ,
　পূরিতে করেনা ভয় ।।

ক্রমেতে বিশেষ কারণ তরে।
স্বাধীনতা-সুখ ভাবনা ক'রে॥
স্বাধীনতা লাগি, হ'য়ে দুঃখ-ভাগী,
প্রাণ-পণ সুকঠিন।
রমাপতি সম, হবে যে জন।
ত্যাগে না ডরিবে, তাহার মন॥
আপনি কহিতে, প্রাণ-পণ দিতে,
চাবে হবে হেন দিন॥

বড়ই ভরসা, হতেছে মনে।
ক্রমেতে এদেশী যতেক জনে॥
গোঁড়ামী ত্যজিতে, একতা লভিতে,
পারা অসম্ভব নয়।
কি ক্ষণে সুষমা, প্রেম করিল।
রমাপতি, ভেক লতে, চাহিল॥
ভাবুকের মনে, সেই সে কারণে,
দুরাশা সুআশা হয়॥

বিবাহে সম্মতি, দিল রমাপতি,
শুনি হর্ষ-মতি, সুষমা।
হর্ষ সে কেমন, হ'লোনা বর্ণন,
ভেবে সারা মন, উপমা॥

বিচারক তায়, পরিতোষ পায়,
শরতে তথায়, ডাকিল।
রমাপতি সনে, আলাপ কারণে,
একত্রে দুজনে, রাখিল॥
শরৎ সুজন, শিষ্ট-আলাপন,
করিতে এমন, জানিত।
হলে পরিচয়, শরু তুষ্ট রয়,
রমাপতি হয়, মোহিত॥
স্নেহে রমাপতি, সুষমা যেমতি,
শরতে তেমতি, দেখিল।
ছিলনা সন্তান, সন্তান সমান,
আদরের স্থান, পাইল॥
ক্রমে এই কথা, ঘোষে যথা তথা,
সুষমার মাতা, শুনিল।
পাইয়া পুলক, যথা বিচারক,
ডাকিয়া বাহক, প্রেরিল॥
শরতের সহ, হইবে বিবাহ,
নাহিক সন্দেহ, তাহাতে।
বিশ্বাস হইল, সন্তোষ উদিল,
সুষমা বসিল, দোলাতে॥
বিচারের পতি, করে অনুমতি,
বাহকেরা গতি, করিল।

শরৎ পশ্চাতে, ছাতা ছড়ী হাতে,
রমাপতি সাথে, চলিল ॥
ক্রোশান্তরে যায়, দেখিবারে পায়,
মহাজনের প্রায়, বাগানে।
দস্যুর মতন, দেখিতে ভীষণ,
বীর কয় জন, সেখানে।
আকারে সবাই, কাণ্ড-শাখা নাই,
তরু হেন পাই, দেখিতে।
দাসের বরণ, কর্কশ গঠন,
পারেনি তেমন, আঁকিতে ॥
পাকিয়া কামান, বাহু দুইখান,
সবারি সমান, ঝুলিছে!
ছাতি কি চিতেন! মনে হয় হেন,
চীত হ'য়ে যেন, পড়িছে ॥
উরু জানু দ্বয়, দেখি মনে হয়,
স্তম্ভ লৌহময়, যেমতি।
অতিগাঢ় লাল, নয়ন করাল,
ঠিক যেন কালমূরতি ॥
সজ্জাপরা বেশ, বাঁকা বাঁধা কেশ,
নাহি ভয়লেশ, কাহারে।
পিঠে বাঁধা ঢাল, চণ্ডালের পাল,
লাঠি করবাল, ঝাঁকারে ॥

তৃতীয় সর্গ।

লিখিকা দেখিয়া, সকলে মিলিয়া,
গেলা হাকায়িয়া, ধাইয়া।
"যাস কোথা আরে," বলে চারিধারে,
ঘোর মারমার, করিয়া।
তুলিল বেড়িয়া, ভয়ে হয় সারা,
তুলি কেলে তারা, লুকায়ে॥
শরৎ দেখিল, ডাকাতে ঘেরিল,
বিপদে ফেলিল, সবারে।
"আছে কিছু বল, তাহে কি প্রবল,
ডাকাতের দল, সহিব?
কিন্তু যদি প্রাণ, থাকিতে পরাণ,
ভীরুর সমান, মরিব।
বাঁচি যতক্ষণ, করিব যতন,
যাবেত জীবন, রবে না।
ডাকাতে মারিবে, সুষমা কাঁদিবে,
যন্ত্রণা সহিবে, সবে না।"
ইহা বিচারিয়া, সাহস করিয়া,
কোমর কসিয়া, বাঁধিল।
একলাফে গিয়া, একেরে ধরিয়া,
লাঠি ছিনাইয়া, লইল॥
মরিয়া আকারে, যারে পায় তারে,
বেগে লাঠিমারে, অমনি।

যেন ব্যূহমাঝে, অভিমন্যু সাজে,
শরৎ এ কালে, তেমনি ॥
দস্যুরা কহিয়া, চারিদিক দিয়া,
শরতে বেড়িয়া, ধরিল।
ফাঁক পেয়ে এরে, কাহারেরা সরে,
ডুলিফেলি তবে, ছুটিল ॥
বিচারক যথা, বেগে যায় তথা,
বিপদের কথা, কহিতে।
ভয়ে সসম্পত্তি, কন্যার সংহতি,
লুকাস সম্প্রতি, ভুলিতে ॥
ডাকাতেরা মেলা, শরৎ একেলা,
উত্তরে কি ভেলা, সাগরে ?
প্রহারের ঘায়, পড়িল ধরায়,
চেতনা হারায়, সমরে ॥
মরেছে ভাবিয়া, শরতে ছাড়িয়া,
ডাকাতেরা গিয়া, ত্বরিতে।
ডুলি তুলি নিল, বাগানে পশিল,
বেগেতে লাগিল, ছুটিতে।

দুইদণ্ড গত প্রায়, শরৎ চেতনা পায়,
চারিদেগে ফিরি চায়, নাহি দেখে কারে রে
নাহি দেখে কারে !

ভাবে, “অসম্ভব একি. কোন চিহ্ন নাহি দেখি,
রমণী কি হ'লো, সেকি! কি করিল তারে রে,
কি করিল তারে ?
মারিলে থাকিত চিহ্ন, দুজনে করিয়া ছিন্ন,
ধ'রে ল'য়ে যাওয়া ভিন্ন, ডাকাতি সে নয় রে,
ডাকাতি সে নয়।”
দুই মাত্র ভয় তার, পলায়ে পাছে কাহার
রমাপতি কি বিকার, মাঝে গুপ্ত রয় রে
মাঝে গুপ্ত রয় ॥
তাহাতে সন্দেহ হ'লে, ‘ডাকাতি’ ভাণ কেবল,
রমাপতি করে ছল, এরূপ প্রকার রে,
এরূপ প্রকার রে।
বিচারকে বুঝাবারে, সুষমারে ভুলাবারে,
ডাকাতে আমারে মারে, করিবে প্রচার রে,
করিবে প্রচার ॥
ইহা যদি সত্য হয়, মোর প্রাণে মহাভয়,
দেখিলে করিবে ক্ষয়, প্রেরি গুপ্ত-চরে রে,
প্রেরি গুপ্ত-চরে।
বুঝি প্রাণ-প্রতিমায়, পুনঃ প্রাপ্তি হ'লো দায়,
নিরুপায় কি উপায়, করিব বা পরে রে,
করিব বা পরে ॥
কিন্তু জানি তার মন, দিবেনা অন্যেরে মন,

নারীর বসন ॥

পাড়ে পায় পুনর্ব্বার, সুবনার যে প্রকার,
সুগঠন মেখলার, মেখলা তেমন রে
মেখলা তেমন ।

এই চিহ্ন দরশনে, নিশ্চয় করিলে মনে,
নাশিয়াছে দস্যুগণে, প্রিয়ার জীবন রে.
প্রিয়ার জীবন ॥

কুলিশক বুক কয়, ভাসায়ে দিয়া গঙ্গায়
পলায়েছে কে কোথায়, দুষ্ট দস্যুগণ রে.
দুষ্ট দস্যুগণ ;

দস্যাজ্ঞা ভিন্ন সল, ফলিবে সন্দেহফল,
রমাপতি ক্ষিতি তল, ত্যজেছে এখন রে,
ত্যজেছে এখন ॥

চৌরাড় কাহার সনে. পলান সম্ভবে তবে,
তারা কি বিপদে রবে, পরের লাগিয়া রে.
পরের লাগিয়া ?

মোর ভাগ্যে একি দায়, হারাইয়া প্রেমদায়.
এড়ালাম এত দায়, কি কায বাঁচিয়া রে.
কি কায বাঁচিয়া ॥

ওরে বিধি কি করিলি, হেন হেন দুঃখ দিলি,
মোর ভাগ্যে লিখেছিলি, এতই লিখন রে,
এতই লিখন !

কে আমি জানিনা তাহা, নাহি কেহ বলে আহা,
আপনার ছিল যাহা, ফুরাল এখন রে,
ফুরাল এখন।
আজীবন সহি দুখে, তবু সুখ অভিমুখে,
ভুলেও না দেখি সুখে, কোথায় কেমন রে.

নাহি চাহি অন্যসুখে, বাঞ্ছা ছিল এই সুখে
দেখি প্রেয়সী-চন্দ্র-মুখে, জুড়াব জীবন রে.

সে আশা ফুরাল আজ, মস্তকে পড়িল বাজ,
বাজিল এমন কাজ, অর্দ্ধাঙ্গ নাশিল রে,
অর্দ্ধাঙ্গ নাশিল।
মরিবে প্রাণ কি করে, শমন এমন করে,
কেন মোর প্রিয়া হরে, এ বাদ সাধিল রে.
এ বাদ সাধিল ॥
শমন লয়েছে যেথা, এখনো কি আছ সেথা,
ফিরে প্রিয়ে! দুটো কথা, কয়ে ফিরে যাও রে
কয়ে ফিরে যাও।
ওপ্রিয়ে, যাওহে বলে, তুমি ছেড়ে গেলে চলে,
নাথ সে বাঁচি কি হ'লে, কিম্বা সঙ্গে নাওরে,
কিম্বা সঙ্গে নাও ॥
যাহারে ভাল বাসিতে, সে ডাকে নার আসিতে,

আর তুমি এ মহীতে, কভু না আসিবে রে,
কভু না আসিবে !
অনিচ্ছায় মৃত্যু হ'লে, সে দুঃখ যায়না ম'লে,
বিধিতো বোঝেনা ব'লে, কতই কাঁদিবে রে,
কতই কাঁদিবে !!
তোর বুক কেটে যায়, দস্যুর লাঠির ঘায়,
প্রাণ ত্যজেছ হায়, কত কষ্ট সহিয়ে,
কত কষ্ট সহি !
সে ব্যথায় প্রাণ যায়, সহিয়াছ, সে ব্যথায়
কতই ব্যাকুলতায়, গেছে অশ্রু বহিয়ে,
গেছে অশ্রু বহি ॥
দেখিয়াছ অন্ধকার, করিয়াছ হাহাকার,
পায়ে ধ'রে সে সবার, কতই কেঁদেছ রে,
কতই কেঁদেছ !
আহা মরি সে সময়, কি দশা ভুগিতে হয়,
স্মরিতে জীবন দয়, তুমি তা ভুগেছ রে,
তুমি তা ভুগেছ !!
মরা চেয়ে বেশি দুখ, ভুগিয়াছ যে অসুখ,
দুঃখ কি তোমারি মুখ, চেয়ে ব'সে ছিল রে,
চেয়ে ব'সে ছিল ?
কি কপাল লয়ে সঙ্গে, জন্মে ছিলে এই বঙ্গে,
বিধাতা কি কোন অঙ্গে, সুখ না লিখিল রে,

সুখ না মিথিল !!

তোমার মৃত্যুর মূল, আমি, তার নাহি ভুল,
কি দুর্ভাগা আমি. তুল, নাহিক ভুবনে রে.
নাহিক ভুবনে ।
কেন এ অভাগা জনে, ভালবেসেছিলে মনে
কেবল মোর কারণে, হারালে জীবনে রে.
হারালে জীবনে !!
অরে পাপ দস্যুগণ ! পাষাণ তোদের মন.
কেমনে নারী তেমন, নিধন করিলি রে
নিধন করিলি !
দেখে চক্ষু মন ধ'রে, সে কুসুম-কলেবরে.
নির্দ্দয়ে কেমন ক'রে, লাঠি প্রহারিলি রে
লাঠি প্রহারিলি !?
এ দুখ সহেনা আর, তত রূপ, গুণ. যার,
তার মৃত্যু এ প্রকার, নৃশংসের করে রে.
নৃশংসের করে ।
নবনীত যাবে গ'লে. তা নাহ'য়ে পাপের দ'লে.
নাশিল কুক্কুর দ'লে ! খেদে যাই ম'রে রে.
খেদে যাই ম'রে ।।
অনাঘ্রাত পুষ্প, তায়, করে ধরিয়াছি প্রায়,
এমন সময়ে হায়, ঝড়ে উড়াইল রে,
ঝড়ে উড়াইল ।

তৃতীয় সর্গ।

পাবার নহেক যাহা, হাতে এলে ওড়ে তাহা,
প্রবীণ কি কথা আহা, প্রমাণ মিলিল রে,
প্রমাণ মিলিল !!

আর না পাইব তা'য়, তার বস্ত্র মেখলায়,
হৃদয়ে ধরিব আয় মেখলা বসন রে,
মেখলা বসন !"

ইহা বলি তুলি ল'য়ে, মেখলা বসন দ্বয়ে,
যতনে রাখি হৃদয়ে, করিল ক্রন্দন রে,
করিল ক্রন্দন ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে যায়, চক্ষু পাদ যেথা ধায়,
নিশ্চয় নাহি কোথায়, যাইবে এখন রে,
যাইবে এখন।

এই ভাবে কিছু দিন, শোকেতে উন্মাদ দীন,
হ'য়ে ভ্রমে রাত্রি দিন, নাহি নিবারণ রে,
নাহি নিবারণ ॥

চতুর্থ সর্গ।

প্রথম প্রথম, শোকের বিক্রম, বড়ই বিষম,
হ'য়ে উঠে।

মন হ'য়ে যায়, পাগলের প্রায়, যেথা সেথা ধায়,
ছুটে ছুটে॥

যত দিন যায়, শোক হ্রাস পায়, কিম্বা শমতায়,
পেলে পরে।

সে অধীর মন, ধৈরজ ধারণ করিয়া আপন,
স্থির করে॥

শরৎ ক্রমেতে, বুঝিল মনেতে, "কাঁদিতে কাঁদিতে
যদি মরি।

সুষমা আমার, আসিবেনা আর, শমন আগার,
পরি হরি॥"

ইহা বিচারিল, শোক নিবারিল, সুস্থির হইল,
একস্থানে।

স্থির করে বাস, শোভার নিবাস, প্রকৃতির বাস
যেই খানে॥

হয় সেই স্থান, কোন ধনবান, লোকের উদ্যান,
গৃহ-পাশে।

সুন্দর এমন, যখন তখন, দেখি প্রাণ মন,
সুখে ভাগে ॥

নাহি হেন ফুল, সেথা অপ্রতুল, গন্ধে সমাকুল,
দিক্ সবে।

মত্ত মধুব্রত, গুঞ্জরে সতত, মধু সদাব্রত,
সুখে লভে ॥

অতি পরিপাটী, যত পুষ্পবাটী, যাতে সাজে যেটী
তাই সেথা।

প্রতিপুষ্পবনে, কৃত-প্রস্রবণে, জল ঝরি মনে,
তোষে যেথা ॥

প্রণালীসকলে, সেই জল চলে, প্রয়োজন স্থলে,
যেথা যেথা।

স শোভা দেখিতে, আরামে ভ্রমিতে, কিবা প্রণালীতে,
পথ সেথা ॥

চতুষ্পথ যেথা, সাজাইয়া লতা, করিয়াছে সেথা,
কুঞ্জবনে।

কুঞ্জমাঝে যেটী, অতি পরিপাটী, শরতের সেটী,
নিল মনে ॥

তার ভিতরে, থাকি কাল হরে, আরো শোভা ধ'রে,
উপবনে।

যেন ঋতুপতি, ধরিয়া মুরতি, করিল আগতি,
ফুলবনে ॥

ঘটনা ক্রমেতে, সেই সময়েতে, মলয়া নিলেতে,
ভর করে।
বসন্ত আইল, শীত পলাইল, প্রকৃতি হাসিল,
শোভা ধরে।
এ ঘটনা হেরে, ভাবি এ ভাবেরে, ভেবে করেছে,
সেই খানে।
প্রকৃতি সাজিল, ভ্রান্তি উপজিল, বসন্ত আইল
অনুমানে।

— —

ঋতুরাজ বসন্ত, করিলা আগমন।
গেল দায় হলো সায় শিশির-শাসন॥
মনোমত রাজা হ'লে, কি সুখ প্রজার।
বাসন্তি আমোদে পাই, প্রমাণ তাহার॥
দূরে থাক লোক, দেখ স্বভাবে চাহিয়া।
নাহি মেলে আনন্দ, কোথায় নিরখিয়া॥
হেদে দেখ এখন, প্রকৃতি ধরে শোভা।
আর কবে ধরে শোভা, হেন মনোলোভা॥

———

যে যখন হয় অধীশ্বর, তাহার বিভূতি স্বতন্ত্র।
ইচ্ছা হয় যেই মত, সম্পদ বাড়ায় তত,
নূতন নূতন প্রিয়-কর।
বিশেষতঃ বসন্ত রাজন, ঋতুর সমাজে মহাজন

তুষিবে তাহার মন, শিশিরের কি এমন,
ভুক্তশেষ আছে বিভূষণ ।?
ই হেতু ঋতুরাজ, অধিকারে করিতে সুসাজ !
আহরিয়া অভাবেরে, নষ্ট করি স্বভাবেরে,
আরোপিলা অভিমত সাজ ॥
বিরহ হইলে অঙ্কুরিত, যুবতী হইয়া হরষিত ।
বিরচয় অঙ্গরাগ, ভাবি প্রিয়-অনুরাগ,
তেমতি প্রকৃতি বিভূষিত ॥
আহা কিবা সাজিল সুন্দর, গুল্ম-লতা-তরু-কলেবর ।
কেহবা নবীন দলে, কেহ নবফুলে ফলে,
হয় শোভাময় মনোহর ॥
যেন তারা ভেটিতে রাজন, ধরিয়াছে ভেটের ভাজন ।
নাচিছে সুখিত মনে, প্রিয়-বাত-বাদ্যসনে,
আমোদিয়া, সকল ভুবন ॥
ফুলবনে লাগে হুলস্থুল, ফুল্ল ফুল অথবা মুকুল ।
আছে যার যে বিভব, উল্লাসে সাজায় সব,
বসন্তোৎসবে লাগে ভুল ॥
বিটপীর ঘন-ছায়া-তলে, সমাকুল ছিন্ন ফুলদলে ।
যেন চন্দ্রাতপ তলে, লতা-বধূ কুতূহলে,
ছড়াইল লাজ সুমঙ্গলে ॥

স্বার্থে ব্যস্ত শুধুই মানব, কে বা বলে ।

কে, না করে সম্পদের মান, কে না দেয় প্রত্যাশায় স্থান,
অজ্ঞান জীবের দেখ সেই ভাবে চলে ॥
যথা বৃত্তিভোগী লোক প্রভুর সদনে।
জানাইতে কার্য্যেতে কুশল, ক্রমেতে দেখায় কৌশল,
সেইমত মধুপাদি, ব্যস্ত প্রয়োজনে ॥
বামন্ত্রি-গায়ক ভৃঙ্গ বসন্ত সদনে।
মকরন্দে প্রমত্ত সঘনে, ফিরিতেছে গুণ গুণ স্বনে,
জ্বালিয়া বিষমাগুণ, বিরহীর মনে।
কোকিল কুহরে, হরে সকলের মন।
কিবা, সে মধুর-রসাকর, যেন মুরারির বাঁশী-স্বর,
ভুলাইয়া কলঙ্কে, মজাত গোপীগণ।
গহ্বর-বিবর হ'তে নিঃসরে পবন।
শব্দ হয় কেমন সুন্দর, বাদাকর গহ্বর-বিবর,
মৃদঙ্গ বাজায় যেন, অমৃত-নিস্বন ॥
নৃত্যকরী, নৃত্যকর, খঞ্জনী, খঞ্জন।
রসে ডগমগ উভয়েতে, নৃত্যরঙ্গে রত্নের মনেতে,
আহা মরি কি সুন্দর, সাজিল ভুবন ॥
আইল বসন্তরাজ, সামন্তসহিত।
দেখি শোভাময় পৃথ্বীতল, সুখে দ্বিজ করে কলকল,
যেন স্তুতি করে বন্দি হ'য়ে অবহিত ॥

অধিরাজ সমাগত, দেখিয়া অধীন যত,

তাড়াতাড়ী করি যথা, ধরে নমু ভার।
তেমতি ঋতুর রাজে, দেখি ধরণীর মাঝে,
অনিলাদি বদলিল, পূর্ব্বের স্বভাব ॥
বহিল এমন ধারা, যেন তারা নহে তারা,
জ্ঞান হয় পরিবর্ত্তে, অন্য কে আইল।
নৈঋত আছিল যারা, বিনীত হইল তারা,
অসহ্যের শিথিলতা, কোথা লুকাইল ॥
যে অনিল পরশনে, বাঁচিব হ'তো না মনে,
জড়সড় হ'তো অঙ্গ কাঁপিত হৃদয়।
সে যেন অমৃতময়, সুধা হ'তে প্রেমালয়,
এমন যে হবে, মনে হ'তোনা উদয় ॥
জলে আর ভয় নাই, ইচ্ছা হয় সর্ব্বদাই,
সুনির্ম্মল সরোবরে করি সন্তরণ।
যার ভয়ে হ'তো মনে, প্রাণ যাবে পরশনে,
সে স্বভাব কোথায় সে, করিল গোপন ॥
কিন্তু কিবা চমৎকার, কুটিল স্বভাব যার,
সে ভাবি ত্যজিতে সেই, পারেনা কখন।
হউক সজ্জন-সঙ্গ, তথাপি নিয়ম ভঙ্গ,
করেনা ছাড়েনা ক্রূর, স্বভাব আপন ॥
যদি মেঘ বর্ষে নীর, ধূলি নাশে পৃথিবীর,
স্নিগ্ধ হয় দেশ, যায় রোগাদির ভয়।
উর্ব্বরত্বা ভূমি ধরে, শস্যেরে প্রসব করে,

কিন্তু এবে মেঘাগম কদাচিৎ হয়॥

বসন্ত আইল, সুখিত হইল,
অবিচ্ছেদে দাম্পত্য সুখেতে যারা সুখী।
বিরহির মন, ব্যাকুল এখন,
তার দুঃখ দ্বিগুণিত হ'য়ে করে দুখী।
একে উপবন, তাহাতে এখন,
বসন্তের সমাগমে, রমণীয় অতি!
তাহা নিরখিয়া, উঠে উথলিয়া,
শরতের চাপা শোক, নূতন যেমতি॥
বুঝিয়াছে মন, জনম মতন,
হারায়েছে সুষমা, পাবেনা আর তায়!
মেখলা বসন, সেই সে এখন,
ইহা ভাবি তাহা দেখি, শোকাগ্নি নিভায়॥
শরৎ যেমন, বুঝাইতে মন,
অবলম্ব পাইয়াছে, মেখলা বসন।
বিরহী যে জন, সেই সে এমন,
কোন আলম্বনে, বুঝাইয়া রাখে মন॥
উপবন-পাশে, ধনির আবাসে,
থাকে কোন বিরহিণী নবীন-বয়স।
যবে তার মন, হয় উচাটন,
আরামের শোভা দেখি, করে মনোবশ॥

আইলে বসন্ত, মদন দুরন্ত,
তারে একাকিনী পেয়ে, করে অত্যাচার।
এই অত্যাচারে, বাঁচায় কে তারে,
ভবনে রক্ষক যেই, অনুদ্দেশ তার॥
বিবাহের পরে, গেছে স্থানান্তরে,
গৃহিণী যুবতী, পতি, তথাপি ফেরেনা।
কি করে অবলা, তথাপি চপলা,
স্থির, হ'য়ে কুলে থাকে, অকুলে চলেনা॥
স্মর তা বোঝেনা, স্বভাব ছাড়েনা,
জ্বালাতন করে তারে, যখন তখন।
আরাম শোভায়, নিভাতে জ্বালায়,
হয় নাই বসন্তের, উদয় যখন॥
বসন্ত এসেছে, সে ভাব ফিরেছে,
বসন্ত যে মদনের অতি অন্তরঙ্গ।
শোভার ভবন, সেই উপবন,
নাহিক তেমন পেয়ে, বসন্তের সঙ্গ॥
চপলা এক্ষণে, সম্বোধিতে মনে,
বাতায়নে বসি, উপবনে যেই দেখে।
মনের আগুণ, বাড়য়ে দ্বিগুণ,
বুঝিতে পারেনা, কে, বাড়ায় কোথা থেকে॥
যুড়াবার আশে, মলয়-বাতাসে,
অঙ্গ খুলেদিলে মন, উড়েযেতে চায়।

হ'তে অনামন, করিলে শ্রবণ,
অলি-ভৃঙ্গ-রব, মন আরো মেতে যায় ॥
নারী নই নয়, কতই বা সয়,
লোহে মন মত্ত, গেল হিতাহিত জ্ঞান ।
তবু রামা তায়, অনেক বুঝায়,
দুখের পিপাসা, ঘোলে, করে কি প্রস্থান ॥
সন্দেহের মন, যাতে প্রয়োজন,
তাহার বিলম্ব ভাবি, আঁখি রক্ত হয় ।
আঁখি, যারে চায়, আজি দেখা পায়,
বসিয়া শারৎ-চাঁদ, নিকুঞ্জ-নিলয় ॥
শরতে দেখিয়া, উঠে শিহরিয়া
মনে ভাবে, " আহা মরি, ইহার কি রূপ ।
অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি,
দেখিনাই শুনিনাই, ইহার স্বরূপ ॥
ত্যজিয়া বাঁশরী, গোরা রূপে হরি,
নিকুঞ্জ-বিহারী বুঝি, আবার হয়েছে ।
হেথা রাধা কই, নাহি আমা বই,
জানিনা কাহার জন্য, এখানে রয়েছে ॥
চাহে বা কাহায়, মোরে যদি চায়,
আমি যে রয়েছি হেথা, জানান উচিত" ।
ইহা ভাবি মনে, বসি বাতায়নে,
করে রঙ্গ, করে ভঙ্গ, যেমন তড়িত ॥

কভু বা আপন, করয় গোপন,
কভু প্রকাশয় অঙ্গে, কপাট খুলিয়া।
কভু মধুস্বরে, ডাকয় অপরে,
কিছুতেই শরৎ, না দেখিল চাহিয়া॥
চিন্তিল তখন, "কেমন এজন,
স্বকের আকর্ষণে নড়েনা হিয়া?

২য় ভা

অঙ্গ পরিয়াছে বাঙ্গা, দেখিতে কি রস [illegible]
যদি যক্ষ রাখে, কেন গুপ্ত থাকে?
কত বিরহিণী দেখে, দেয় বরমালা।
রহিত ভরেতে, থাকে অলক্ষেতে
ত জানো দিন দিন, ভাবিয়া মোর প্রাণ [illegible]
জানা আছে মম, "মদন এ নয়,
কাম-রিপু আসিয়াছে, কাম বিনাশিতে।
শুনেছেন তিনি, বলে বিরহিণী,
মরেও মরেনি কাম, হর-কোপাগ্নিতে॥
যেহোক এ জন, মনোমত ধন,
নাতিনীজামাই প্রায়, অভাবের নয়।
মনের কথায়, কহিগে উহায়,
যাচিয়া যৌবন দিলে, লবেনা কি হয়, ?॥
মানুষত বটে, থাকিলে নিকটে,
ঘৃত গলে অনলে, অনল ঘৃতে বাড়ে।

দেখিনা কি হয়, মিলিয়া উভয়,
শুনেছি সংসর্গ-গুণ, কারেও না ছাড়ে॥
তবে যদি ঘটে, মিলন সঙ্কটে,
পরাজিতে নাপারিয়া, হই পরাজিত—
স্বযুক্তির ভাবে, হাসি পুনঃ ভাবে,
"তাতেও জিতিব, মম সম হারি জিত"॥
এমত ভাবিয়া, দেখিল চাহিয়া,
দিনমণি অস্তাচলে, যায় যায় প্রায়।
বেশ ভূষা ধরে, যাতে শোভা করে,
একে মুনি-মনোহরা, সজ্জা পুনঃ তায়॥

নিরখিয়া মুকুরে, বিনাইল চিকুরে,
দুটী বেণী পাড়িল দুধারে।
চাঁদে চূড়া পরাতে, কত শোভে দেখাতে,
সিঁথি পরে ললাট মাঝারে॥
সৌন্দর্য্যের সদ্ম, চন্দ্রমাখা পদ্ম,
মুখখানি করে পরিষ্কার।
ইন্দীবর-দ্বিদলে, নাচে ভাবি কুশলে,
দুটি ভৃঙ্গ তারার আকার॥
পদ্ম-বন্ধু-ছটাতে, শোভে পদ্ম ঘটাতে,
দেখাইল কুণ্ডলে তেমতি।
শোভা হবে ভাবিল, গলে চিক পরিল,

স্বর্ণবর্ণে স্ফুরিলম্বা জ্যোতিঃ ॥
চন্দ্র সূর্য্য দুপাশে, উজলিতে আকাশে,
ঢালিগাঁথা তারাও কি পারে? ।
কুচযুগ দুধারে, মুক্তামালা মাঝারে,
তাই ভাবি বস্ত্রে ঢাকে তারে ॥
ভুজে ভূষা পরিয়া, মনে ভাবে দেখিয়া,
ভুজঙ্গ ভূষায় বড় সাজে।
অবসর বুঝিয়া, যায় ধনী চলিয়া,
যোড়ামল ঝম্ ঝম্ বাজে ॥
অস্তে যায় ভাস্কর, মুদিতেছে পুষ্কর,
কুমুদিনী ফুটে একালেতে।
অলিগণে দেখিয়া, কুমুদিনী ভাবিয়া,
ছুটে যায় মধুর লোভেতে ॥
ভাবুকেরা দেখিত, মনে মনে ভাবিত,
হর-ধ্যান ভঞ্জনে বাসনা।
সহচর এসেছে, পাছে স্মর আসিছে,
সেজে চলে স্মরের ললনা ॥
কিম্বা যেন চপলা, স্মর-শরে বিকলা,
নিবেদিতে, অন্তর-বেদনে।
চলিয়াছে সত্বর, ভাবিয়া একেশ্বর,
স্মরহর, বসিয়া বিজনে ॥
পায়নাক দর্শন, করিতেছে স্পর্শন,

গন্ধসহ সুখিত হইয়া।
মন্দ মন্দ বহিয়া, পরিমল মাখিয়া,
তোরে-তারে, আতিথ্য করিয়া
মুখ বক্ষ পরশিয়া, কর পদ বন্দিয়া,
ফুল দলে, করিল মাননা।
মধুকর গুঞ্জরে পিক কল কুহরে,
কারে দেখি, সবে সুখি-মনা॥
কার কাছে চলিল, প্রাণে নাহি সহিল,
কণ্টকীতে বস্ত্র লাগি সরে।
সে বাধা সে মানেনা, উপবন ছাড়েনা,
বাঁকাপথে, অনুরাগ করে॥
অনুরাগে বাধেনা, সে যে গতি রোধেনা,
বহু দূরে, বিরহ ঘটায়!
সে কুঞ্জ কে ভুলাবে? মনে পথ চিনাবে,
সে যে আগে, এসেছে তথায়।
এ বাধায় কি হবে, ভেটিবারে কোথাবে
রাধা যবে সেজ ছাড়ি বাসে।
কত বাধা বাধিত, ফিরাইতে নারিত,
টানি নিত, অনুরাগ-পাশে॥
দ্রুত-গতি আসিয়া, শরতেরে দেখিয়া।
চপলা সচঞ্চলা হইল।
কি কৌশল করিবে, সে তাহাতে মজিবে,

মনে মনে, ভাবিতে লাগিল ॥
পুরো ভাগে আসিল, মৃদু মৃদু হাসিল,
প্রকাশিল, রূপের মাধুরী ।
চক্ষে দেখি তাহারে, শরৎ এ বিচারে,
"বিধির কি রচনা-চাতুরী !!"
চপলার সুষমা, পাবে কোথা সুষমা,
তবু মন, অটল তাহাতে ।
অন্য কেহ দেখিলে, এই রূপ-সলিলে,
ডুবে যেত, তাঁহি মন সাথে ॥
সুধাইলা "ললনে ! আসা কোন কারণে ?"
প্রত্যুত্তর করে সুলোচনা ।
"উদাসীন বেশে, বিজন প্রদেশে,
কি উদ্দেশে, সুধাতে বাসনা ॥"
"নাহি কোন ইচ্ছা, এসেছি যদিচ্ছা,"
কহিলেন শরৎ এ ভাষা ।
"এ যৌবন সুসময়, এ ভাবে কি আশয় ?"
পুনঃ ধনী করিল জিজ্ঞাসা ॥
যুবা দিল উত্তর, "ভ্রমি চির-বাসর,
বিধি-লিপি, খণ্ডন কে করে ।"
সুবদনী হাসিল, পরিহাসে ভাষিল,
"মন কি বলেনা, থাক ঘরে ?।
বুঝি ভাগ্য ভেঙ্গেছে, গৃহ-শূন্য হ'য়েছে,

সেই হেতু, হ'য়েছ উদাসী।
নহ তুমি কামিনী, চিরদুঃখভাগিনী,
কোন্ দুখে, হবে অবিলাসী ?।
তুমি গৃহী হইলে, জনরব ছুটিলে,
কত বালা বরিতে যাচিবে।
নহ বৃদ্ধ কুরূপ, যুবা রূপে অনুপ,
সুভাগিনী, তোমারে পাইবে ॥"
এই কথা কহিতে, চপলার আঁখিতে,
ভালবাসা-চিহ্ন প্রকাশে।
শরতের ভাবনা, "যে দেখি এ ললনা,
সুষমার, স্থান অভিলাসে ॥"
শঙ্কিত হইল, ফিরি ফিরি চাহিল,
ধনী তাহা, বিলাস ভাবিল।
চপলার এ কাযে, ঘৃণা দ্বিজ সমাজে,
ছিছি বলি, কুলায়ে পশিল ॥
সন্ধ্যারে না সহিল, রাগে নাম্র হইল,
শশি-কলা, হাসি ঊর্দ্ধে চলে।
লজ্জা পেয়ে নলিনী, হ'য়ে পড়ে মলিনী,
কুমুদিনী, হাসে বসি জলে ॥
উপবন-প্রহরী, দূরে থাকি নেহারি,
কহে আসি, গৃহপতি-পাশে।
প্রহরী যে দেখিল, ধনী তাহা বুঝিল,

নানাশোভায় শোভিয়া।
প্রকৃতি দেখায় রঙ্গ, চারিদিক্ দিয়া॥
বলাযায় কি কথায়?
এসময়ে কত ভাব, মনে আসে যায়?॥
এত সুখেও এখন।
সুষমা-বিরহে খিন্ন, শরতের মন॥
মনে সুষমা জাগিছে।
স্থিরতায় ক্ষণে ক্ষণে, তন্দ্রা আকর্ষিছে॥
হেনকালে পার্শ্বভাগে।
মনুষ্যের পদশব্দ, শ্রবণেতে লাগে॥
ক্ষণপরে শ্রুত হয়।
এদিগে এদিগে, এই কথা কেহ কয়॥
কথা শুনিতে শুনিতে।
কতগুলি লোক, কুঞ্জে প্রবেশে ত্বরিতে॥
সবে গম্ভীর-নিস্বনে।
শরতে আহ্বান করে, বিশ্বাসম্বোধনে॥
"আমাদের প্রভু যিনি।
তোমায় দেখিতে, বাঞ্ছা করেছেন তিনি॥
"কেন কোন্ প্রয়োজনে?
এই প্রশ্ন, শরৎ কহিলা, সর্ব্বজনে॥
তারা করিল উত্তর।
"কি জানিব প্রয়োজন, আমরা নফর॥"

পুনঃ শরৎ জিজ্ঞাসে।
তোমাদের প্রভু কে,বা, কহ মোর পাশে॥
তারা কহে পুনর্ব্বার।
" আমাদের প্রভু তিনি, আরাম যাঁহার॥"
শুনি এই পরিচয়।
শরৎ ভাবিলা. "যাওয়া অনুচিত নয়॥
আছি যার অধিকারে।
মত ল'য়ে থাকা ভাল, সম্ভোষি তাহারে॥
এই মত দিলে মন।
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে, করিলা গমন॥
আসি প্রবেশিলা পরে।
আরামের পার্শ্ববর্ত্তী, বাটীর ভিতরে॥
বার্ত্তা পেয়ে গৃহপতি।
আজ্ঞাদিলা, " বদ্ধ করি, রাখহ সম্প্রতি॥
যেই স্বরে আজ্ঞা দিল।
সেই স্বর পরিচিত, শরৎ ভাবিল॥
" শুনি কোথায় এ স্বর।"
চিন্তাকরে, তাহার না হ'লো অবসর॥
আশু চিন্তা উপজিল।
" বদ্ধ করিবার আজ্ঞা, কেন বা করিল?।"
এই চিন্তার সময়ে।
প্রবিষ্ট করায় তাঁরে, ঘোরকারালয়ে॥

জিজ্ঞাসিলা ব্যস্ত হ'য়ে ;
"কেন রুদ্ধ কর মোরে, আনিয়া আলয়ে ?
এই শুনিলা উত্তর ।
"প্রভাতে শুনিবে গিয়া, কর্ত্তার গোচর
পরে রুদ্ধ হ'লো দ্বার ।
শরৎ ব্যাকুল হয়, দেখিয়া আঁধার ।"

"বিধির মনে মনে, এত ছিল,
যত ছিল দুখ, আমারে দিল, .
এই প্রাণে মোর, কত সহিল,
না জানি আরো কি, সবে রে !
যদ্দিন বাঁচি সব, সব দুখ,
নহি ভাগ্য এই, আমার সুখ,
হয় বড় মোর, এই কৌতুক,
ম'লে দুখ কোথা, রবে রে !
বিপদ হয়, নাহি হয় কাঁর ?
সম্পদের সহ, পর্য্যায় তার,
বিপরীত সব, দেখি আমার,
কারণ থাকিবে, ইহাতে ।
কারণ এই মনে, ভেবে পায়,
নিরূপিত কোন, বাসার প্রায়,
সম্পদের বাসা, আছে কোথায়,

বিপদের বাসা, আমাতে ॥
রোধিল কেন ধরি, চোরপ্রায়,
জনহীন কারা. জিজ্ঞাসি কার,
বিপদরে! তোর পদ হেথায়,
তোরি পায় পড়ি, বলরে ?
ছরিনা আর কোন. বলধরে,
দুঃখী কেন কে বা, সহজে মরে ?
ডরিতেছি, তোমা ছাড়া অপরে.
এল কি দেখাতে, বলরে ?।
শরৎ এইমত. খেদ ক'রে,
মনস্থির করি, ভাবিল পরে,
"এরা সেই চোর. বিনা অপরে.
আমারে রোধিবে, কেন রে ?
তারাই হবে হয়, অনুমান,
আজি দেখে আছে, আমার প্রাণ,
যদি ধরি চোর, করি সন্ধান,
তাই বধে আশা, হেন রে ॥
মারার ইচ্ছা যদি, ক'রে থাকে,
তবে কেন রুদ্ধ, করিয়া রাখে ?
আবার কহিল, কালি আমাকে,
যে কিছু কারণ, কবে রে।
তবে কি এরা সেই, চোর নয় ?

বুঝি উপস্থিত, দারুণ ভয়,
সেই নারী দেখা, সহজ নয়,
প্রাণ-দরশণী, লবে রে ॥
এদের হবে কেহ, সেই নারী,
কাছে আসি দায়, ঘটালে ভারি,
তাই দেখি মোরে, দোষী বিচারি,
ধরিয়া বন্দী, করিল রে ॥
এরূপ চিন্তা করি, অবিরত,
মন হ'লো ঠিক. চোরের মত,
নিশীথ সময়, হ'লো আগত,
নয়নে নিদ্রা, নহিল রে ॥

নিশীথ সময়ে রজনী।
কেমন প্রকৃতি ধারণ করিয়া,
সাজায় গগণ ধরণী॥
তার উপমান নাহিক আর,
এই চোখে দেখে স্বরূপ তার,
আঁখি মুদে ভেবে পাওয়াই ভার,
স্বভাব তাহার এমনি।
কত শত ভাব লিখিয়া থাকি,
কত প্রতিরূপ রঙ্গেতে আঁকি,
আঁকি লিখি কোন রূপেতে বাকি,

প্রকাশে নিশীথ যেমনি ?।

ঐই চেয়ে দেখ গগনে।
অনির্ব্বচনীয় প্রভাব স্ফুরিছে,
নৈশিক জগৎ-কাননে ॥
উল্কা তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ,
তার মাঝে শশী পূর্ণ-বিগ্রহ,
শোভা সমুদায়ে ক'রে নিগ্রহ,
আলোক দিতেছে ভুবনে।
শোভার ভাণ্ডার উছলে যেন,
উল্কা খসিয়া দেখাইছে হেন,
অথবা, সুধার সাগরে কেন,
ঢেউ না উঠিবে সঘনে ?

ধরা ভিন্ন ভাব ধ'রেছে।
জল মাঝে যেন দ্বিতীয় চন্দ্র,
কৈরবীসহিত মিলেছে ॥
মিন্ মিন্ ক'রে প্রদীপ জ্বলে,
ঝিক্‌মিক্ করে খদ্যোত দলে,
আলেয়া জ্বলিছে শ্মশান-স্থলে,
কোন লতা জ্যোতিঃ দিতেছে
দুখিনী ধরণী কি আছে আর,

কুমুদিনীসুতো তাইতে তার,
অনুকুল শশী নাশে আঁধার,
তবু মনোলোভা হ'য়েছে ॥

উপস্থিত কি সময়রে।
পশু, পক্ষী, নর, যাহারে সদত,
করে কোলাহলময়রে ॥
নাহি যেন কেহ তথায় আর,
রাত্রিচর সুধু করে বিহার,
তন্দ্রা আসে হেন দশা ধরার,
ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কার হয় রে।
বুঝি শোভাময় হ'য়ে গগণ,
করিয়া ল'য়েছে ধরার মন,
ভাবে ভোরা ধরা তাই এমন,
অচিন্ত্য-ভাব উদয়রে!

আপনা পাশরি দেখিয়া!
হর্ম্ম্য, গিরি, বন, আরাম, সাগর,
দেখাদিতে নারে স্ফুরিয়া ॥
কোথা রহিয়াছি চেনাই দায়,
যেন আশিয়াছি আর কোথায়,
আকার ফিরায়ে সেই ধরায়,

কেহ কি রাখিল ছাপিয়া ;
চাঁদ আছে তাই ভরসা কত,
অন্ধকার হ'লে ভাবনা হ'তো,
লুপ্ত হ'লো বুদ্ধি আছিল যত,
ধরার উপরে শোভিয়া ॥

সমীরে গম্ভীর দেখিয়া ;
হিংস্রপশু আর কুক্কুর শৃগাল,
মাঝে মাঝে উঠে ডাকিয়া ॥
হুহুঙ্কার ছাড়ে কতেক চোর,
প্রহরী হাঁকারে অতিকঠোর,
অনেকে ডরায় শুনিয়া ।
হেন কালে একা সেই আগারে,
ভয়ে জড়সড় ঘনআঁধারে,
ভাবে, "বুঝি প্রাণ যায় এবারে,"
শরৎ বিপদে পড়িয়া ॥

অতি সকাতরে, দুর্গা দুর্গা স্মরে, মনে মনে করে,
বাঁচি কি প্রকারে ।
যেন দুর্গা তাঁর, দেখি দুঃখ-ভার, হৈলা অবতার,
দয়া করিবারে ।
কারাগারে আর, ছিল গুপ্ত-দ্বার, সেই দ্বারে কার,

পদ-শব্দ হয়।
শব্দ অনুসারে, আসি পায় দ্বারে, বসি তার ধারে
শ্রুতি পতি রয়॥
ক্ষণকাল পরে, দ্বার মুক্ত ক'রে, প্রবেশিয়া ঘরে
কাহার রমণী।
বন্দী সম্বোধিয়া, কহিল চাপিয়া, "আছ কি জাগিয়া?
এসহ এখনি॥
ঘোর কারাগার, নহে ঘুমাবার, তবে কেন আর
কর কাল-ক্ষয়?
এস বাহিরিয়া, যাহ পলাইয়া, স্থির কর হিয়া,
ত্যাগ কর ভয়॥"
গাঢ় অন্ধকার, লোক চিনা ভার, স্বরেতে তাহার
দিল পরিচয়।
শরতে এখন, দুঃখের কারণ, দুঃখ বিমোচন,
করিতে উদয়॥
বন্দী ভাবে মনে, "শুনেছি শ্রবণে, মলয়ে চন্দনে
রক্ষাকরে ফণী।
তথাপি চন্দন, যুড়ায় জীবন, সুখী করে মন,
ফণি-শিরোমণি॥"
কৃতজ্ঞ হইয়া, বিনয় করিয়া, নারী সম্বোধিয়া,
বাঞ্ছা কিছু কহে।
নিবারণ করি, কহিল সুন্দরী, "ক্ষণকাল হরি

যুক্তি আর নহে ॥"

ত্যজি কারাগার, চোর যে প্রকার, তেমতি দোঁহার,

গুপ্ত-পথে গতি!

ক্রমেতে আসিয়া, বসতি ছাড়িয়া, প্রান্তর পাইয়া,

হয় হৃষ্ট-মতি ॥

শরৎ সুধায় কি হেতু আমায়, রাখে চোর প্রায়,

যোগি কারাগারে?

নাম কি কারণ, করিলে মোচন, শুনিবারে মন,

কহ সবিস্তারে ॥"

"নারী কহে চল, হওনা চঞ্চল, কহিব সকল,

যবে সুস্থ হব,"

কহিলা শরৎ, "এলে কত পথ, নহে যুক্তি সৎ,

কষ্ট-সহ্য তব ॥

মনে ভয় আর, হ'লে রাত্রি পার, গৃহে যাওয়া ভার,

হইবে তোমার।

কহি বিবরণ, কর হে গমন, নাহি প্রয়োজন,

বিলম্বেতে আর ॥"

এ কথা শুনিয়া, চপলা হাসিয়া, কহে, "সে লাগিয়া

নাহি কোন ভয়।

থাকিতে জীবন, আর সে ভবন, দেখিব এমন,

বাঞ্ছা মোর নয় ॥"

শরৎ কহিলা "গুণবতি!
ঘটিয়াছে কিবা হেন, গৃহ ত্যজিবারে কেন,
করিয়াছ বাসনা সম্প্রতি ?।
শুনে মনে ভয় হয়।
হইয়া ললনা, কি হেতু বলনা,
তাহাতে বাসনা ভয় ?।"

চপলা কহিল "শুন তবে।
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ভালে আজিকার সন্ধ্যাকালে,
তব দরশন পাই যবে।
তব সঙ্গে আলাপন।
দূষ্য মনে করি, আরাম-প্রহরী,
ভ্রাতারে করে জ্ঞাপন ॥

কে বা জানে ছিল রসি,কাল।
কেবা জানে আলাপনে, মন্দ হবে পরক্ষণে,
জানিলে কি ঘটিত জঞ্জাল।।
সেই জন্য ক্রোধ করি।
না করি বিচার, অগ্রজ আমার,
কেবল মারেনি ধরি ॥

দুশ্চারিণী মোরে ভাবিয়াছে।
মন্দ-রীতি প্রকাশিলে, আছাড় মারিবে শিলে,
ভয়ানক আদেশ দিয়াছে !!
উপযুক্ত দণ্ডতরে।
বিচার-আগারে, প্রেরিবে তোমারে,
রাত্তি ব'লে বদ্ধ করে ॥

বিনাদোষে তব মন্দ হবে !
মোর ভাগ্যে যাহা হোক, তব দুঃখজন্য শোক,
ধরি প্রাণ আমারে না সবে ॥
মন যুক্তি দিল বলি।
হইয়া গোপন, কারা-বিমোচন,
করিলে যাইবে চলি ॥

হলো মোর যত্ন ফলবান।
আজি এইমাত্র সুখ, কিন্তু পরে এত দুখ,
বাঁচা মরা হইবে সমান ॥
ভাবি মনে এই কথা।
করেছি মনন, করিব গমন,
নয়ন যাইবে যেথা ॥"

ইহা শুনি কহিলা শরৎ।
"সময় তোমায় ধন্য, ক্ষণে ক্ষণে অসামান্য,
লীলা করি ভ্রমিছ জগৎ!
সবে গত পঞ্চযাম।
কতই ব্যাপার, কৈলা অবতার,
আশ্চর্য্য তোমার কাম!!

তোমারেও ধন্য গুণবতি!
মোর দুঃখ বিনাশিলে, নিজ দুঃখ বাড়াইলে,
এই ধার সুধি কি শকতি!!
কোথা প্রতি-উপকার।
তাহা না পারিয়া, দিনু বাড়াইয়া,
তোমার দুঃখের ভার!!

সাধ্য নাই করি উপকার।
পাছে হয় অপকার, এই জন্য বার বার,
কহি শুন ত্যজনা আগার॥
ভাগ্যে যাহা থাকে হয়।
খণ্ডিতে কে পারে? রহগে আগারে,
স্বাতন্ত্র্য নারীর নয়॥"

চপলা করিল এ উত্তর।
'কলঙ্কিনী লোকে কবে, সে লাজে কে বেঁচে রবে?
যদি বাঁচি শাস্তির উত্তর॥
বিশেষতঃ এই কায।
ছাপা না থাকিবে, আমারে নাশিবে,
মাথায় হানিয়া বাজ॥"

"বুঝিলাম কিন্তু চারুশীলে!
রমণীর গৃহত্যাগে, প্রতিপদে শঙ্কা লাগে,
হেন ইচ্ছা কেন বা করিলে?
নারী একা থাকা নয়।
না পেলে আশ্রয়, বাঁচাই সংশয়,
ব্রতী যুবতী দ্বয়॥

গৃহ-ত্যাগে অনেক বিপৎ।
যুবতীর বিশেষত, প্রকাশিয়া কব কত,
ভেবে দেখ," কহিলা শরৎ॥
নারী কহে পুনর্ব্বার।
"বিপদ সহিব, গৃহে না যাইব,
ফিরিতে ব'লোনা আর॥

যায় যাবে প্রাণ নাহি ডরি।
এবে গৃহে যত দুখ, তাহ'তে বসেতে সুখ,
সুখে সব বিপদ-লহরি॥
সতীত্ব রক্ষার ভয়।
জীবন থাকিবে, সতীত্ব নাশিবে,
ইহা কি সতীর হয়?"

"বিবেগিনী এবে এ মহিলা।
চলিয়াছে নদীপ্রায়, রোধে কভু ফিরা দায়,"
এত ভাবি শরৎ কহিলা॥
"কর যাহে ভাল হয়।
এখন আমায়, করহ বিদায়,
বিলম্ব বিহিত নয়॥"

চপলা কহিল, "কি কহিলে।
তুমি বিদেশীয় জন, যাও যথা চাহে মন,
তব গতি কেমনে রোধিব!!
তুমি ছিলে অনুবল।
তুমিও চলিলে, কি হবে ভাবিলে,
ভুগিগে ভাগ্যের ফল'!"

দয়া-পূর্ণ শরতের মন।
শুনি সকরুণ কথা, পাইল এমন ব্যথা,
অশ্রু-মুখ হইল লোচন॥
ভাবিলেন, “কি উপায়।
হে উপকারিণী, ফেলি একাকিনী,
যাইতে মন না চায়॥”

কহিলেন, “শুনহ ললনে!
ভ্রাতৃ-গৃহে নাহি রহ, রহ গিয়া স্বামীসহ,
চলিযাহ স্বামীর ভবনে॥”
বালা বলে খেদ করি।
“ছেলে বাঁচি রহে, হাল নাহি বহে,
নতুবা দুঃখেতে মরি!!

জানি বটে আছে মোর স্বামী।
কিন্তু বিবাহের পর, গিয়াছে ত্যজিয়া ঘর;
কোথা গেছে নাহি জানি আমি॥
দুঃখ-কথা কব কত।
খুঁজিলে ভুবন, পাবেনা কখন,
দুঃখিনী চপলা মত!!”

শুনি শেষে এই বিবরণ।
শরতের হৃদয়েতে, দয়া স্নেহ উভয়েতে,
ছেড়ে যেতে করিল বারণ ॥
মন দিল উপদেশ।
"যাও সঙ্গে লয়ে, কোন লোকালয়ে,
রাখিয়া যাইবে শেষ ॥"

প্রকাশিয়া কহে, "গুণবতি!
যদি ইচ্ছা হয় চল, মম সঙ্গে সচঞ্চল,
পরে হবে বিহিত-যুকতি" ॥
হ'য়ে হৃষ্টা অতিশয়।
সুবদনী বলে, "পাই ভাগ্য-বলে,
এমন করুণাময় ॥"

শীঘ্র শীঘ্র চলে দুইজন, শীঘ্র চলে দুইজন।
পথে পথে উষা আসি, দিল দরশন ॥
সর্ব্বলোকে উঠিল শিহরি, লোকে উঠিল শিহরি।
আকাশে তারার মেলা, লুকায় সত্বরি ॥
অতিলজ্জা পেয়ে তারানাথ, লজ্জা পেয়ে তারানাথ
মলিন হইল যেন, অগ্নি ভস্মসাৎ ॥
হ'লো ম্লান-মুখী কুমুদিনী, ম্লান-মুখী কুমুদিনী।
ভয়ে ভৃঙ্গে ছাড়ি মুদ্রা, খুলিল নলিনী ॥

সবে ব্যস্ত উষা-আগমনে, ব্যস্ত উষা-আগমনে।
রহস্য নিবারে যেন, দেখি মান্য জনে॥
কুহু-রবে সাড়া দিল পিক, রবে সাড়া দিল পিক।
দ্বিজগণে কলরবে, জাগাইছে দিক্॥
দেখি উষা নাশে অন্ধকার, উষা নাশে অন্ধকার।
এ কি এলো ভাবি দ্বিজ, করে হাহাকার॥
এলো উষা বড় আশা করি, উষা বড় আশা করি।
স্বামি-সোহাগিনী হ'তে, সূর্য্য-বেশ ধরি॥
কিন্তু দিবা এমন সতিনী, দিবা এমন সতিনী।
দেখিতে দিলেনা ভানু, হইয়া সঙ্গিনী॥
দেখি দশা উষার এমন, দশা উষার এমন।
হিম-পাত ছলে কাঁদে, তরুলতাগণ॥
হয় গুপ্ত যত দোষিগণে, গুপ্ত যত দোষিগণে।
চপলা শরৎ সেই মত, এই ক্ষণে॥
হৃষ্ট পেয়ে গ্রাম বিদ্যমানে, পেয়ে গ্রাম বিদ্যমানে।
প্রবাসির যোগ্য বাসা, লইল সেখানে॥
সেথা যত ভদ্র লোক ছিল, যত ভদ্র লোক ছিল।
আলাপ করিয়া, সকলেরে সম্ভাষিল॥
মনে ইচ্ছা জন্মিলে সম্ভাব, ইচ্ছা জন্মিলে সম্ভাব।
সহায় চাহিলে সেথা, না হয় অভাব॥
কিছু পরে চাহি যে সহায়, পরে চাহি যে সহায়।
সহায় পাইলে সেথা, রাখে চপলায়॥

কিন্তু এই শরতের আশা, এই শরতের আশা।
ফলে কি না ফলে, ফলে দারুণ দুরাশা ॥

চপলার কি বাসনা, শরৎ জেনে জানে না,
পূর্ব্বাপর স্মরি ভাবে, দুখিনীরে দুখিনী।
দুখিনী না কষ্ট পায়, করে তারি সদুপায়,
বৃথা চেষ্টা, সে কি তায় সুখিনী রে সুখিনী?
সদা চেষ্টা চপলার, কিসে আশা পূরে তার,
কিন্তু তার কোন চেষ্টা, ফলেনা রে ফলেনা!
পুরুষ যাহাতে ভুলে, হেন ভাব চুলে চুলে,
সাজায়ে দেখায় তায়, ভোলেনা রে ভোলেনা
শরতের এক মন, সে ভাবিছে এক জন,
সে যে আর অন্য জনে, মজেনা রে মজেনা!
উপায় হইল সায়, আশা তবু চপলায়,
ছাড়েনা অবোধ মন, বোঝেনা রে বোঝেনা॥
সধবা স্বামীর প্রতি, যতন করে যেমতি,
সেই মত সুযতন, করিল রে করিল!
তবু তার প্রতি মন, হ'লোনা তার মতন,
যেমন তেমনি ভাবে, রহিল রে রহিল॥
এই ভাবে বহুদিন, যায় তবু অনুদিন,
চাতকিনী মেঘে দেখা, ছাড়েনা রে, ছাড়েনা!
হেসে কথা যদি কয়, মুখপানে চেয়ে রয়,

শুষ্ক-কণ্ঠে বিন্দু-বারি, পড়েনা রে পড়েনা ।।
ভাব দেখে চপলার, অসুখ হ'লো অপার,
মনে ভাবে, "এ কি দশা, হইল রে হইল ।"
কেন হ'লো পাপ-তৃষ্ণা, ভুলি দেখে মৃগ-তৃষ্ণা,
মৃগীর সমান দশা, ঘটিল রে ঘটিল ।।
কি কুকর্ম্ম করিলাম, কেন গৃহ ত্যজিলাম,
জাতি গেল ক্ষুধাশান্তি, হ'লোনা রে হলোনা ।
সতীত্বে কলঙ্ক ছিল, কোন আশা না পুরিল,
প্রবল-প্রেম-পিপাসা, গেলনা রে গেলনা ।।
যাহা লেখাছিল ভালে তাহাই ফলিল কালে,
হাতের লিখন হাতে, রহিল রে রহিল ।
ঘ'টেছে যে দশা মম, বোবার স্বপনসম,
গুমুরে গুমুরে মন, মরিল রে মরিল ।।
শুনিনাই কারো কাছে, পুরুষ এমন আছে,
ক্রোড়ে কান্তা মুখ চেয়ে, দেখেনা রে দেখেনা ।
এমন ঘটিলে পরে, যোগী যোগ-ভঙ্গ করে,
এর কি কঠিন মন, বাঁকেনা রে বাঁকেনা ।।
এমন রূপ যৌবন, একমনে আকিঞ্চন,
কিছুতেই ভুলাইতে, নারিল রে নারিল ।
কে জানে নাহিক মধু, শিমুলের ফুলে শুধু,
সুন্দর দেখিয়া মন, ভুলিল রে ভুলিল ।।"
মরমে মরম-জ্বালা, মনে নিবারিয়া বালা,

কতই অসুখ ক্রমে, সহিল রে সহিল।
সময় নির্দ্দয়প্রায়, আসে আর চলেযায়,
এক দিন অনুকূল, নহিল রে নহিল ॥
চপলার এই ভাবে, চিরদিন নাহি যাবে,
কোন দিন অনুকূল, হইবে রে হইবে।
সেই দিন এ সময়, আইলে দোষ কি হয় ?
না হয় পরেই দুঃখ, সহিবে রে সহিবে ॥
কুকর্ম্ম করেছে বালা, তবু দেখে তার জ্বালা,
হতেছে যে দুঃখ তাহা, সয়না রে সয়না।
অন্যের করুণা হয়, কাম কি এত নির্দ্দয়,
দশা দেখি সে কি, ক্ষান্ত, হয়না রে হয়না ?॥

এতেও কি মদনের, শান্তি না হইল রে ?
সম্ভ্রান্ত-কুলের কন্যা, রূপবতী অসামান্যা,
কুল মান ত্যজি, বিদেশির সঙ্গ নিল রে॥
পূর্ব্বেতে যা ছিল সুখ, তাহাও হলো বিমুখ,
ঘরে, পরে, পথে, ঘাটে, কলঙ্ক রটিল রে।
এতেও কি মদনের, শান্তি না হইল রে।?

রম্য-হর্ম্ম্যে ছিল বাস, পরিবর্ত্তে পরবাস,
পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া, ভূমি-শয্যায় শুইল রে।
ভাল দ্রব্য খেত কালে, দুঃখে খায় যথাকালে,

অসুখের শাসনেতে, শরীর শোষিল রে !!
যেই জন্য হ'লো আশা, না পূরিল সেই আশা,
দুই কূল ছাড়া, মধ্য-সাগরে ডুবিল রে।
এতেও কি মদনের, শাস্তি না হইল রে ?।

কাদা মাখা সার হ'লো, জালে না পাইল তল,
অগাধ-জলের মাছ, ধরা নাহি দিল রে।
দুরাশা করাই নয়, কদাচিৎ পূর্ণ হয়,
সবাই সমান নয়, আগে না ভাবিল রে ।।
অবোধ মন যা বলে, সেই মতে যেই চলে,
তার এই দশা হয়, ভুগিয়া বুঝিল রে।
এতেও কি মদনের শাস্তি না হইল রে ?।

যে ছিল রূপের গর্ব্ব, তাহাও হইল খর্ব্ব,
সবাই ভোলেনা রূপে, তাহাও দেখিল রে।
যুবতীর হাবভাবে, লম্পট ভুলিয়া যাবে,
সুজন ভোলেনা তায়, বিশেষ বুঝিল রে ।।
প্রণয় পরমধনে, চেনেনা গণিকাগণে,
ভাবিল, তাতেই মন, শরৎ না দিল রে।
এতেও কি মদনের শাস্তি না হইল রে ?।

যদিও পুরাতন আশে, অন্য কারো সহবাসে,

লুকাচুরি ভিন্ন অন্য, বাসনা যা ছিল রে।
দাম্পত্যে সে সুখোদয়, পরে পরে তা কি হয়॥
সমদুঃখী-সুখী এতে, কে কোথা হইল রে॥
কায কি এমন ভাবে, ছাড়িলে অনেক পাবে,
কদিন এমন চলে, কবি বুঝাইল রে।
এতেও কি মদনের শাস্তি না হইল রে?॥

—•◆•—

মদন তেমন নয়, অবস্থা বুঝিবে রে।
রিপু শত্রু, মিত্র নয়, সদয় হইবে রে॥
এই জন্য ধীর নরে, ধৈর্য্য দিয়া বাধে স্মরে,
চপলা চঞ্চলা তাহা, কেমনে করিবে রে॥

———

অধীরা দেখিয়া তায়, দুরন্ত মদন রে।
করিয়া তুলেছে, হয় পাগল যেমন রে॥
শরৎ হ'লোনা তার, তথাপি শরৎসার,
এখনো আশয়, দেখি করিয়া যতন রে॥

পাবার হইলে দূর হ'তে পাশে আসে রে।
পাবার না হ'লে দূরে যায় থাকি পাশে রে॥
কাছে আছে ভোগ্য নয়, যক্ষের যেমন হয়,
সেই দশা চপলার, প্রেম-অভিলাষে রে!

———

শরৎ এ দশা তার, বুঝেও বোঝেনা রে।

যে ভাবে প্রথম দেখা সে ভাব ছাড়েনা রে ॥
কষ্ট-নিষ্ঠ যেই জন, সে কি দেখি প্রলোভন,
পিপাসা ত্যজিতে পারে? কখন পারেনা রে ॥

বারিধি, তড়াগ আদি, কত জলাশয় রে।
অবিরাম পরিপাটী, জলে পূর্ণ রয় রে ॥
কদাচিৎ বর্ষে ঘন, তবু চাতকের মন,
বারিদের বারি বই, মনেও না লয় রে ॥

কেন বিনা ঘনবারি, চাতক না লয় রে?
চপলার প্রেমে রত, শরৎ না হয় রে।
ভালবাসা যার সনে, তার বিনা অন্য জনে,
মন কেন লবে? সেত মনোমত নয় রে ॥

বস্তুর অপেক্ষাকৃত, ভাল হ'তে পারে রে।
নাহি তুল্য তার, মন, ভালবাসে যারে রে ॥
দেখ যেই মাটী খায়, কভু সে চিনি না চায়,
মাটী হ'তে চিনি মিষ্ট, লাগেনা তাহারে রে ॥

রোগ-শোক-জন্য প্রাণ, কষ্ট যবে পায় রে।
নবদ্বার-দেহ ছাড়ি, গেলে কি বা দায় রে ॥
নাহি যায় অসময়ে, রহে দুঃখে দুঃখী হ'য়ে,

দেহসহ ভালবাসা, ছাড়িতে না চায় রে !!

প্রিয়জনে দরশন, কিম্বা পরশনে রে।
কিম্বা আলাপন, কিম্বা বিচ্ছেদে চিন্তনে রে।
কিম্বা হর্ষে গুণ গাও, কিম্বা রাগে গালি দাও,
যাতে তাতে ভালবাসা, সুখ দেয় মনে রে !!

কাদে দেখ সুষমা, ম'রেছে স্থির করিরে।
তথাপি শরৎ সুখী, তার প্রেম স্মরি রে !!
এমন যে প্রিয়জন, তারে ছাড়ি অন্য-মন,
হ'তে পারে শরৎ কি, এক মন ধরি রে !!

যদিও বিশ্বাস আর, পাবেনা তাহায় রে।
বিবাহও হয় নাই, এবে স্বপ্নপ্রায় রে॥
তবে কেন ভাবি আর, এ চিন্তা হয়না তার ?
বুঝি, আছে জীবনান্তে পাব, প্রত্যাশায় রে॥

জীবনান্তে যারে পাবে, আশা মনেমনে রে।
আছে যেথা যদি সেথা, বরে অন্যজনে রে !!
এই জন্য একমনে, তুষিতে তাহার মনে,
তার ধ্যানে রবে, রবে যাবৎ ভুবনে রে॥

ও ধ্যান ভাঙ্গে কি সাধ্য, আছে চপলার রে।
চপলার বাধ্য সুধু, পেয়ে উপকার রে॥
আর বাধ্য নাহি রবে, কেমনে পৃথক হবে,
এই চেষ্টা শরতের, মনে অনিবার রে॥

যাতে প্রবাসের কষ্ট, চপলা না পায় রে।
তাহার ব্যবস্থাক্রমে, করি সুধায় রে॥
বুঝাইয়া চপলায়, কহিল থাক হেথায়,
আমি যাই যথাস্থানে, করহ বিদায় রে॥"

চপলা কাঁদিয়া ধরি, তাঁর দুটী পায় রে।
কহিল "কোথায় যাবে, ছাড়িয়া আমায় রে॥
এখন কে আছে আর, তোমা বই চপলার,
তব সঙ্গ ছাড়ি আমি, রবনা হেথায় রে॥

দাসী হ'য়ে চরণ সেবিব, সঙ্গে রব রে।
যদি ত্যজি যাও তবে, আত্ম-হত্যা হব রে॥"
শরৎ ভাবিয়া দায়, বুঝাইতে চেষ্টা পায়,
বোঝেনা চপলা কাঁদে, করি উচ্চ-রব রে॥

অবশেষে শরৎ করিল, বিবেচনা রে।
বিদায় লইয়া যাত্রা, হবেনা ঘটনা রে॥

ঘোরনিশা হবে যবে, শয্যায় ঘুমায়ে রবে,
সে সময়ে পলাইব, বুঝিতে দিবনা রে ॥"

এই যুক্তি অনুসারে, সময় বুঝিয়া রে।
শরৎ পলায়, ধনী দেখিল চাহিয়া রে ॥
শরৎ বুঝিয়াছিল, ধনী বুঝি ঘুমাইল,
বোঝেনাই অনিদ্রায়, নয়ন মুদিয়া রে ॥

ভূতে পেলে ভূতে কি, সহজে ছাড়ায় রে
যেথা যাবে সঙ্গে যাবে, দেহ-ছায়া প্রায় রে
শরৎ ত্যজিয়া বাসে, যেমন পথেতে আসে,
চপলা অমনি উঠি, পাছু পাছু ধায় রে ॥

বহু দূরে আসিয়া, শরৎ ফিরি চায় রে।
অবাক হইল দেখি, পাছে চপলায় রে ॥
কহিল, "একি চপলে! বাসা ছাড়ি এলে চলে ?
চপলা জিজ্ঞাসে, "তুমি চলেছ কোথায় রে ?॥

শরৎ ছলনা করি কহে, "যাও বাসে রে
কোথায় চলেছি আসি, কহিব সকাসে রে ॥
চপলা উত্তর করে, "পলাইছ দেশান্তরে,
আমায় ত্যজিতে ইচ্ছা, বুঝেছি আভাসেরে

ফিরাতে বিবিধ চেষ্টা, শরৎ করিল রে।
কিছুতে চপলা তার, সঙ্গ না ছাড়িল রে॥
বিরক্ত হইয়া পরে, দ্রুত চলে ক্রোধ ভরে,
চপলাও সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি চলিল রে॥

ক্রমে ক্রমে প্রভাতিল, ভানু প্রকাশিল,
দোঁহে চলে বিরতি নহিল।
শ্রম-শান্তি নাহি করে, নারী সকাতরে,
শরতেরে, ডাকিয়া কহিল॥
"হও ক্ষান্ত গমনেতে, বহু ভ্রমণেতে,
মোর পদে, হইল বেদনা।
ক্ষণ, শান্তি করি পরে, মন যেথা ধরে,
যাবে, রতি বিরতি করনা॥"
পথ-শ্রম অবিরত, নারী সবে কত,
শান্তি হেতু, করিলে বাসনা।
তাহে, নাহি দিলে যত, দুঃখ সহি তত
শ্রান্ত হবে, চলিতে ললনা॥
এই, যুক্তি অনুসারে, কহে যুবা তারে,
"আছে ভয়, এ সব স্থলেতে।
কেন, হেন কথা বল, শীঘ্র চলি চল,
ধৈর্য্য ধর, অধীর মনেতে॥"
নারী, নারে চলিবারে, নারে বলিবারে,

চতুর্থ সর্গ।

কি করিবে, হইল চলিতে।
দেখি, ভাব চপলার শরতের আর,
ক্রমে গতি, লাগিল বাড়িতে॥
যেন, বাঁধা শকটেতে, ধেনু নারে যেতে,
চপলাও তেমতি হইল।
[illegible]-গতি হংসপ্রায়, বড় দুঃখে যায়,
কাল-যন্ত্রে, প্রহর বাজিল॥
[illegible]নী নয়, ভানু-তেজ সয়,
মুখ-ছবি, হইল মলিন।
যেন ননী গলে যায়, ঘর্ম্ম বহে গায়,
রৌদ্রে গ'লে, হয় বা বিলীন॥
স্বর্ণলতা ম্লান হয়, দেখি সে সময়,
অনুকূল, যদিও পবন;
মাটি, অতিসুকঠিন, গতি শান্তি-হীন,
কোমলাঙ্গে, সহে কি কখন?।
"শুষ্ক হয় পারিজাত, একি বজ্রাঘাত"
স্নেহ যেন, শরতে কহিল।
এই জন্য যেন ধীর, গতি করে স্থির,
সেই দশা, দেখিতে নারিল॥
নারী, বস্তু কি প্রকার, জানে মন যার,
নিদারুণ, হয় না সে জন।
ছলে, ত্যজি ইচ্ছা ছিল, কোথা লুকাইল,

শরতের, বিরক্তি এখন ॥
ডাকি, কহিলা “চপলে! ব'স তরুতলে,
শ্রান্তি-শান্তি করহ ক্ষণেক।
নাহি, কষ্টে প্রয়োজন, সুপথ এখন,
তাহে আছে, সময় অনেক” ॥
ছায়া অতিশয়, সুশীতলময়,
তরুতলে, শরৎসহিত।
রামা শ্রান্তি-শান্তি করে, কাল যন্ত্রে পরে,
ক্রমে ক্রমে, মধ্যাহ্ন উদিত ॥

উঠিল প্রচণ্ডভাবে, গগণ মাঝারে।
সরোজ-বান্ধব।
বাড়ে কিরণের ছটা, দিবার যৌবনে ঘটা,
দেখি সূর্য্যমুখী ফুল, ফুটি একেবারে ॥
যোগায় আসব ॥

ঐই মধুপানে যেন, দুপর বেলায়।
মেতে ওঠে ভানু।
কি দায় ঘটালে ফুল, প'ড়ে গেল হুলস্থূল,
সহজেই রক্ষা নাই মধুপান তায় ॥
সঘৃত কৃশানু ॥

আগে ছিল শস্য-ক্ষেত্র, ধরায় ঢাকিয়া ;
নাহিক তেমন।
পঞ্চ-শিখ মেড়াপ্রায়, কত স্থান দেখা যায়,
খেয়েছে মাটির রস, শিশির শুষিয়া ;
তাতে এ তপন !

মরু আর ছোট বড়, ক্ষেত্রের মাঝারে।
ডরায় পরাণে।
ছায়াতরু সুবিরল, জলাশয়ে অল্প জল,
মরীচিকা, ঢেউ খেলাইছে চারিধারে !
কে যায় সেখানে !!

মাঝে মাঝে ধূলা উড়ি, করিয়া আঁধার ;
ঢাকিছে আকাশ।
ধরা পোড়ে রবি-করে, বাষ্প উদ্গীরণ করে,
তাহে চারি দিক্, দেখা যায় ধূমাকার ॥
লাগায় তরাস ॥

দিবা ভাগে লোক মাঝে, সদা কলধ্বনি।
বিরাম না হয়।
কালের প্রভাবে তায়, করে ধ'রেরাখা প্রায়,
হুহু রবে বায়ু বয়, তাই মাত্র শুনি ॥

শিহরে হৃদয়॥

এবে নাকি বায়ু, বসন্তের সহচর।
সংসর্গ-গুণেতে।
হইয়া মহৎ অতি, সদয় সবার প্রতি,
হ'তে, রক্ষা করে চরাচর॥
সুহৃদ্ভাবেতে॥

এ সময়ে, চপলা শরৎ, দুই জনে।
কান্তার মধ্যেতে।
শ্রান্তি শান্তি আশে, ছায়া-তরু-তলবাসে,
বসিয়া অর্পিল আঁখি, প্রকৃতি-কাননে॥
মনের সঙ্গেতে॥

ভীষণ সময় তবু, প্রকৃতি তখন।
সেজেছে সুন্দর।
ঊর্দ্ধে ভানু অগ্নিরাশি, পোড়ায় বা ভয় বাসি,
ধূমা-ঢাকা হ'য়ে, লুকায়েছে দিক্‌গণ॥
হইয়া কাতর॥

ছাতা হ'য়ে মাথা দিয়ে, মূলেরে লুকায়।
যতেক পাদপ।

জলজেরা ফুলে দলে, লুকায়ে রাখিছে জলে,
শাখা নেড়ে ডাকে তরু, পথিকে ছায়ায় ।।
দেখিয়া আতপ ॥

এসময়ে যাহাদের, ভাবি প্রয়োজন।
তাহারা চলেছে।
উদরের পরায়ণ, কাষ্ঠভোগী পক্ষীগণ।
ভ্রমিছে, নতুবা অন্যে বিশ্রাম কারণ ॥
পাদপে বসেছে ॥

শুধুই কি বসে আছে, তারা তাত নয়।
সংগীত গাইছে।
অনুপম সে সংগীত, বসন্তের মনোনীত,
আহা কিবা স্বর, মধু হ'তে মধুময় ॥
জগৎ মোহিছে ॥

তাহাদের বীণা যেন, অলির গুঞ্জর।
বাদ্য বাত-ধ্বনি।
তার সঙ্গে সুখে ভাসি, গোপালে বাজায় বাঁশী,
শাখা নাড়ি তরু আদি, নাচিছে সুন্দর ॥
শব্দ স্বনস্বনি ॥

দেখে শুনে দুই জনে, আনন্দে মগন।
সহসা পশ্চাতে!
কাহার প্রেরিত চর, ক্রমে হ'য়ে অগ্রসর,
"এই যে পেয়েছি", ব'লে করি আক্রমণ ?॥
ধরি দোঁহা হাতে॥

তখনি সঙ্গেতে ল'য়ে করিল গমন।
বিপদ দুস্তর।
দোঁহে ভয়ে হ'য়ে ব্যস্ত, জিজ্ঞাসা করিলা ত্রস্ত,
"কেরে তোরা ল'য়ে যাস, কোথা কি কারণ ?"
দিলনা উত্তর॥

অজ্ঞাত নিকেতনে, আনীত দুইজনে,
দেখিয়া সেই ক্ষণে, গৃহের পতি।
কহিলা, "চরগণ! করিলে অকারণ,
অভদ্র আচরণ, ভদ্রের প্রতি॥
যাহারে প্রয়োজন, তাহারি অন্বেষণ,
এরূপে অন্যজন, এননা ধ'রে।"
চরেরা দোষী হয়, মার্জ্জনা মাগি লয়,
গৃহস্থ সানুনয়, যতন ক'রে॥
উভয়ে সম্বোধিয়া, কথাতে সন্তোষিয়া,
সুপথ দেখাইয়া, বিদায় দিল।

কাহার অন্বেষণে, যতন কি কারণে,
সুধাতে দুইজনে ভুলিয়া ছিল ॥
জিজ্ঞাসে কোন্ জনে, ভাবিছে মনে মনে
দেখিল সেই ক্ষণে, যুবক জনে ;
নিকটে সমাগত, আলোকি রাজপথ,
শোভিয়া মনোমত, রূপের সনে,
এরূপ রূপবান, ভুলায় মন প্রাণ,
হরয় মন প্রাণ, রমণী হলে।
চপলা দেখি তায়, শরতে ভুলে যায়
অধীরা হ'য়ে প্রায়, আপনা ভোলে ॥
একে সে রূপবতী, হইয়া প্রীতি-মতী,
নেহারে যার প্রতি, অনন্য-মনে।
কি রূপে সেই জন, ভুলায়ে রাখে মন
ছুটিল আঁখি মন, মিলি দুজনে ॥
প্রথম দরশনে, আশক্তি যেই ক্ষণে,
উদয় হয় মনে, বিরশ করি।
তাহারা সে সময়, কি ভাবে ডুবে রয়,
লিখে কি বলা হয়, স্বরূপ ধরি ?
যদ্যপি সে সময়, থাকিলে লোক-ভয়,
সে ভাবে রাখা হয়, গোপন ভাবে।
দ্বিতীয় ভাব তায়, ভাবুকে খুজে পায়,
অন্যের পাওয়া দায়, কিরূপে পাবে ?॥

উভয়ে দুই ভাবে, রাখে গোপনভাবে,
এলনা অনুভাবে, তৃতীয় জনে।
শরতে দুইজনে, আপদ ভাবে মনে,
বাধারে কে সুক্ষণে, সুহৃদ্‌গণে ?।

ভেবেছিল, যে যুবা দেখা দিল,
বসতি তার সেই স্থানে।
পথিক যে প্রকার, তেমতি বেশ তাঁর,
বিদেশী বুঝে অনুমানে॥
জিজ্ঞাসু হ'লে পরে, যেরূপ ভাব ধরে,
মুখেতে সেই ভাব আনি।
নিবর্ত্ত হয় হয়, সে যুবা সে সময়,
দেখিয়া সেই মুখখানি॥
কহিল, "মহাশয়! ভাবেতে বোধ হয়,
কি যেন করি অভিলাষ।
কহিতে প্রবর্ত্তিয়া, রহিলে নিবর্ত্তিয়া,
কি কথা করহ প্রকাশ ?।"
শরৎ কহে তায়, "সুধাব যে কথায়,
বিদেশি! সে কথা কি জান ?"
বিদেশী বলে, "তাই, বলিলে দোষ নাই,
উত্তরে পাইবে প্রমাণ॥"
"জানত বল বল, এই যে বাসস্থল,

পশ্চাতে শোভিছে কাহার ?”
শরৎ ইহা কয়, বিদেশী কহে “হয়,
এজন কোন জমিদার ॥”
“আমরা কি কারণে, আনীত হ'য়ে ক্ষণে,
বিমুক্তি পাই পুনর্ব্বার ?”
এ প্রশ্ন হ'লো পুনঃ, বিদেশী বলে—শুন,
জেনেছি কারণ তাহার ॥
এই যে ভূমিপতি, ইহার রূপবতী,
দুহিতা ছিল পিতৃ-বাসে ।
একদা এক জন, অতিথি আগমন,
করিল ইহার আবাসে ॥
সজ্জন দেখি তায়, রূপসী প্রীতি পায়,
আলাপ করে তার সনে ।
দূষিত ভাবি তায়, ভূমিপ দুহিতায়,
নিষেধ করে আলাপনে ॥
নারীর রোগ ছিল, যদ্যপি ঘুমাইল,
স্বপনে শয্যা ত্যজি যায় ।
কখন খুলি দ্বার, হইয়া গৃহ পার,
আসিয়া মাঠে মাঠে ধায় ॥
যদিও এ কারণে, সতর্ক গৃহ-জনে,
তথাপি গ্রহ-ফের তার ।
সে দিন রাত্রি যোগে, তাহারে লয়ে রোগে,

হইল গৃহ গ্রাম পার ॥
তাহার আয়ুঃ শেষ, শুনেছি সবিশেষ,
তাহারে ব্যাঘ্রে ধ'রে মারে।
রজনী শেষ হ'লে, অতিথি যায় চলে,
কেহ না পায় অবলারে ॥
"কামিনী" কোথা গেল, বলিয়া এল থেল,
হইয়া খোজে প্রতিঘরে।
উঠিল মহাশোক, ছুটিল কত লোক,
খুঁজিল তম তম ক'রে ॥
দূরেতে কোন জন, করিল দরশন,
বাঘেতে করে যারে হত।
খণ্ডিত-দেহ তার, দেখায় যে প্রকার,
দেখিল দেহ সেই মত ॥
ক্রমেতে অনেকেতে, দেখিয়া স্বচক্ষেতে,
প্রচারে ব্যাঘ্রে নাশে তারে।
ভূমিপ সে কথায়, বিশ্বাস নাহি পায়,
সন্দেহী করে আপনারে ॥
সন্দেহ এই তার, অতিথি দুরাচার,
কুহকে বশীভূত করি।
বালারে সঙ্গে করি, থাকিতে বিভাবরী,
হ'য়েছে বুঝি দেশান্তরী ॥
দিবসে অতিথির, সহ সে দামিনীর,

আলাপ দেখি স্বনয়নে।
এরূপ সন্দেহেতে, বিচারি অন্তরেতে,
পাঠায় চর অন্বেষণে॥
চরেরা দলে দলে, ফিরিছে নানা ছলে,
চরেরা সবাই কি জানে ?
ত্বদীয় সঙ্গিনীতে, তুলেছে দামিনীতে,
অতিথি তুমি অনুমানে॥
ভৃত্যেরা আনে ধ'রে, ভূমিপ দেখি পরে,
সত্বরে দিল মুক্ত করি।"
শুনিয়া তথ্য তত্ত্ব, শরৎ কহে, "ব্যর্থ,
অসুখী করে মোরে ধরি॥"
পরেতে একত্রেতে, বিবিধ আলাপেতে,
বিদেশিসহ তিন জনে।
আসিয়া স্থানান্তরে, বাছিয়া বাসা ক'রে,
দ্বিদলে রহে দ্বিভবনে॥

থাকুক অগাধ জলে, বড়শীতে বিদ্ধ হ'লে,
মীন কি আবার পারে, স্বাধীনতা লভিবারে ?
বিদেশির মনোমীন, তেমনি হইল।
চপলার দৃষ্টি তায়, বিঁধেছে বড়শীপ্রায়,
স্বাধীনতা হারাইয়া, চপলার রূপে গিয়া,
সেইরূপ প'ড়েছে আর, উঠিতে নারিল॥

বিদেশির হ'লো দায়, মন ছাড়ি কোথা যায়,
কাযেই চপলা যেথা, যায় সেও যায় সেথা,
যেন চপলার, পোষা পশু পাছে ধায়।
শরৎ ভাবিলা মনে, "এ কেন মোদের সনে?
ব্যাধের সঙ্কেতে যেন, মাংস-লোভে শিবা কেন,
চপলার লোভ বুঝি, ধ'রেছে উহায়॥"
বুঝিতে লোভির মন, চাহিনা অনেক ক্ষণ,
ক্রমে সব তত্ত্ব পায়, চিন্তিত হইয়া তায়,
শরৎ ভাবিল, "হ'লো বিষম উৎপাত।
লোভির অসাধ্য নাই, লজ্জা ধর্ম্মে দিয়া ছাই,
ভুলাইয়া চপলারে, সতীত্ব নাশিতে পারে,
যে দেখি ব্যাপার, তাই ঘটে বা পশ্চাৎ॥
ভাব দেখি চপলার, বুঝাগেছে যে আচার,
অসতী হোক না কেন, মোর সঙ্গে থাকি যেন,
উপস্থিত সতীত্ব, ত্যজিতে নাহি পারে।
এবে যে সতীত্ব আছে, যত্ন পেয়ে মোর কাছে,
তাহার বিনাশ হয়, দেখিবার যোগ্য নয়,
এখনো করিব যত্ন, রাখিতে তাহারে॥"
ভাবি এই যুক্তি পায়, "পাঠাইব চপলায়,
উহার শ্বশুরালয়ে," তখনি সত্বর হ'য়ে,
জিজ্ঞাসে, "সে ধাম কোথা," ডাকি চপলায়।
চপলাবু ঝায়ে কয়, "আমার শ্বশুরালয়,

দেবীপুরে বর্ত্তমান, তাহার কেন সন্ধান,
কিবা প্রয়োজন, ভেঙ্গে বলনা আমায় ?।
শরৎ কহে, এখন, এই জন্য প্রয়োজন,
তোমারে পাঠাব সেথা, মোর সঙ্গে যেথা সেথা,
এরূপে ভ্রমণ তব, যুক্তি-সিদ্ধ নয়।
পিতৃ-গৃহ নাহি চাও, শ্বশুর-ভবনে যাও,
নারীর শ্বশুরালয়, অসুখের যদি হয়,
তথাপি থাকিলে সেথা, নারী-ধর্ম্ম রয় ।।
কাযকি অসুখ সহি, মোর সঙ্গে সঙ্গে রহি,
আমারো কাযের ক্ষতি, বিশেষত গুণবতি!
ভ্রমণে বিপদ কত, করিলে দর্শন ?
তাই বলি কথা শুন, মোর বাক্যে পুনঃ পুনঃ
অবহেলা না করিয়া, এই মতে মত দিয়া,
সুখী করি বল, করি, তার আয়োজন ।।"
পূর্ব্বে এই কথা হ'লে, নাকে কাঁদি কত ব'লে,
অমত প্রকাশ করি, থাকিত আঁচল ধরি,
আজ কাল নাকি ধনী, সে ভাবেতে নাই।
কহিল, "কর্ত্তব্য নয়, যাহে তব মন্দ হয়,
আত্মীয়ের যুক্তি যাহা, মন্দ নাহি হয় তাহা,
তব মতে মত দিয়া তবে তাই যাই ।।"
তখনি প্রস্তুত হ'য়ে, চপলারে সঙ্গে লয়ে,
শরৎ যাইতে চায়, চপলা নিবারি তায়,

কহিল, "অযুক্ত হয়, যাওয়া তব সাতে।
যদি র'টে থাকে সেথা, আমার এসব কথা,
বন্ধু শাসন করিবে, তাহা আমার সহিবে,
তোমার সবেনা হবে, বিপদ পশ্চাতে॥"
শরৎ কহিলা "যাহা, কহিলে সম্ভব তাহা,
কিন্তু একাকিনী নারী, কেমনে পাঁঠাতে পারি?"
ধনী বলে, "কাহারেরা অবিশ্বাসী নয়!"
শরৎ এ কথা মানি, শিবিকা কাহার আনি,
যাত্রা করাইয়া দিল, চপলা বিদায় নিল,
যেন কোন প্রৌঢ়া চলে, শ্বশুর-আলয়॥
চপলা যাইলে পরে, শরৎ মনেতে করে,
শুভগ্রহ ফিরে এল, ঘামদিয়া জ্বর গেল,
কোন্ পাপে পাপগ্রহ, মোরে আসি ধরে?
যে দেখি পাপের কূপ, এ যৌবন আর রূপ,
রূপ তোর মুখে ছাই," এই বলি মাথে ছাই,
যৌবন গোপন আশে, যোগি-বেশ করে॥
"সংসারী কখন নই, যোগে কেন নাহি রই?
সুষমাত হৃদে জাগে, ভাবি তারি অনুরাগে,"
ইহা ভাবি প্রেম-যোগী, সেথা হ'তে যায়।
কি জানি বিশ্বাস নাই, চপলা সেই বালাই,
যদি ফিরি আসে পুনঃ, হাড়েতে লাগাবে ঘুন,
এই জন্য স্থানান্তরে, কুটির নির্ম্মায়॥

যোগীরে ধার্ম্মিক জ্ঞানে, বাঙ্গালিরা বড় মানে,
শুনিয়া এসেছে যোগী, আসি কত চিররোগী,
স্তুতি নতি করিতে, লাগিল অবিরাম।
আমোদ পাইয়া তায়, যোগী যাহা মনে চায়,
তাহা বলি, রোগিগণে, ঝেড়ে দেয় অন্য-মনে,
ক্রমে দূরদেশে রটে, যোগীবর-নাম।।
রোগী ভিন্ন অন্য জনে, গণনার প্রয়োজনে,
প্রশ্ন করে যে যাহার, আশয় বুঝিয়া তার,
উত্তর প্রকাশে যোগী, এমত প্রকার।
ব্যর্থ হয় কদাচিত, মান বাড়ে যথোচিত,
কত লোকে যত্ন করে, ভোগ দেয় যোগীবরে
যোগির বাহ্যিক সুখ, ঘটিল অপার।।

পঞ্চম সর্গ।

এক দিন যোগীবর, বসি ব্যাঘ্রচর্ম্মোপর,
চারিদিগে যোড়কর, কত নর নারী।
যেন দেবদেবীগণে, শক্রভয় নিবারণে,
পূজা করে ত্রিলোচনে, মধ্যে ত্রিপুরারি॥
উপস্থিত সেই ক্ষণে, বিধবা বৃদ্ধার সনে,
এক যুবা হৃষ্ট-মনে, যোগি-সন্নিধানে:
বৃদ্ধা হয়ে যোড়-কর, নিবেদিল, "যোগীবর!
দাও মোরে এক বর, সুখী হই প্রাণে॥"
যোগী বলে, "বর-দাতা, এক মাত্র আছে ধাতা
তিনি সকলের পাতা, চাহ তাঁরে বর।"
বৃদ্ধা কহে পুনর্ব্বার, "যে বর চাহি আমার,
সে বর দিতে তোমার, শক্তি স্বতন্তর॥
আমায় প্রসন্ন হও, ধ্যানেতে জানিয়া কও,
তুমিত সামান্য নও, কি অজ্ঞাত তব?
শুন মম অভিলাষ, কহিতেছি উপন্যাস,
উত্তর কর প্রকাশ, শুনি সেই সব॥
মোর এক পুত্র ছিল, বিপাকেতে বিনাশিল,
এবে শুনি না মরিল, বাঁচিয়াছে সেই।
সত্য কি না এপ্রবাদ, কহি মোরে এ সংবাদ,

পুরাও মনের সাধ, এক প্রশ্ন এই ।।
অন্য প্রশ্ন এই আছে, চাহিয়া দেখহ কাছে,
দাঁড়ায়ে আমার পাছে, এই যে যুবক।
একি মোর সে সন্তান, এসেছে যুড়াতে প্রাণ,
কিম্বা কারো কুসন্তান, প্রধান বঞ্চক ?।"
প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ, হ'য়ে আনন্দে মগন,
যোগী ভাবে, "শুভক্ষণ, বুঝি মিলিয়াছে।
শুনিলাম যে প্রকার, এই বৃদ্ধার কুমার,
আমিই বা হব তার, বিচিত্র কি আছে ?।
ভাল দেখি মিলাইয়া, মম তত্ত্ব প্রকাশিয়া,
গঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া, শুনেছি যেমন।
ফলে যেন মনে লয়, অনুমান মিথ্যা নয়,
প্রশ্ন শুনি সুখোদয়, হয় কি কারণ !।
কিন্তু এই যুবা জন, এর সঙ্গে কি কারণ,
এই কি এর নন্দন ? তাহা যদি হয়—।'
ইহা ভাবি সেই জনে, দেখিতে হইল মনে,
"গোঘাটে ইহার সনে আছে পরিচয় ।।'
সহসা উদিল হাসি, কহিলা তবে প্রকাশি,
"এই জন অবিশ্বাসী, এই ক্ষিতিতলে।
মাধব ইহার নাম, নিবাস গোঘাট গ্রাম,
লোভেতে দোষের ধাম, করে এ কৌশলে ।।"
যোগি-মুখে পরিচয়, শুনি ধূর্ত্ত পেয়ে ভয়,

পলাতে উদ্যত হয়, ধরি যোগীবর।
কহিলা, দর্শকগণে, 'বন্ধ করি এ দুর্জ্জনে,
বিচারক-নিকেতনে, পাঠাও সত্বর॥
প্রবঞ্চক নরাধমে, বিনাশাস্তি কোন ক্রমে,
ছেড়না সংসারাশ্রমে, অপকার হবে।"
সকলে আশ্চর্য্য মানে, যোগীরে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানে,
তাঁর আজ্ঞা অভিমানে রক্ষা করে সবে॥
বাঁধিয়া লইয়া তারে, চ'লেছে বিচারাগারে,
যোগীবর সে সবারে, করি নিবারণ।
কহিলা "ক্ষণেক রহ, লিপি দিব সঙ্গে লহ,
আছে বিচারকসহ মম আলাপন॥"
পত্রে লেখে যোগীবর, 'ত্যজি আপনার ঘর,
এড়াইয়া মৃত্যুকর, সুষমা হারাই।
সেই দুঃখে নানা দেশে, ভ্রমিয়া আসিয়া শেষে,
এ দেশে সন্ন্যাসি-বেশে, সময় কাটাই॥
গোঘাটের অধিবাসী, মাধব বঞ্চক আসি,
বঞ্চ-নীর অভিলাষী, আমার সাক্ষাতে।
এই জন্য ধরি তারে, পাঠাই বিচারাগারে,
দণ্ড পায় সুবিচারে, না পায় পলাতে॥
অন্য যে সংবাদ আছে, লিখিয়া জানাব পাছে,
এখন এসেছি কাছে, সাক্ষাৎ হইবে।"
ইহা লিখি মতিমান, লিপি করি সমাধান,

কহিদিলা সেই স্থান, যথায় যাইবে ॥
সেই ধূর্ত্ত দুরাচারে, পাঠায়ে বিচারাগারে,
নিকটে ডাকি বৃদ্ধারে, অতি সমাদরে।
কহে, "করিগো প্রচার, কোন জন-সমাচার
সেই কি তব কুমার, দেখ মনে ক'রে ॥"

"শুনিয়াছি জনরবে, ঊনবিংশ বর্ষ হবে,
পুরুষ-প্রধান, দরশনেতে গো।
প্রভুরাম নামে কেহ, গিয়াছিলা ছাড়ি গেহ
কলত্র পুত্রেরে লয়ে, সনেতে গো ॥
জগন্নাথ সে সময়ে, নবকলেবর হ'য়ে,
শোভিবে, দেখিবে, এই কারণে গো।
অতিসমারোহ হয়, এই জন্য রোগ-ভয়,
প্রবল হইল, সেই ভবনে গো ॥
মহামারী ঘটে তায়, বহু লোক নাশ পায়,
প্রভুর তনয়ে ধরে, রোগেতে গো ॥
বাঁচিবার নাই আশা, তাই ভুলি ভালবাসা,
ত্যজিলা আত্মজে, মৃত্যুকরেতে গো ॥
সঙ্গিগণে ছাড়ি যায়, এই ভয়ে বাপ মায়,
পরাণ লইয়া করে, গমন গো!
আপনি বাঁচিলে পরে, কত পুত্র হবে ঘরে,
তাঁদের বিচার এই, তখন গো ॥

হেন মাতা পিতা আছে, শুনিনাই কারো কাছে,
বড়ই কঠিন প্রাণ, তাঁদের গো।
মা বাপ কঠিন যার, প্রাণও কঠিন তার,
তাই কি গেলনা প্রাণ, ছেলের গো ॥
মত ভাবি সেই ছেলে গেভরে শ্মশানে ফেলে,
শৃগাল কুকুরে, নাহি ছুঁইল গো।
সেই ভাবে দেখি তারে, কোন সাধু-হৃদাগারে,
কারুণ্যরসের স্রোতঃ, বহিল গো ॥
তখনি তুলিয়া নিলা, যত্ন করি বাঁচাইলা,
ক্রমেতে যৌবন তার, হইল গো।
শরৎ তাহার নাম, কোথা পিতা প্রভুরাম,
কোথায় জননী বলি, ভ্রমিল গো ॥
ভ্রমি ভ্রমি কষ্ট ভোগী, শেষেতে হইয়া যোগী,
সেই সে শরৎ এই, বসিয়া গো।
যাহারে দিয়াছ ফেলে, এই কি না সেই ছেলে,
মনেতে মিলায়ে দেখ, চাহিয়া গো ॥"
শুনিতে দারুণ কথা, মরমে লাগিল ব্যথা,
নয়নে দুঃখের বারি, বহিল গো।
হি বক্তৃ-মুখ পানে, পুত্র-তত্ত্ব শুনি কানে,
চেতনা হারায়ে বৃদ্ধা, পড়িল গো ॥
উপস্থিত সর্ব্বজন, করিল বহু যতন,
সচেতনা হ'য়ে বৃদ্ধা, ধাইয়া গো।

শরতের মুখপানে, চাহিয়া আকুল-প্রাণে,
কাঁদিতে লাগিল, গলে ধরিয়া গো ॥

তুমি কি সেই আমার, শরৎ চাঁদ-কুমার ?
এতই দুঃখের ভার, কপালে ছিল তোমার !!
আমি কি কালসাপিনী, হইয়া গর্ভধারিণী।
তনয়ে ত্যজি আপনি, আর কে হেন পাপিনী
এমন রূপের ছেলে, মড়া ব'লে দেই ফেলে।
সোণা ফেলি দিয়া জলে, দিয়াছি গিঁড়া আঁচলে
প্রাণাধিক বলি যারে, প্রাণ রাখি ছাড়ি তারে
ধিক্ ধিক্ এ আকারে, ধিক্ ধিক্ এ সংসারে
দেখি নিরাশ্রয় তোরে, জন্তুও দয়া করে ;
মা হ'য়ে আমি কি ক'রে, ফেলি আছি ধৈর্য্য ধ'রে
যদি সাধু না দেখিত, বাছা তবে কি হইত
সাধু করিয়াছে হিত, আমা হ'তে যথোচিত
সুধু তোরি পুণ্য-বলে, আজি ভাসি সুখ-জলে
গর্ভে ধ'রেছিনু ব'লে, কভু এ ফলী কি ফলে
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কাহার রয় !?
তুমি মোর সুতনয়, সুমাতা তোমার নয় ।।
শেষে সুখ ছিল তাই, পুনঃ তোর দেখা পাই
আজি তোর পিতা নাই, কারে এ সুখ জানাই
হেন পুত্র আছে যার, তার দশা অবীরার ?

দুঃখ নহে কহিবার, ছি ছি অভাগ্য আমার ॥
পুত্রবতীর কি সুখ, দেখিনাই তার মুখ।
আজি গেল সে অসুখ, মনে ধরেনা কৌতুক ॥
চাঁদমুখে মা মা বল, প্রাণ হোক রে শীতল।
ফেলি সুখে অশ্রুজল, ধুই অসুখ সকল ॥
আহা মরে যাই হায়, হ'য়ে কাতর ক্ষুধায়।
একা পড়িয়া ধরায়, কত ডেকেছ আমায় ॥
বড় দুঃখের জীবন, তুমি করেছ ধারণ।
মাতৃ-স্নেহ যে কেমন, তুমি জাননা কখন ॥
আজো এ মার উদ্দেশে, কত ঘুরেছ বিদেশে।
এনো দুঃখে বুঝি শেষে, ধরিয়াছ যোগি-বেশে।
বাছা আয় করি কোলে, মুছে দেই আঁখি-জলে।
ঝেড়ে দেই রে অঞ্চলে, ভস্ম মাখান কমলে ॥
এসে বস গৃহ-মাঝে, লিপ্ত হও গৃহ-কাযে।
আর এখানে না সাজে, ছেড়ে দাও যোগি-সাজে ॥

নানা রূপ ছাঁদে, বিনাইয়া কাঁদে,
বৃদ্ধা অধীরার প্রায় গো।
সে ভাব দেখিয়া, ক্রন্দন শুনিয়া,
অনেকে কাঁদে তথায় গো ॥
করুণা যে রস, শুনি মনোবশ,
কদাচিৎ কারো হয় গো।

আছে যার তরে, কাঁদে অন্য নরে,
সে কেমনে স্থির রয় গো ?।
দরদর দরে, নেত্রে বারি ঝরে,
মর্ম্ম হয় বিলোড়ন গো ।
তবু ধৈর্য্য ধ'রে, শরৎ সত্বরে,
সে ভাব করে গোপন গো ॥
শুনিতে বাসনা, "কি করে ঘোষণা,
উপস্থিত যত জন গো ।"
বাসনা পূরিল, সকলে ঘোষিল,
"আশ্চর্য্য এই ঘটন গো ॥
এত গুণযুত, প্রভুরাম-সুত,
বিধি আজি মিলাইল গো ।
ধন্য ওর মায়, ঈশ্বর-কৃপায়,
হারান ছেলে পাইল গো ॥"
এ কথা শুনিয়া, পুলকে পূরিয়া,
শরৎ কহে, "জননি গো ।
গতানুশোচনা, এখন ক'রনা,
গেছে দুখের রজনী গো ॥"
শান্তাইয়া মায়, প্রণমিতে পায়,
প্রেমাশ্রু তায়, পড়িল গো ।
ভক্তি-রস যেন, গলি পড়ে হেন,
ভাবুকের মনে নিল গো ॥

কহিলা, "জননি! যে সুখ এখনি,
লভিলাম দুইজনে গো।
হইত দ্বিগুণ, পিতা যদি পুনঃ,
থাকিতেন এইক্ষণে গো॥
দুর্ভাগ্য এমন, পিতার চরণ,
দরশন না হইল গো।"
এ কথা শুনিয়া, আবার কাঁদিয়া,
জননী তাঁর বলিল গো॥
"আমি পুত্রহীন, এ দুঃখে মলিন,
হইয়া, প্রাণ ত্যজেছে গো।
থাকিয়া মহীতে, পেলেনা জানিতে,
কেমন ছেলে পেয়েছে গো॥"
এ কথা বলিয়া, নিশ্বাস ত্যজিয়া,
সে দুঃখ নিবারি মনে গো।
কহিলা, "এখন, গৃহেতে গমন,
করি এস মোর সনে গো॥"
অতিহৃষ্ট-মন, চলে দুই জন,
দেখে চাহি অন্য জনে গো।
আশ্চর্য্য মানিয়া, পশ্চাতে থাকিয়া,
কেহ কেহ ভাবে মনে গো॥
"দেবতা আছিল মানুষ হইল,
হেন অনুমান হয় গো॥"

কেহ বা ভাবিল, "বুঝি বা ছলিল,
এ কভু মানুষ নয় গো ।।"
কেহ মনে করে, বাঁচে পুনঃ ম'রে,
শুনা ছিল দেখিলাম গো ।
পূর্ব্বে দেব মুনি, বাঁচাইত শুনি,
এ যে নিজে গুণধাম গো ।।
আছিল সন্ন্যাসী, হলো প্রতিবাসী,
পাব কত উপকার গো ।"
এ বিবেচনায়, এই ঘটনায়,
সুখ বাড়ে কার কার গো ।।
কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে, ভাবে কোন জনে
"পূজিলাম এত যার গো ।
সে, কে, না এখন, হলো প্রকাশন,
প্রভুরাম পিতা তার গো ।"
কিছু গুণ রয়, চেনা যেই নয়,
কত লোকে মানে তায় গো ।
শত গুণ যার, চেনা হ'লে তার,
মান পাওয়া হয় দায় গো ।।

জন্মভূমি জননীর, পেয়ে দরশন গো,
পেয়ে দরশন ।
পরমসুখেতে সুখী, শরৎ এখন গো,

শরৎ এখন ।

তাঁহার জননী দেখি, পুত্রের বদন গো
পুত্রের বদন ।

কি সুখ পাইল তাহা হয়না লিখন গো,
হয়না লিখন ।।

যদিও এ সুখ কভু, নয় সাধারণ গো,
নয় সাধারণ ।

তবু যেন মনে হয়, কেমন কেমন গো,
কেমন কেমন ।।

কেননা এখন এই জননী তনয় গো
জননী তনয় ।

পরের মতন বলা, অসঙ্গত নয় গো,
অসঙ্গত নয় ।।

যদিও নাড়ীর টান, যায়না কখন গো,
যায়না কখন ।

তবে সেই ছেঁড়া নাড়ী, গ্রন্থিত যেমন গো,
গ্রন্থিত যেমন ।।

মাতার বাৎসল্য যত, লালন পালনে গো,
লালন পালনে ।

অপালিতে তত টুকু হইবে কেমনে গো,
হইবে কেমনে ?।

মাতাপ্রতি পুত্র প্রীতি, করে যে প্রকার গো,

করে যে প্রকার।
ভেবে পাই বাৎসল্যই, আদর্শ তাহার গো,
আদর্শ তাহার ॥
ইহারা সে ভাব এবে, গিয়াছে ভুলিয়া গো
গিয়াছে ভুলিয়া।
যে কিছু করিবে সুদ্ধ, সম্বন্ধ ভাবিয়া গো,
সম্বন্ধ ভাবিয়া ॥
যদি এই মাতা পুত্রে, বিচ্ছেদ ঘটন গো,
বিচ্ছেদ ঘটন!
অন্য প্রকারেতে হ'তো না হ'তো এমন গো
না'তো এমন ॥
তাহা হ'লে বিচ্ছেদান্তে হইলে মিলন গো,
হইলে মিলন।
বিশেষ বুঝিত এরা, সে সুখ কেমন গো,
সে সুখ কেমন ॥
পালিত পেটের ছেলে, মরিয়া বাঁচিলে গো
মরিয়া বাঁচিলে।
মাতৃহীন সন্তানের, মা ম'রে ফিরিলে গো,
মা মরে ফিরিলে ॥
কিবা সুখোদয় তায়, মনেই আসেনা গো,
মনেই আসেনা।
সে সুখের বেগে কারে, পাগল করে না গো,

পাগল করেনা ?।

বাৎসল্য কেমন, তাহা জানেনা শরৎ,
আহা জানিবে কেমনে !
মাতৃসঙ্গে পরিচয়, সজ্ঞানেতে এই হয়
কোন্ রস জানা যায়, বিনাআস্বাদনে ?
এত অতুল ভুবনে ।।

যার ছেলে তার ক্রোড়ে পেয়েছে এখন,
সাধ মিটিতে পারিবে ।
কিন্তু যতনের ধনে, যত স্নেহ করে মনে,
প'ড়ে পাওয়া ধনে, স্নেহ তত কি হইবে ?।
সাধ মিটাতে নারিবে ।।

ক্রোড় হ'তে শয্যাতলে রাখিতে সন্তানে,
ভয় উপজে অন্তরে !
এই ভাব যত দিন, অন্তরে না হয় লীন,
ততদিন স্নেহ থাকে, যে স্বভাব ধ'রে ।
তাহা পাইবে কি করে ?।

যবে শিশু স্তন টানে, হাসি হাত নাড়ে,
ক্রোড়ে করিয়া শয়ন ।

তার প্রতি দৃষ্টি করে, সুখেতে যে স্নেহ ক্ষরে,
সে ভাবের স্নেহ, ধরে যে সব লক্ষণ ॥
কোথা পাইবে এখন !?

মা, মা, ব'লে হামা দেয়, এদিগে ওদিগে,
যেন লাড়ুয়া-গোপাল !
আপনি দাঁড়াতে চায়, ধপ্ ক'রে ব'সে যায়,
তাহা দেখি যেই স্নেহে, হাসি ফোলে গাল ॥
নাহি সে স্নেহের কাল ॥

ননীর পুতুল যেন, দ্রুত-গতি ধায়,
হ'য়ে ধূলায় ধুসর !
আধ আধ কথা কয়, যেন মধু বরিষয়,
সে স্নেহেতে সে সকলে, ভাবে মনোহর ॥
তাহা দেখান দুষ্কর !!

ভয়ে কিম্বা ক্ষুধায়, কি, আঘাত পাইয়া,
ছেলে কাঁদে উচ্চ-রবে।
দেখে ফেটেযায় বুক, যে স্নেহে আনে এ দুখ,
ছেলে বড় হ'লে তাহা, হয় কার কবে !?
তা কি আবার সম্ভবে !?

খেতে খেতে যদি শোনে, ছেলে কাঁদে দূরে,
ধায় ফেলিয়া আহার!
অনাহারে সহা হয়, ছেলে কাঁদা নাহি সয়,
কি স্নেহের কায? আহা, শরতে এবার!!
তাহা কে জানাবে আর!!

শিশুর হইলে রোগ, রোগিণীর ন্যায়,
করে নিয়ম পালন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি ঘটে, শিশু কাঁদি কাঁদি ওঠে,
স্নেহময়ী বিরক্ত, না হয় কদাচন!!
কোথা সে ভাব এখন?!

যদিও এরূপ যত, স্নেহের ব্যাপার,
আর হবেনা প্রকাশ!
কিন্তু স্নেহের স্বভাবে, চিরদিন সমভাবে,
যে গুণ নিবসে তার নাহিক বিনাশ॥
তার সদাই উল্লাস॥

অন্য জনে কখনই, পারেনা তেমন,
হেন যতন করিবে।
যাহে মনে তৃপ্তি পায়, অসন্তোষ দূরে যায়,
দেখে শুনে, তারি আয়োজন, ক'রে দিবে॥

কত সুখে খাওয়াইবে ॥

খেতে খেতে যাতে পাবে, মিষ্ট আস্বাদন,
তাহা না খেয়ে খাওয়াবে।
অসুখী দেখিলে পরে, হয় লবে ক্রোড়ে ক'রে
কিম্বা কাছে বসি, কর অঙ্গেতে বুলাবে;
প্রীতি-সলিল ছিটাবে ॥

কল্যাণের জন্য, নিজ কষ্টে উপেক্ষিবে
কত উপায় করিবে।
সুখেতে ভাবিবে সুখ, দুঃখেতে ভুগিবে দুখ,
যশঃ শুনি আহ্লাদেতে, আপন ভুলিবে ॥
সদা উন্নতি চাহিবে ॥

নয়নে হেরিয়া, সুতের মুখ।
শরৎ-জননী, পায় যে সুখ ॥
পাবে যে এ সুখ, ছিলনা মনে।
আপনি উদিল, আপন ক্ষণে ॥
পাবার হইলে এমনি হয়।
বিধির চাতুরী, বুঝার নয় ॥
অবশ্যম্ভাবী, পুত্র-শোক পাবে।
তাই পুত্রে ত্যজে, সেরূপ ভাবে ॥

কোলে পীঠে ক'রে, পালিবে পুত্রে।
ভাগ্যে নাই, বাধা ঘটে এ সূত্রে ॥
এ সব বুঝিল, শরৎ-মাতা।
তবু কাঁদে স্মরি, দুঃখের গাথা ॥
"সন্তান থাকিতে, একি বিষাদ।
নিরপত্যতা, সাধিলেক বাদ ॥
সন্তান পালনে, আমোদ যত।
সংসারে কিছুতে হয়না তত ॥
সে সুখ আমার, কপালে নাই।
পোড়া কপালের, সুখেতে ছাই ॥
কতই আমোদ, যখন ছেলে।
অঙ্গনের মাঝে, সদাই খেলে ॥
মৃদু হাসি ফিরি ফিরিয়া চায়।
হামাগুড়ি দিয়া, পলাইয়া যায় ॥
মা বিনা জানেনা আর তখন।
মা ব'লে তাই সে, ডাকে সঘন ॥
এ মধুরভাব, হ'লোনা দেখা।
এই খেদ মোর, পাষাণে লেখা ॥
তখন শিশুর, মনেতে হয়।
জননী সমান, কিছুই নয় ॥
না দে'খে, জগৎ দেখে আঁধার।
দে'খে ভাবে, স্বর্গ হাতেতে তার ॥

যদি ভয় পায়, ডাকে মা ব'লে।
নিরাপদ্ ভাবে, মায়ের কোলে॥
মায়ের তাড়নে, পাইয়া ভয়।
সেই মার ক্রোড়ে, নির্ভয় হয়॥
লালন পালন, এমন কালে।
করিতে না দিয়া, বিধি কাঁদালে॥
যখন শিশুর, কোমল মন;
বিষয়বিশেষে, হয় মগন॥
এটি কি ওটি কি, জানার আশে।
জিজ্ঞাসে মায়েরে, মধুরভাষে॥
উত্তর পাইলে, কতই সুখে।
কৌতুক প্রকাশে, সহাস্য মুখে॥
তেমন সময়ে, জননী হ'য়ে।
সুখ না করিনু, তনয়ে ল'য়ে॥
শৈশবের ভাব, দেখি নয়নে।
পরে কি হইবে, হয়না মনে॥
ক্রমে বয়ো জ্ঞান, বাড়য়ে যত।
আশ্বাসে বিশ্বাস, জনমে তত॥
পরেতে যখন, যুবক হয়।
সেই ছেলে এই, মনে না লয়॥
ক্রমেতে দশার, পরিবর্ত্তন।
দেখি হয় কত, সুখিত মন॥

যদিও এখন, যুবক ছেলে ।
একেবারে সুখ, দিয়েছে ঢেলে ॥
ক্রমে সুখ হ'লে, কেমন হয় ।
বুঝিতে দিলেনা, বিধি নির্দ্দয় ॥"
শরৎ-মাতার, হৃদয়-মাঝে ।
এমন অসুখ কত বিরাজে ॥
কিন্তু যেই সুখ, হইল তার ।
সে দুখ প্রবল, রয় কি আর ?॥
প্রভাকর যবে, প্রকাশ পায় ।
প্রদীপের তেজ, ঢাকিয়া যায় ॥

শরৎ এখন, পাইয়া ভবন,
মিলিয়া স্বজন-সঙ্গে ।
সন্তোষসহিত, গৃহি-জনোচিত,
ব্যাপারে ব্যাপৃত, রঙ্গে ॥
এই বিবরণ, লিখিয়া লেখন,
কটকে প্রেরণ, করে ।
সাধুর সদনে, সংবাদ প্রেরণে,
এতদিনে মনে, স্মরে ॥
কাসীমবাজারে, বিচারকাগারে,
লিপি প্রেরিবারে, চায় ।
কেহ সেই ক্ষণে, আসিয়া সদনে,

কহে হৃষ্টমনে, তাঁয় ॥
"তোমার প্রেরিত, সেই দুশ্চরিত,
মাধবে বিহিত, দণ্ড।
চির-নির্ব্বাসন, উচিত শাসন,
সে কি সাধারণ, ভণ্ড ॥
বিচারের পতি, তব বন্ধু অতি,
তাবে অবগতি, হ'লো।
তোমার কারণ, সচিন্তিত মন,
দিবে দরশন, চল ॥
কহিলা আমায়, আসিয়া হেথায়,
প্রেরিব তোমায়, সেথা।
না গেলে আপনি, শুনিবে যখনি,
আসিবে তখনি, হেথা ॥"
এ কথা শ্রবণে, পত্রিকা প্রেরণে,
ক্ষান্ত হ'য়ে মনে, ভাবে।
"সুহৃদের কথা, করিলে অন্যথা,
মনে বড় ব্যথা, পাবে ॥
অবশ্য সে জন, করেছে শ্রবণ,
বিপদ-ঘটন, যত।
আমার জীবিত, রয়েছে সঞ্চিত,
শুনি সে সুখিত, কত ॥
বিশেষ আমার, নব সমাচার,

শুনি আরো তাঁর, সুখ ।
বাড়িয়া উঠিবে, যাইতে হইবে,
দেখিয়া কমিবে, দুখ ।।
তিনি সুষমার, পিতা যে প্রকার,
দেখিগে তাঁহার, মুখ ।
সুষমা যেখানে, ছিল সেই স্থানে,
দেখি পাব প্রাণে, সুখ ।।
চ'লে যাই আজ, করিয়া সুসাজ,
বিলম্বের কায, নয় ।"
ইহা বিচারিয়া, মায়ে প্রণমিয়া,
বিদায় চাহিয়া, লয় ।।
বাহক ডাকিয়া, শিবিকা আনিয়া,
তখনি চলিয়া, যায় ।
দিবা নাহি ছিল, তাই নিবর্ত্তিল,
অসুখী হইল, তায় ।।

ষষ্ঠ সর্গ।

এখন বসন্ত নাই, গ্রীষ্মের পর্য্যায়।
দিবা বড় অল্প রাত্রিমান, এক ঘুমে রাত্রি অবসান,
দেখিতে দেখিতে, ঊষা উদিল ধরায়॥
শরতের নিদ্রা ভাঙ্গে, প্রভাতের বায়।
শয্যা ত্যজি শুভ-যাত্রা করে, ক্রমে দিবা [illegible]
এ ঋতুতে এ সময়ে, [illegible]॥

নিদাঘ রাজের প্রায়, ঋতুর সমাজে।
ভয়ঙ্কর স্বভাব যেমন, কার্য্যগুলি তাহারি মতন,
এমন দুরন্ত গুণ, ঋতুতে কি সাজে॥
দেখ দেখি এ দুর্দ্দান্ত, আইল কি কাজে।
সকল-জগৎ-অভিরাম, অতুল সুখের প্রিয়ধাম,
ছারখার করিল তেমন ঋতুরাজে॥

কে বা ওরে সেধেছিল এস এস ব'লে।
এসেছে আসুক নম্র-ভাবে, তাহে আরো সমাদর পাবে,
তা কোথায়, উগ্রমূর্ত্তি, দেখে অঙ্গ জ্বলে॥
যদ্যপি এ জোরজার, চিরকাল চলে।

সরিষার ফুল দেখে, চারিদিগে ভরা!

মৃগকুল আকুল, কান্তারে ক্লান্ত-কায়।
শুষ্ক সরঃ নাহি পায় জল, মরীচিকা দেখিয়া চঞ্চল,
জলাশয়ে ধায়, কিন্তু জল নাহি পায়!।
চাতক জলদে বলি, জলদেরে চায়।
শুষ্ক কণ্ঠে ডাকে গাভীগণ, সকাতর সবারি জীবন,
যন্ত্রণায় কত জীব, জীবন হারায়!!

কিন্তু কিবা, বিধির বিধান চমৎকার।
এ কালেও হেন সুখ পাই, অন্য কালে তেমনটী নাই,
ফলতঃ শ্রান্তেরি সুখ, আরামে অপার।।
কূপোদক, বট-চ্ছায়া, শীতল-আগার,
জলকণাসহিত সমীর, দিবা-নিদ্রা, সতুষার নীর,
নিদাঘে কি সুখী করে, নহে বলিবার!!

নিদাঘের দিবাভাগ, ভীষণ যেমন।
রজনী তেমন যদি নয়, রৌদ্র বিনা কিছু স্নিগ্ধ রয়,
তথাপি পরাণ করে, কেমন কেমন।।
ঘর্ম্মে ভিজা শয্যা, ছট্‌ ফট্‌ করে মন।
মশা ছারপোকার দংশন, সর্ব্ব অঙ্গে করে জ্বালাতন
সুনিদ্রা না হয়, সারারাত্রে এক ক্ষণ।।

কেবল বিহান, সন্ধ্যা, গ্রীষ্মে মনোহর।
ন থাকে বায়ুর সঞ্চার, কায়া প্রাণে আমার অপার,
নয়ন মনেও সুখ, লভানে বিস্তর ।।
এ সময়ে যেই জন, লয়ে অবসর।
কূল, সরোবর-ধারে, উপবন, কানন, কান্তারে,
বেড়ায়, সে পায়, শুদ্ধ সন্তোষ-সাগর ।।

মানব-স্বভাব, করে গতানুশোচন।
ই মনে পড়ে এ সময়, অনিল, সলিল, শীত, রয়,
শিশিরেতে বিষ, গ্রীষ্মে মধুর মভন ।।
অন্য সময়েতে হবে, অবশ্য স্মরণ।
দাযের দুই সন্ধিকাল, কিন্তু খেদ আর রৌদ্রজাল,
ভুলেও পড়িলে মনে, কাঁপিবেক মন ।।

যবে, প্রখর ভাস্করে, পশ্চিম ভূধরে,
হেলিতে ভূচরে, দৃষ্টি করে।
হেন সময়ে পুষ্কর, উদিয়া সত্বর,
ছাদিল ভাস্বর, দিবাকরে ।।
যেন, ভুবনে কাতর, দেখি জলধর,
ঢাকে ভানু-কর, দয়া করে।
বুঝি, ভানুরে এমন, হলোনা সহন,
আরম্ভিল রণ, ক্রোধভরে ।।

তাই, ছাড়ি হুহুঙ্কার, ঝড়ের আকার,
শক্তি আপনার, প্রকাশিল।
ঝড়, করি আরম্ভর, নাশিতে অম্বর,
অতি ঘোরতর, গরজিল !!
বেগে উথলে সাগর, কাঁপিল ভূধর,
ধরণী কাতর, অতিশয়।
কত তরু উপাড়িল, মন্দির ভাঙ্গিল,
তরণী ডুবিল, জলময় !!
জীব, অনেক মরিল, যে কেহ বাঁচিল,
কাঁদিয়া ফেলিল, পেয়ে ভয়।
ধূলা, এমন উড়িল, অনেকে ভাবিল,
ধরা গুঁড়াইল, নাহিরয় !!
হলো এমন আঁধার, সব একাকার,
চিনেলওয়া ভার, ধরাকাশ !
এবে, মহৎ উভয়, ন্যূন কেহ নয়,
মধ্যে থাকি হয়, ধরা নাশ !!
ঝড়ে, এত যে যুঝিল, উড়াতে নারিল,
আকাশ ঘিরিল, জলধরে !
শেষে, মানি পরাজয়, লুক্কায়িত হয়,
মেঘ বরষয়, ঝর ঝরে !!
আর স্ফুরিতে নারিল, লজ্জিত হইল,
ভানু প্রবেশিল, অস্তাচলে।

ভানু, লুকাইল যেই, বেঁচে গেল সেই,
  কি করিত এই, রণ-স্থলে॥
মেঘ, গর্জ্জন করিছে, বিদ্যুৎ ছুরিছে,
  হৃদয় কাঁপিছে, দেখে শুনে!
ভানু, এখন থাকিত, হইত চূর্ণিত,
  তাই পলায়িত ভয় গুণে॥
মেঘ, শুখান ধরায়, ক্ষণেকে ভিজায়,
  মুষলের প্রায়, জল-ধারে।
যদি ভানুরে পাইত, তেজ, কি রাখিত?
  নিভায়ে ফেলিত, একেবারে॥
লোকে, বলে বিবস্বৎ, বড়ই মহৎ,
  চিনায়েছ সৎ, কায দেখে।
একি, মহতের গুণ? যেমন আগুণ,
  রাগে করে খুন, থেকে থেকে!
দেখ, গুণ জলধরে, ধরা দগ্ধ করে,
  দেখি ভানু-করে, আচ্ছাদিল।
ঝড়ে, কত বিবাদিল, তাহাও সহিল,
  বরষি সলিল, যুড়াইল॥

হলো, দুর্য্যোগ এমন, শরৎ এখন,
  শিবিকা আরোহী, চলে।
ধন্য, দুঃখী বেহারায়, প্রাণ রাখা দায়,

শিবিকা রাখিছে, বলে !!
কিন্তু, আর কতক্ষণ, রাখিবে তেমন,
দোলাতে লাগিল, ঝড়ে !
শেষে, বিপদ দেখিয়া, শিবিকা ত্যজিয়া,
শরৎ লাফায়ে, পড়ে !!
হলো, ভার স্থানে তায়, ঝড়েতে ঘুরায়,
শিবিকা চড়কা, প্রায় !
কাঁধে রাখিতে না পারে, ত্যজিয়া তাহারে,
বেহারা পলায়ে, যায় ॥
মিলি সকলে সত্বরে, সাঁকোর ভিতরে,
পশিয়া বাঁচায়, প্রাণ।
হেথা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, রক্ষেতে বাদিয়া,
শিবিকাও পায়, ত্রাণ ॥
আগে, ঝড়ের সময়ে, সাঁকোর আশ্রয়ে,
নিরাপদে সবে, ছিল !
পরে, বরষিয়া জল, কাড়ি নিল স্থল,
স্রোতে খেদাইয়া, দিল !!
নাহি আশ্রয়ের স্থল, শরৎ চঞ্চল,
শিবিকা ভিতরে, যায়।
ভগ্ন-শিবিকা-ভিতরে, জল ঝরঝরে,
পড়িতে লাগিল গায় ॥
আহা, যতেক বেহারা, ভিজি হয় সারা,

শেষে সবে, বিচারয়।
কেন, দাঁড়ায়ে ভিজিব, মন্ত্রণা সহিব,
চ'লে যাই, লোকালয়॥
শেষে, শিবিকা কাঁধেতে, চলিয়া বেগেতে,
নিকটে পাইল, গ্রাম।
সেথা ভদ্র কেহ নাই, ইতর সবাই,
পর্ণের কুটিরে, ধাম॥
থাকে, বিপদেতে কার, জাতির বিচার,
পরিপাটী গৃহে, আশা?
সেই, নীচ-নিকেতন, সুখের ভবন,
ভাবিয়া লইল, বাসা॥
পরে, পাইল আশ্রয়, মেঘ হ'লো ক্ষয়,
আকাশ বিকাশ, পায়।
দেখে, দিবা নাহি আর, চন্দ্র অবতার,
কৌমুদী স্ফুরিছে, তায়॥
আছে, যাহার আশ্রয়ে, সেজন বিনয়ে,
কহিল, "অন্ত্যজ, আমি।
আমি কেমনে বলিব, আতিথ্য করিব,
হব কি নিরয়-গামী।?
তবে, বাসনা আমারি, আজ্ঞা হ'লে পারি,
ফল, মুল, আনিবারে।
তাহা করিতে গ্রহণ, থাকিলে দূষণ,

রহ তবে, দেবাগারে॥
অই, কর নিরীক্ষণ, দেব-আয়তন,
আলোক জ্বলিছে, যেথা।
এসো, লয়ে যাই সনে পরমযতনে,
আতিথ্য হইবে, সেথা॥"
দেখি, অগ্রজে ভদ্রতা, গৃহির মমতা
শরৎ সম্প্রীতি, পায়।
আছি, মহৎ-আশ্রয়ে, ভাবিয়া হৃদয়ে,
সাদরে কহিলা, তায়॥
"সাধু যেমন হইলে, আতিথ্য করিলে
যাবনা অন্যের পাশে।
তুমি, প্রকৃত সজ্জন, ভাবিনা দূষণ,
এমন সাধুর বাসে॥"
গৃহী, কৃতার্থ মানিয়া, যতন করিয়া,
খাওয়াইয়া ফল, মূল।
হলো, এমন সুখিত, মনের সহিত,
না হয় তাহার, তুল॥

ঘোর-রজনী, স্তব্ধ-ধরণী।
গেছে অস্তাচলে, চ'লে নিশামণি॥
নিদ্রা নাহি শরতে, দেখিতেছে জগতে,
শুনে সহসা যেন, বীণা হেন ধ্বনি।

ভাল করে শুনিল, বীণা নহে বুঝিল,
দূর দূর সুস্বরে, কাঁদে কোন নদী ॥

আছি জীবনে, বিনা জীবনে ।
তারি দুঃখ হৈতে, আশা দিয়া মনে ॥
আশা তবু ঘোচেনা, মন ত যে বোঝেনা,
বিনা আশ্রয়ে তারে, রাখিব কেমনে ॥
ভাবনার আকাশে, যদি পাই আশ্বাসে,
আর কত ভ্রমিবে, বিশ্রাম বিহনে ॥

যদি জীবনে, অতি যতনে ।
তারে ভালবাসি, নহে সে কারণে ॥
ভালবাসি যাহারে, যদি পাই তাহারে,
প্রাণসহ সম্প্রীতি, এই আকিঞ্চনে ।
পূরিলনা বাসনা, কেন সব যাতনা,
যাতনাও নাশিব, কায়া-প্রাণসনে ॥

বিনা প্রাণান্ত, সে প্রাণ-কান্ত ।
নহে পাইবার, বুঝেছি একান্ত ॥
প্রাণান্তে যে মিলিবে, সে আশাও নাশিবে,
হেন ভাবে যদ্যপি, থাকিব জীবন্ত ।
কত দিন হইল, এবিচ্ছেদ ঘটিল,

প্রাণান্তেও নিরাশা, ঘটেবা নিতান্ত ॥

ক'রে সঞ্চিত, হই বঞ্চিত।
পুনঃ পাব আশা, দুরাশা নিশ্চিত ॥
দুরাশাও পূরিত, ভাগ্যে যদি থাকিত
এ জীবন থাকিতে, হইবেনা হিত ॥
মন্দ ভাগ্য জীবনে, ভাল, হবে মরণে,
খেপা মনে এ আশা, হতেছে উদিত ॥

তারে পাবনা, মিছে ভাবনা।
হ'লে পাইবার, এমন হ'তোনা ॥
বিধি তারে দিবেনা, চাহিলেও পাবেনা,
তাই নিল করিয়া, করিয়া ছলনা!
যদি ল'য়ে পলালি, তবে কেন দেখালি,
বিধি হ'য়ে করিলি, একি বিবেচনা ॥

কোথা রহিল, কার হইল।
সে ধন অমূল্য, কার ভাগ্যে ছিল ॥
আমাহ'তে ছিনায়ে, কেবা দিল বিলায়ে,
আমি কার ল'য়েছি? তবে কেন নিল?
কার ভাগ্যে কে খেলে, কার ধন কে পেলে,
কেহ সুখে ভাসিল, কেহবা কাঁদিল ॥

শত্রু যে ছিল, বাদ সাধিল।
শত্রু মোর, তারে কেন দুখ দিল।?
বটে সেত আমারি, আমিও যে তাহারি,
তার ধনে তাহারে, বঞ্চিত করিল!
ফেটে মরি ভাবিয়া, অভাগীর লাগিয়া,
তাহার কি কপালে, এত লেখা ছিল।?

ওরে আশারে আর আমারে!
ব'লোনারে পাবে, আবার তাহারে।'
তোর ওই কথাতে, পাইবার তৃষাতে,
কাটিয়াও হৃদয়, বাঁধে আপনারে।
মধু-ভাবে আশারে, বুঝাইছ আমারে,
বারিবিনা কথাতে, তৃষা যেতে পারে ?।

রজনী কালে যদি, কাঁদে কেহ দুলে।
তাহা সহসা শুনি, বাজে হৃদি স্থলে॥
হইয়া শোকাতুরা, কোন নারী কাঁদে।
শুনি কঠিন মনে, নাহি ধৈর্য্য বাঁধে॥
এভাবে বিরহিণী, কাঁদে স্মরি দুখ।
শুনি ফাটেনা দুখে, হেন কার বুক॥
বিশেষ বিরহেতে, পোড়ে মন যার।
অন্যে কি জানে কত, দুখ হয় তার॥

কাঁদিছে বিরহিণী, রজনীসময়ে।
কতি বেদনা যাহা, বিঁধিছে হৃদয়ে॥
শুনিয়া শরতের, কেঁদে ওঠে মন।
যেন কাঁদিল, দুই স্থলে এক জন॥
সমান, মনোব্যথা, বিরহ সমান।
যেন খেদেতে, এক আত্মা দুইখান।
বুঝিল শরতের, ব্যথিত হৃদয়।
"নাহি বিরহী, মম, সম তাতে নয়॥
পেয়েছি, আজি আমি, সম দুখে দুখী।
শোকে ফুকারে কাঁদি, হ'তে দুখে সুখী॥"
চলিল ধীরি ধীরি শব্দ অনুসারে।
শান্তি বাঁধিল আসি, সেই দেবাগারে॥
দেখিল খোলা আছে, মন্দিরের দ্বার।
দীপ জ্বলিছে, কিন্তু জ্যোতিঃ নাহি তার॥
কি রূপ দেব-মূর্ত্তি, প্রকাশ না পায়।
রূপে প্রকাশে, দুটী ভৈরবী তথায়॥
লুটিছে ধরাসনে, একের মূরতি।
বসি দ্বিতীয়া পাশে, শোকাকুলা অতি॥
হ'য়েছে নিবর্ত্তিত, বীণাসম স্বর।
এবে স্ফুরিছে, অন্য স্বর স্বতন্তর॥
দ্বিতীয় স্বরে সেই, দ্বিতীয়া রমণী।
ধীরে কহিছে, মোর কথা রাখ ধনি॥

"সোণার অঙ্গেতে ধুলা, মে'খনা গো মে'খনা।
অধীর হইয়া, এমন করিয়া, ধুলায় পড়িয়া,
থে'কনা গো থে'কনা॥
কাঁদিলে কি হবে আর, কেঁদনা গো কেঁদনা।
যতই কাঁদিবে, শোক উথলিবে, ততই বাড়িবে,
যাতনা গো যাতনা॥
কাঁদিলে বিচ্ছেদ ছেড়ে, যাবেনা গো যাবেনা।
কাঁদাতে যে চায়, শুনিলে কান্নায়, দয়া কভু তার,
হবেনা গো হবেনা॥
যে আছে আপন হাতে, রবেনা গো রবেনা।
অশ্রুনীরধার যে দেখি আকার, জীবনের ভার,
সবেনা গো সবেনা॥
হবেনা উপায় শুধু, কাঁদিলে গো কাঁদিলে।
কেঁদে কেঁদে হায়, পেলে যে দশায়, নাহি চেনা যায়,
দেখিলে গো দেখিলে॥
ও প্রাণে আবার বল, ত্যজিবে গো ত্যজিবে।
আপনিই যেন, যেতে চায় হেন, আত্মহত্যা কেন,
করিবে গো করিবে॥
বাঁচিতে বাসনা ত্যাগ, ক'রনা গো ক'রনা।
বরং ধৈর্য্য ধর, হ'য়ে তৎপর, প্রিয় প্রাণে কর,
ধারণা গো ধারণা॥
ভাবিছ যাহারে পাওয়া, যাবেনা গো যাবেনা।

মরিবারে চাও, যদি তারে পাও, ম'লে পরে তা
পাবেনা গো পাবে না॥
কেন ভাব তারে আর, পাবনা গো পাবনা।
হয় মোর মনে, পাবে সেই জনে, পাইবে কেমনে,
ভাবনা গো ভাবনা॥
একান্তে ঈশ্বরে কর, সাধনা গো সাধনা।
মাগ এই বর, পাই সেই বর, পূরাবে ঈশ্বর,
কামনা গো কামনা॥
অথবা দুজনে চল, ভ্রমিয়া গো ভ্রমিয়া।
কোথায় সেজন, করি অন্বেষণ, সকল ভুবন,
চাহিয়া গো চাহিয়া॥
কহিনু যে যুক্তি দেখ, ভাবিয়া গো ভাবিয়া।
এই সুযুক্তি, শুন গুণবতি! যাবেনা দুর্গতি,
কাঁদিয়া গো কাঁদিয়া॥"

এই সব কথা ব'লে, বাসনা ধরিয়া তোলে,
গায়ে হাত দিয়া দেখে, নিদ্রিতের প্রায়।
ঘুমায়েছে সহচরী, ইহা ভাবি ক্রোড়ে করি,
শয্যার উপরে তায়, শোয়াইতে চায়॥
ক্রোড়ে করি দেখে যেন, কাষ্ঠের পুতুল হেন,
তাহা দেখি ভাবে "একি, হ'লো আচম্বিত।
ঘুমাইলে হ'তো কায়, এল থেল লতা প্রায়,

এসে দেখি শবসম, হ'য়েছে স্তম্ভিত।"
ধীরে ধীরে শোয়াইয়া, নাশিকায় হাত দিয়া,
দেখে "কই বহে নাক, নিশ্বাস পবন?"
ভৈরবি! ভৈরবি! ব'লে, ডাকিলেক ধরি গলে,
উত্তর না পেয়ে হলো ব্যাকুলিত মন!!
কি করিবে সদুপায়, ভাবি কিছু নাহি পায়,
একে একাকিনী তায়, নিশীথসময়;
দ্বিতীয়া ভৈরবী কায়, হ'য়ে পাগলিনী প্রায়,
"হায় কি হইল" ব'লে কেঁদে সারা হয়!!
চক্ষে দেখি এব্যাপার, করুণা হয়না কার?
শরতের হৃদয়েতে, দয়া উপজিল।
"কি হ'লো কি হ'লো বল," এই বলি সচঞ্চল,
বিপন্না ভৈরবী-পাশে, আসি দেখা দিল॥
ভৈরবী পাইল বল, কাছে দেখি অনুবল,
পরিচয় না লইয়া, পরিচিত প্রায়।
"কহিল বিনয় করি," যাতে বাঁচে সহচরী,
উপায় করহ তার, হইয়া সহায়!!
কোন রোগ নাহি ছিল, সহসা এ, কি হইল,
যদি কিছু জান এর, কর প্রতীকার।"
শরৎ সাহস দিয়া, ভৈরবীরে বুঝাইয়া,
আলোক নিকটে আনি, দেখিল আকার॥
পরিধান রক্তাম্বর, কি লাবণ্য মনোহর,

আহা যেন কাঁচা সোণা, অনল ভিতরে ।
অতিশয় শীর্ণকায়, যৌবনের প্রতিভায়,
যৌবনের ছবি যেন, ঝলমল করে ॥
ইহা কি পরাণে সয়? হেন মূর্ত্তি পড়ি রয়,
চঞ্চলার অচাঞ্চল্য, একি বিড়ম্বন !
ইহা ভাবি বড় দুখে, জল দিয়া তার মুখে,
কহিলা "শুশ্রূষা কর, ব্যজন বীজন ॥"
এই মত শুশ্রূষণে, নিশ্বাস বহিল ক্ষণে,
ভরসা জন্মিল তবে, র'য়েছে জীবিত ।
নীরবেতে দুই জন তারে করে নিরীক্ষণ,
শরতের দৃষ্টি কিন্তু, চাঞ্চল্য রহিত ॥
যে অঙ্গেতে দৃষ্টি ধায়, শিহরিয়া উঠে কায়,
আশ্চর্য্য সামগ্রী দেখি, হয় সে প্রকার !!
সামান্য আশ্চর্য্য নয়, প্রত্যেক অঙ্গই হয়,
সুষমার তুলনায়, অভিন্ন আকার ॥
চিত্রে আঁকা সুষমার, সঙ্গে এই ললনার,
বেশ আর শীর্ণ কায়, ভিন্ন তুল্য সব !
কেবল সুষমা তার, জীবিত নাহিক আর,
এই জ্ঞানে এই সেই, ভাবা অসম্ভব ॥
সুষমা এই আমার, এ বিশ্বাস হ'লে তার,
কি আনন্দ হ'তো তাহা, ভাবিয়া না পাই ।
দুঃখ না হ'লে বিমুখ, কিরূপে আসিবে সুখ?

সদৃশ দেখি যে সুখ হলো কই তাই ॥

বরঞ্চ দেখিয়া তায়, চিন্তা করি সুষমায়,

বিষম বিরহ-দুঃখ, বাড়িয়া উঠিল।

কাঁদিবার কাল নয়, কষ্টে ধৈর্য্য ধরি রয়,

কিন্তু মর্ম্ম মুচড়িয়া, ভাঙ্গিতে লাগিল ॥

দেখে আর মনে ভাবে, "বুঝিলাম অনুভাবে,

সুষমা-বিরহে মোরে ব্যথিত দেখিয়া।

বিধি হয়ে দয়াময়, তুষিতে মোর হৃদয়,

সুষমার অনুরূপ রেখেছে গঠিয়া ॥

অবিকল সুষমায় গঠেছে যে পুনরায়,

ইহারে সুষমা ক'রে, দিতেও সে পারে।

যদি বিধি তাই করে, রেখে দিই বক্ষোপরে,

প্রাণসত্ত্বে স্থানান্তর, করি কি এনারে ?।

অথবা নির্জ্জনে রাখি, সম্মুখে বসিয়া থাকি,

দিবানিশি মুখশশী, হেরি তৃপ্ত হই।

প্রবাসে বাসনা নাই, যদি স্থানান্তরে যাই,

ছায়ার সমান ক'রে, সঙ্গে সঙ্গে লই ॥

বৃথা করি আকিঞ্চন, বিধাতা নহে তেমন,

মনে পরে ফিরাইয়া, দেয়না কখন।

সে শরীরে দয়া নাই, নতুবা কি দুঃখ পাই,

পর-দুঃখে দুঃখী নয়, বিধিও এমন ॥

কত দুঃখ পাই আমি, জানে সে অন্তর্যামী,

মানুষে এমন স্থলে, হয় কি নির্দ্দয় ?
দস্যুতেও ধন ল'রে, ফিরে দেয় দয়া ক'রে,
কাতরে তাহার পাশে, করিলে বিনয় ॥
এমন বিধিও আজি, প্রকাশি দয়ার কাজ,
সুষমার তুল্য মূর্ত্তি, মোরে দেখাইল ।
আজি শুভক্ষণে মোর, রজনী হয়েছে ভোর
ভৈরবীর দরশনে, প্রাণ যুড়াইল ॥
ত্যজিলাম নিজবাসে, আজ হ'তে এ প্রবাসে,
ইহারই প্রতিবাসী, হইয়া রহিব ।
সুষমার অনুরূপ, এই ভৈরবীর রূপ,
দেখিয়াও আঁখিমনে, সুখিত করিব ॥"
এই মত চিন্তামনে, এক ধ্যানে এক মনে,
শরৎ চাহিয়া রহে, ভৈরবীর প্রতি ।
এই ব্যাজে জ্ঞান পেয়ে, সঙ্গিনীর মুখ চেয়ে,
নিশ্বাসের সহ মূর্চ্ছা, ত্যজে রূপবতী ॥
ইহা দেখি সঙ্গিনীর, নয়নে বহিল নীর,
খুঁতি ধরে কেঁদে বলে, "কি হ'য়েছে বল গো ।
সুষমে! কওগো কথা, শুনে থাক মনো ব্যথা
তোর দশা দেখে গেছে, জ্ঞান বুদ্ধি বল গো ॥"
সুষমারে সম্বোধন, শুনি শরতের মন,
চমকিয়া একেবারে, শক্তি হারায় গো ।
অবসন্ন হ'লো কায়, গ'লে ট'লে পড়া প্রায়

ব'সে থাকি লুটাইয়া, পড়িল ধরায় ॥

“অয়ি অকস্মাৎ, একি ঘটিল ।
প্রতিবাসী কেন ঢ'লে পড়িল !!
ওগো তুমি কেন, এমন হ'লে ?
ঘুমের ঘোরে কি পড়িলে ঢ'লে ?
ভয়ে যে বাঁচিনা, শুনাও ব'লে,
এই ব'সেথাকি কিবা হইল ?”
সুষমা-সঙ্গিনী, যত সুধায়,
না পেয়ে উত্তর, ভাবিয়া, হায়,
কিছু না বিশেষ, বুঝি আশায়,
আলো ধরি, মুখ পানে চাহিল ॥

সঙ্গিনীর লাগি ব্যাকুল ছিল ।
তাই আগে দেখি, নাহি চিনিল ॥
আলোকে আকার, দেখি এবারে,
সে জন শরৎ, চিনিতে পারে,
আশ্চর্য্য ভাবিয়া, ব্যস্ত-আকারে,
“এই যে শরৎ” এই ভাষিল ।
গুহা হ'তে বায়ু হ'লে মোচন,
বেগেতে ধ্বনিত হয় যেমন,
[illegible]

আনন্দের ধ্বনি ক'রে উঠিল ।।

সে কথা শুনিয়া, সুষমা ধনী ।
নড় নড়ি উঠি' বসে অমনি ।।
বিচেতন দশা, গেল ছুটিয়া,
ছাড়ি যেন প্রাণ, এল ফিরিয়া ।
মৃতসঞ্জীবনী, মন্ত্র শুনিয়া,
মৃত যেন বাঁচে, হ'লো তেমনি ।
"বিরজে ! কি কথা, শুনালি কানে,
ছলনা ক'রে কি, যুড়ালি প্রাণে ?
কই কই," বলি চাহে সেখানে,
প'ড়ে আছে তার, হৃদয়-মণি ।।

সচেতন করে করি যতন।
নয়নে নয়ন হ'লো মিলন।।
মুখে কথা নাই কেবলি চায়,
হেন জ্ঞান হয়, দেখি দোঁহায়,
সুখ আসে, দুখ বহিয়া যায়,
সে বেগে কথা না হ'লো স্ফুরণ।
শতধারা চারিনয়নে বহে,
সে ধারার হেতু সামান্য নহে,
মিলন সলিলে ধুয়ে বিরহে,

আঁখি-পথ দিয়া করে ক্ষরণ ॥

মনঃ স্থির করি, বহু যতনে।
শরৎ কহিল, "হে বরাননে !!
তুমি কি সুষমা সেই আমার,
যারে পাব আশা, ছিলনা আর,
আমি কি শরৎ, সেই আকারে,
কিম্বা আছি, আর কোন ভুবনে ?
অথবা এও কি, সেই স্বপন,
প্রতিরজনীতে দেখি যেমন,
কিম্বা বিধি বুঝি, পুনঃ সৃজন,
করিলেন তোমা, আমা, দুজনে ॥"

শরতের রূপ, দেখি নয়নে !
শরতের কথা শুনি শ্রবণে !!
তথাপি সুষমা, বুঝিতে নারে,
শরৎ এসেছে, সাক্ষাৎকারে,
মনে ভাবে বুঝি, এই প্রকারে,
দেখে, শোনে, লোকে মোহ-মোচনে !
সুস্থ হইয়া, ক্ষণকাল পরে,
বাস্তভাবেতে, প্রিয়-হাতে ধরে,
হারান রত্নে, পুনঃ দৃষ্টি ক'রে,

যেমন তাহারে, ধরে যতনে ॥

স্পর্শানুভবে, শরৎ বুঝিল।
"দারুণ বিরহ আজি ঘুচিল ॥
প্রেয়সী আমার. জীবিত ছিল,
ভ্রান্তি মিছামিছী, বাদ সাধিল,
বিধি এত দুখ, ভালে লিখিল ;"
এই কথা বলি কেঁদে উঠিল।
সুষমাও সেই দুখে দুখিনী,
কাঁদিল হইয়া, অনুতাপিনী,
ভাব দেখে শুনে, কাঁদে সঙ্গিনী.
কাঁদি যেন দুখ দূর হইল ॥

শরৎ সুস্থির হইয়া, রোদনে বারণ করিয়া,
নিজ বস্ত্রে প্রেয়সীর, অশ্রু-বিন্দু মুছিয়া।
সুধাতে লাগিলা চিবুকখানী, বামহস্তে ধরিয়া ॥

"এমন বিপদে কেমনে, ফিরিয়া পাইলে জীবনে,
বেঁচেছ তুমিই কিম্বা, পিতৃ কন্যা দুজনে।
কি হেতু ভৈরবি-বেশেতে হেথা;ত্যজি নিজ ভবনে।

পুনঃ কি আমারে চাহিয়া, খুজেছিলে সেথা ভ্রমিয়া.

কি মনে করিলে মোর, দেখা নাহি পাইয়া।
বল বল প্রিয়ে! সে সব কথা, শুস্থ হই শুনিয়া ?।"

বাষ্পগদগদ বচনে, কহে রামা প্রিয়-সদনে,
"পাইব এমন দিন, শুনাব সে কথনে।
প্রাণনাথ! ইহা ভাবিনা মনে, জাগি কিম্বা স্বপনে॥

এখনো সে কথা স্মরিয়া, ভয়ে উঠে প্রাণ কাঁপিয়া,
দস্যুর সমরে তোমা, ভূমিশায়ী দেখিয়া।
লুকাইলা পিতা, শিবিকা-মাঝে, গুপ্তভাবে আসিয়া॥

বাহকেরা ভয়ে ভাগিল, দস্যুরা সুবিধা পাইল,
শিবিকা লইয়া কাঁধে, দ্রুতগতি ধাইল।
কাতর হইয়া কাঁদিনু কত, দয়া নাহি করিল॥

দেখিয়া সে ভাবে তোমারে, দুঃখ জ্বলে হৃদি মাঝারে,
দেখিতে দেখিতে আসি, মূর্চ্ছা ধরে আমারে।
জাগিতে দেখি, এসেছি যেথা সেতী বন আকারে॥

তোমার সে দশা ঘটনে, ভয় না হইল মরণে,
বৈধব্য হইতে ভয়, নারীর কি মরণে?
মারিবে বলিয়া, তোমার শত্রু, মিত্র ভাবি ক্ষেণে॥

রাখিনু ঢাকিয়া মরণে, কিন্তু সেই সব দুর্জ্জনে,
না মারিয়া সমর্পিল, নিজ প্রভু-সদনে ;
প্রভু তাহাদের, মাধব মূর্ত্তি, ব'সেছিল নির্জ্জনে ॥

মাধবে পার কি চিনিতে ? দেখেছ তোমারে বধিতে
দুরাচার ইচ্ছা করি, মোর পাতি হইতে ;
লাঠিয়ালগণে, পাঠায়েছিল, তব প্রাণ নাশিতে ॥

আসিয়া পিতার সদনে, কহিল সহর্ষ-বদনে
তব জাতি ধর্ম্ম রক্ষা, হ'লো আজি রতনে
যে সব ঘটনা দেখিলে সব, তব হিত-কারণে ।

মাধব এ কথা কহিলে, পিতা ভাসি দুখ-সলিলে
কহিলা, "মাধব তুমি একি কর্ম্ম করিলে ?
নিষ্ঠুর হইয়া, কেমন বীর জনে, প্রাণে নাশিলে ॥

নিদারুণ কথা শুনিয়া, অস্থির হইনু কাঁদিয়া,
মাধবে দিতেছি গালি, অতি ক্রোধ করিয়া ।
এমন সময়ে, আসিল সেথা, বহু লোক ধাইয়া ॥

"যখন তোমারে, সেরূপ প্রকারে,
করে ধরাশায়ী, শত্রুর দলে ।

সেই অবসরে, বাহকনিকরে,
  কাসীমবাজারে, ফিরিয়াচলে ।।
যাইয়া তথায়, কহে সমুদায়,
  আমাদের সেই, বিপদ-কথা ;
শুনি বিচারক, লয়ে বহু লোক,
  আপনি সত্বর, আইলা তথা ।।
কাঁদিতেছি আমি, শব্দ-অনুসারী,
  হইয়া, গোপন স্থানেতে বসে ;
দেখিয়া সে সব, পলায় মাধব
  সঙ্গিগণ তার, পশ্চাতে ধায় ।।
করি মার মার, বিচারক তার,
  পাছে পাছে, দ্রুত গমন ক'রে ;
পেলেনা মাধবে, আর সঙ্গিসবে,
  বন্ধন করিয়া, আনিল ধ'রে ।।
সেই দিন ধরে, গেল স্থানান্তরে,
  মাধব, ধরা না পড়িল আর ;
যারে তুমি যেথা, প'ড়েছিলে সেথা,
  অন্বেষণ হ'লো, অনেক বার ।।
না পেয়ে তোমারে, সকলে বিচারে,
  দস্যুগণে শব, ভাবায়ে দিল ।
এ কথা শ্রবণে, আমার ক্রন্দনে,
  সকলে অস্থির, হইয়াছিল ।।

ত্যজি নিজ শোক, মোরে বিচারক,
যতন করিয়া, পিতার সনে।
পাঠায়ে গোঘাটে, গেলা নিজ পাটে.
সঙ্গেতে লইয়া, ডাকাতগণে ॥
গিয়া পিত্রালয়ে, পাগলিনী হয়ে.
দিবা নিশি কাঁদি, আপন মনে।
আহার নিদ্রায়, ত্যজিলাম প্রায়,
বাঁচিতে বাসনা, ছিলনা ক্ষণে ॥
এই বিরজার, লাগি পুনর্ব্বার,
আমার জীবিত, দেখিলে কাছে।
কহিত সবাই, তব প্রাণ নাই
বিরজা কহিত, "অবশ্য আছে" ॥
বিরজা কহিত, "যদ্যপি মরিত,
শব-অদর্শন হইবে কেন।
দস্যু পালটিল, শবে লুকাইল,
পাইল কখন, সময় হেন ?।
লয় মোর মনে, গেলে দস্যুগণে,
শরৎ চেতনা, পাইয়াছিল।
বাঁচাতে জীবন, করি পলায়ন,
গোপন স্থানেতে, আশ্রয় নিল ॥
জীবিত রয়েছ, গৃহেতে এসেছ,
পেলে সমাচার, আসিবে হেথা।

প্রেরি দূতগণ, পেলে অন্বেষণ,
  করিব গমন, থাকিবে যেথা ॥”
বিরজার কথা, না করি অন্যথা,
  হ'লে হ'তে পারে, ভাবনা করি।
করি আজ কাল, গেল কত কাল,
  শুধুই আশায়, জীবন ধরি ॥
বহু অন্বেষণ, করিয়া যখন,
  হ'লোনা সন্ধান, আছ কি নাই।
হ'য়েছ ভাবিয়া, মোরে বুঝাইয়া,
  বিবাহ দেওয়াতে, চাহে সবাই ॥
তোমারে ভুলিব, অন্যেরে বরিব,
  ইহা কি কখন করিতে পারি?
সবে একমত, বিষম বিপৎ,
  গৃহে থাকা দায়, হইল ভারি ॥
গোপন করিয়া, ভবন ত্যজিয়া,
  বিরজার সহ ভৈরবী হ'য়ে।
ভ্রমি নানা দেশ, বিরজাই শেষ,
  হেথা আনে, সংযুকতি ক'রে ॥
দেবতার সেবা, সদা করে যেবা,
  [illegible] বাসনা, সফলা হয়।
শুনি এই ভাষ, সকলের পাশ,
  আজি বুঝিলাম, বিফল নয় ॥”

এ সব বার্ত্তা কহিলে সতী.
শরৎ শুনে দুঃখিত অতি,
কহিলা, "এত পেয়েছ দুখ, পেয়েছ দুখ ?
দেখিলে মোরে কি পাপ ক্ষণে,
এত যে দুখ মোর কারণে,
শুনিয়া দুখ, ফাটিছে বুক. ফাটিছে বুক ।।
বিপদ এত যাহার জন্য,
তাহারি বিনা জাননা অন্য,
এতও গুণ, তোমার আছে, তোমার আছে ।
বিশেষ আমি হ'য়েছি হৃত,
জেনেও মোর প্রণয়ে রত,
এমন সতী, আর কে আছে, আর কে আছে ।।
তেমন দায়ে পেয়েছি প্রাণ,
তোমারি পুন্যে হেতু কি আন ?
আমিও ধন্য তোমারি তরে, তোমারি তরে ।
যাহার সৃষ্টি এমন রত্ন,
সেই সে করে এত অযত্ন,
বুঝিতে নারি, কেন যে করে, কেন যে করে ।।
পেয়েছি প্রাণ পেয়েছি প্রাণ,
বিরহে তবু দিলাম স্থান,
ইহাও লেখা কপালে ছিল, কপালে ছিল ;

সময় মন্দ হইলে পরে,
দুর্ব্বল শত্রু প্রবলে ধরে,
নতুবা দুঃখ, মাধব দিল, মাধব দিল !!
জানিলে শত্রু মাধব ভণ্ড,
তখনি তারে দিতাম দণ্ড,
এ কথা বলি, রাগেতে কাঁপে, রাগেতে কাঁপে।
সুষমা কহে ছাড় সে কথা,
পাপির শাস্তি এড়াবে কোথা,
ভুগিবে দণ্ড, আপন পাপে, আপন পাপে ।।
এখন বল সে বিবরণ,
মাধব-চক্রে হ'য়ে মোচন.
কেমন করে, কোথায় ছিলে, কোথায় ছিলে ?
আমার দশা কি হলো পরে,
বেঁচেছি কিম্বা গিয়াছি ম'রে,
ফিরিয়া তত্ত্ব, কেন না নিলে, কেন না নিলে ?।"
একথা শুনি শরৎ কয়,
যখন যেই ঘটনা হয়,
সকল কথা বিশেষ ক'রে, বিশেষ ক'রে ।
সে সব বার্ত্তা শুনিয়া ধনী,
অবাক হয় আশ্চর্য্য গণি,
শিহরে উঠে ঘটনা স্ম'রে, ঘটনা স্ম'রে ।।

সপ্তম সর্গ।

হলো কথায় কথায়, রজনী প্রভাতপ্রায়,
কহিলা শরৎ, যদি হয় মত,
লয়ে আসি শিবিকায়।
কাসীমবাজার, বিচারকাগার,
সত্বর যাব তথায়॥

তথায় দুদিন রব, ইতিহাস সব কব,
গোবাটে যাইয়া, বিবাহ করিয়া
পরে সুখী হবে হব।
আমার ভবনে, যাব শুভক্ষণে,
সাজিয়া যুগল সবে॥

সুষমা সম্মতি দিলা, বাহক ডাকি আনিলা,
সুষমা দোলায়, পাছে বিরজায়,
সঙ্গিনী করি, চলিলা।
দিবা প্রকাশিল, প্রহর বাজিল,
গ্রামান্তরে উত্তরিলা॥

বিশ্রাম আশে তথায়, চাহিয়া ফিরি বাসায়,
দেখিলা মন্দির, সেই বিদেশির,
বিদেশী চিনিয়া তাঁয়।
চমকি উঠিয়া, নিকটে আসিয়া,
আদর বহু জানায়॥

সন্তোষে কথার ছলে, ব'স থাক নাহি-বলে,
শরতের আশা, তারি গৃহে বাসা,
লইয়া রব সকলে।
সেত না বলিল, আপনি কহিল,
বাসনায় সুকৌশলে॥

বিদেশী লজ্জিত হ'য়ে, বাসা দিল গৃহে ল'য়ে,
কিন্তু অনুচিত, হইল কুণ্ঠিত,
যেন জড়সড় ভয়ে।
হৃত-ধন ঘরে, সাধু দেখি ডরে,
যেমন চোর হৃদয়ে॥

বিদেশির প্রণয়িণী, অন্তঃপুরে ছিল।
শুনিল সস্ত্রীক কোন, অতিথি আইল॥
দেখিতে কৌতুক-পরা, বহিঃকোষ্ঠে আসি ত্বরা,
একেবারে শরতের, সম্মুখে পড়িল।

শরৎ তাহারে দেখি, কহিলা "চপলে! একি?
তোমার এখানে আসা, কেমনে হইল?।"

অপ্রতিভ হ'য়ে রামা, কাটিয়া জিহ্বায়!
আমতা আমতা করি, ফেলফেল চায়॥
বিদেশী নিকটে ছিল, তাহারেও জিজ্ঞাসিল,
সেও নিরুত্তর হ'য়ে, মাথা চুলকায়!
শরৎ বুঝিল মনে, "সেই প্রেমে দুই জনে,
মজিয়া, দম্পতীভাবে, রয়েছে হেথায়!।

বিদেশির প্রতি করি, বহু তিরস্কার।
কহিলা "তোমার নহে, ভদ্র ব্যবহার॥
পাঠালাম কুলজারে, পতি-গৃহে থাকিবারে,
তুমি কি না ধর্ম্ম নাশ, করিলা ইহার?"
বিদেশী ভয়েতে ত্রস্ত, ধরি শরতের হস্ত,
বলে "অপরাধ ক্ষমা, করহ আমার!।"

শরৎ কহিলা, "দোষ, ক্ষমিবার নয়।
ক্ষমি যদি বেশি দোষ, চপলার হয়॥"
জিজ্ঞাসিলা চপলায়, "যথার্থ বল আমায়,
তুমি কি স্বেচ্ছায় কুল, ত্যজেছ নিশ্চয়?
অথবা বিদেশিসনে, মজিয়াছ প্রলোভনে,

কুল, ধর্ম্ম, মান, এই ক'রেছে বিলয় ।?"

নখে মাটি খোঁটে রামা, লজ্জায় পড়িয়া ।
ইহার উত্তর দিবে, কেমন করিয়া ।?
আমোদনেতে রত, শরৎ আবার কয়,
"বল বল না বলিলে, দিবনা ছাড়িয়া ।"
দেখি পীড়াপীড়ী বড়, শরৎ না ছাড় দড়,
উত্তর করিল রামা, সরম খাইয়া ॥

"প্রণয় কি হয় কভু, একের যতনে ?
প্রথমেতে অনুরাগী, দোঁহে মনে মনে ॥
অনুরাগ হ'লে পরে, যতন মিলন তরে,
সাধ অনুসারে যত্ন, করে দুই জনে ।
তুমিত্ত আবর লও, বিবেচনা ক'রে লও,
হ'তে পারে বেশি দোষ, কাহার কেমনে ॥"

চপলার কথা শুনি, শরৎ বুঝিল ।
"এখানে মুরব্বিপনা আর না সাজিল ॥
জানিত চপলা সেই, আমারেও জানে এই,
আমারে নাপেয়ে শেষে, এ প্রেমে মজিল ।
মিছা গণ্ডগোল আর, জেনে লই সমাচার,
কি প্রকারে দুই জনে এখানে মিলিল ॥"

হাসিয়া কহিলা, “ভাল, কহ বিনোদিনি !
কোথায় কেমনে তোমা, পাইলেন ইনি ?।”
দেখি শরতের হাস্য, প্রকাশ করিয়া আস্য,
কহিল, জানত আমি পতি-বিরহিণী।
কপালে আছিল যাহা, কালেতে ঘটেছে তাহা,
সুধু আমি নহি এতে, রাধা কলঙ্কিনী !!

শুনিতে চাহিলে কহি, শুন সে ব্যাপার।
তুমিত পাঠায়ে দিলে, শ্বশুর-আগার ॥
পড়েছি বিদেশি-প্রেমে, তুমি বুঝেছিলে ক্রমে,
পথে আসি মিলিলাম, দুজনে আবার।
সেই হ'তে এই স্থলে, আছি যেন দুধে জলে,
বন্ধুভাবে এই দোষ, ক্ষমহ আমার” ॥

সুষমা বসিয়া ছিলা, ঘরের ভিতর।
এ সব বৃত্তান্ত করি, শ্রবণ-গোচর ॥
দেখিতে হ'লো বাসনা, কে বা বটে এ ললনা,
মুখ বাড়াইয়া দেখি, কহিলা সত্বর।
“একি বিচারকাআজে ! তুমিই এ কাযে ম'জে,
কলঙ্কিনী হ'লে ? ছিছি একি ঘৃণাকর ॥”

সুষমার কথা, শুনিয়া শ্রবণে,
কহিলা শরৎ, "তুমি, চিনিলা কেমনে ?"
সুষমা উত্তর করে, "বিচারক স্নেহভরে,
কাসীমবাজারে মোরে, রাখিলা ভবনে !
দেখিয়াছি চপলায়, তখন ছিল তথায়,
সখীভাবে, হাসিত খেলিত মোর সনে ॥

তখন শুনেছি, এর বিবরণ।
বিবাহান্তে পতি-সঙ্গ, না পায় কখন ॥
ইহার শ্বশুর-ধাম, দেবীপুর নাম গ্রাম,
চতুর পতির নাম, করেছি শ্রবণ।
তুমি গেলে যে সময়ে, চপলা ছিল আলয়ে,
কাসীমবাজারে বাসা, নহে সে ভবন ॥

চিনেছিসে তুমি, শুনি যার স্বর।
স্বরে পিতৃতুল্য হবে, ইহার সোদর ॥
তিনি যুবজানি হ'য়ে, থাকেন আপনালয়ে,
চপলাও তথায়, থাকিত নিরন্তর।"
এই বার্ত্তা শুনি কাণে, শরৎ আশ্চর্য্য মানে,
বিদেশির প্রতি ক্রোধ, বাড়ে অতঃপর।

কহিলা, "বিদেশি। তোমারি দোষেতে।

অবলা সরলা মগ্ন, এ পাপ-পঙ্কেতে ?।
তব পাপ-চেষ্টা ক্রমে, চপলা প'ড়েছে ভ্রমে,
নতুবা অবশ্য যেত, স্বামি-ভবনেতে ।
অতিশয় পাপী তুমি, লোকে অবিশ্বাস-ভূমি,
আমিওত পর, রেখেছিনু সখ্যেতে ।।

ভদ্রের আকারে, অভদ্র আচার ।
কুলজা কুলটা, ভিন্ন করনা বিচার ।।
হোকনা চপলা মন্দ, ত্যজিত কি লজ্জা-বন্ধ,
প্রলোভনে মুগ্ধমন, না হ'লে উহার ?।
জেনে শুনে পাপ কর, লোকধর্ম্মে নাহি ডর,
হেন ব্যভিচার দোষ, নহে ক্ষমিবার" ।।

বিদেশির প্রতি, এরূপ প্রকারে ।
তিরস্কার করি, নিরখিল চপলারে ।।
তাহারেও তিরস্কার, করিতে বাসনা তাঁর,
মুখরা ভাবিয়া কিন্তু, ডরিলা তাহারে ।
যথায় নাহি মানসা, তথায় মুরব্বিপনা,
খাটিবেনা জেনে শুনে, কে করিতে পারে ?।

যদিও চপলা, মুখরা বিষম ।
ত্যজেছে নারীর যোগ্য, সরম সম্ভ্রম ।।

পরিচয় ব্যক্ত হ'লে হেঁটমাথা নাহি তো'লে,
চেনা লোকে দোষী হ'লে, বড়ই সরম।
মুখে কথা নাহি ফোটে, পদ নখে মাটী খোঁটে,
বুকে সরমের ঢেঁকি, পড়ে দম্‌দম্‌ ॥

বিদেশির নিদ্রা যেন, ভাঙ্গিল এখন :
ক'রে সুষমার বচন শ্রবণ ॥
না বুঝি করিয়া পাপ, পরিণামে পেয়ে তাপ,
যেমন মনের উচাটন।
তেমনি হইয়া মন, অন্তরেতে চিন্তে ঘন,
ফেল ফেল নয়নে ঈক্ষণ ॥

অথবা যে পরঘর, ভাবি নিজঘরে।
ভ্রমে অনল লাগায়ে দগ্ধ করে ॥
শেষে ভ্রম ঘুচে গেলে, নিজগৃহ টের পেলে,
খেদেতে যেমন ফেটে মরে।
বিদেশী তেমনি ধারা, হ'লো ঠিক বোকা পারা,
চমৎকার ভাবিয়া অন্তরে ॥

জ্ঞানাঞ্জনে হ'লে পরে নির্ম্মল নয়ন।
যেন দেখায় নবীন পুরাতন ॥
সুষমার সে কথন, বিদেশির জ্ঞানাঞ্জন।

চপলায় দেখায় নূতন।
চপলারে দেখে ক্ষণে, ক্ষণে চিন্তে মনে মনে,
এই ভাবে গেল বহু ক্ষণ।।

বিদেশির হেন ভাব কেন যে হইল!
দেখি শরৎ বুঝিতে নাপারিল।।
"বিলম্বে নাহিক ফল, কাসীমবাজারে চল."
বিদেশির প্রতি আজ্ঞা দিল।
"যদি না যাইতে চাও, জোর করি লব তাও,
মুখে মুখে ভাঙ্গিয়া কহিল।।

"এদেশের শান্তিরক্ষা, যেই জন করে।
তুমি লয়েছ তাঁহার কন্যা হ'রে।।
তিনিই করি বিচার, যে শাস্তি হয় ইহার,
আপনি দিবেন তবোপরে।।"
ইহা বলি সঙ্গিগণে, বলে, "উঠ সর্ব্বজনে,
নাহি রব চলহ সত্বরে!!"

সরমেতে বিদেশির, বাক্য নাহি সরে।
কিছু না কহিতে নয় কিবা করে॥
হেঁটমাথা করি কয়, "শুন শুন মহাশয়!
শাস্তি দিতে হইবেনা পরে।

যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহারে তেমনি ধর্ম্ম,
শাস্তি দেন মরম-ভিতরে ॥

থাকিবেনা ছাপা, তাই কহি প্রকাশিয়া।
শুন সুহৃদভাবেতে মন দিয়া ॥
ঘটিয়াছে এ সকল, বহুবিবাহের ফল,
নিজ-মৃত্যু স্বখাদে ডুবিয়া।
তব সঙ্গিনীর বাক্যে, চেতন পেলাম লক্ষ্যে,
ছিছি লাজে মরি গুমরিয়া ॥

শুনিলেন যে চতুর, চপলার স্বামী।
সেই পামর চতুর এই আমি ॥
বিবাহ করিয়া পরে, না যাই শ্বশুর-ঘরে,
বহু ভার্য্যা এতে নহি কামী।
ঘটনা ক্রমে ইহাঁর, পতি থাকি হই জার,
খ্যাতি হ'লো দশদিক্-গামী ॥"

শুনি বিদেশির বাণী।
শরৎ কহিলা, "তুমি চতুর তা জানি ॥
চাতুরী করিয়া, চতুর হইয়া,
ফাকি দিবে অনুমানি ?
লম্পটেরা অতি, উপস্থিতমতি,

ভাল হে ভাল কথাখানি !!"
সে বিদেশী পুনঃ কহে।
"শুনিলে যে কথা, তাহা সত্য মিথ্যা
মিথ্যা ভাব কেন, কে বা আছে হেন
গ্লানি কহি, গ্লানি সহে ?
না কহিলে নয়, তাই সমুদয়,
কথা, গুপ্ত নাহি রহে॥"

সবে আশ্চর্য্য মানিল।
শরৎ, সুষমা বিরজা, আর যে ছিল॥
আকাশ হইতে, পড়িল এমতে,
চপলাও চমকিল।
অধিক লজ্জায়, উপরে না চায়,
মাটিতে মাটি হইল॥

"সত্য হ'লে হ'তে পারে।"
ইহা ভাবি শরৎ, প্রমাণ লইবারে॥
নানা প্রশ্ন করে, বিদেশী উত্তরে,
বুঝাইয়া দেয় তাঁরে।
কহিল বিদেশী, "বুঝিবে বিশেষি,
গেলে বিচারকাগারে॥

তিনি চিনেন আমারে।
ইহা হ'তে আর কি, প্রমাণ হ'তে পারে।?"
শুনি এ কথায়, হ'য়ে হৃষ্ট প্রায়,
শরৎ মনে বিচারে।
"কথা মন্দ নয়, বিচার নিশ্চয়,
হ'য়ে যাবে একেবারে॥"

বিদেশী কহে আবার।
"শুন এক অনুরোধ আছয়ে আমার॥
করহ স্বীকার, সব সমাচার,
হবেনা কভু প্রচার।
হইলে প্রচার, বহি লজ্জা-ভার,
দেশে থাকা হবে ভার॥"

শরৎ করে স্বীকার।
"যদ্যপি চতুর হও, হবেনা প্রচার॥"
সন্তুষ্ট হইয়া, বিদেশী ধাইয়া,
করেতে ধরিল, তাঁর।
পরে সবাকার, অতিথিসৎকার,
করে করি সদাচার॥

পরদিন প্রত্যুষেতে।

কাসীমবাজারে সবে, চলে একত্রেতে ॥
আসি উত্তরিল, ভৃত্যে বার্ত্তা দিল,
বিচারক সম্ভ্রমেতে।
আসি আগুবাড়ি, ল’য়ে যায় বাড়ী,
সুখ লভি হৃদয়েতে ॥

শরৎ সহিত, দেখি আচম্বিত,
সুষমা, চপলা, বিদেশী।
বিচারের পতি, চমকিত অতি,
জিজ্ঞাসে সম্বাদ বিশেষি ॥
“শরৎ তোমার, বিপদ ব্যাপার,
শুনিয়া তোমার জীবনে।
সন্দেহ করিয়া, দুঃখিত হইয়া,
ভেবেছি জাগ্রতে স্বপনে ॥
পরে সমাচার, পাইয়া তোমার,
দেখিতে বাসনা করিয়া।
ভাবিতেছি মনে, তব বিবরণে,
আশ্চর্য্য মানিব শুনিয়া ॥
আশ্চর্য্য যেমন, করেছি চিন্তন,
ততোধিক দেখি ঘটনা।
চপলা চতুর, সুষমা মধুর,
সাক্ষাৎ আশ্চর্য্য যোটনা।

চপলা কেমনে, চতুরের সনে,
মিলিল না পাই ভাবিয়া।
বল বল বল, সে কথা সকল,
সুখিত হইব শুনিয়া॥
এ কথা শুনিয়া, হৃদয়ে ভাবিয়া,
শরৎ বিচার করিল।
"বিদেশী, চতুর, শঙ্কা হ'লো দূর,
প্রতিজ্ঞা পালিতে হইল॥"
যদি এই কথা, করিয়া অন্যথা,
বারতা চপলা ঘটিত!
যত ব্যভিচার, না করি প্রচার,
অন্য ভাবে করে রটিত॥
শরৎ কি বলে, ভাবি চিন্তানলে,
চপলা চতুর দুজনে।
দহিতে লাগিল, নয়ন মুদিল,
ভয়ে কাঁপি উঠে সঘনে॥

বিচারকে সম্বোধন করিয়া।
চপলা চতুরে চাহিয়া॥
কহিলা শরৎ, ঘটে যথাবৎ, প্রথম আপৎ,
স্মরিয়া।

"দস্যুতে ঘেরিল, সমর বাধিল, মুর্চ্ছিত হইল,
যুঝিয়া ।।"

বিচারক এই কথা শুনিয়া।
দশনে অধর চাপিয়া ।।
ক্রোধভরে কয়, "অরে দুরাশয়, মাধব নির্দ্দয়,
হইয়া।
মিলি দশজনে, পাড়িলি কেমনে, এমন সুজনে
ধরিয়া।"

শরৎ কহিল, "পেয়ে চেতনে।
দেখি কেহ নাহি সে স্থানে ।।
বিপদ দেখিয়া, ব্যাকুল হইয়া, বেড়াই খুঁজিয়া,
সঘনে।
সন্ধান হলোনা, হলো বিবেচনা, হরেছে ললনা
দুর্জ্জনে ।।

ক্ষণপরে পাইলাম দেখিতে।
পড়িয়া রয়েছে ভূমিতে ।।
সুষমার প্রায়, চিহ্ন সমুদায়, বুক ফেটে যায়,
ভাবিতে।
নিশ্চয় হইল, ডাকাতে মারিল, এ প্রাণ বাঁচিল,
কাঁদিতে ।।

কাঁদি আর হায় হায় করিয়া।
ভ্রমিছি বাতুল হইয়া ॥
দেখিয়া নয়নে, মেখলা বসনে, তুলিয়া যতনে,
লইয়া।
হৃদে রাখি তাই, জীবন যুড়াই, সোজা পথে যাই,
চলিয়া „ ॥

বিচারক কহে,"বৃথা ভ্রমিলে।
বৃথা এত দুখ সহিলে ॥
ভ্রমেতে ভুলিয়া, আমারে স্মরিয়া, কেননা ফিরিয়া,
আসিলে ?
হারায়ে সুযোগ, ঘটিল দুর্যোগ, কপালের ভোগ,
ভুগিলে ॥"

শরৎ কহিল,"কাল নাহ'লে।
অসুখ ত্যজিবে কি ব'লে ॥?
সে ল'য়ে চলিল, বেগ না ফিরিল, আনিয়া ফেলিল,
যে স্থলে।
সে ফুল-কানন, দেখি হৃষ্টমন, পাতিনু আসন,
বিরলে ॥

অতি দুঃখি-বেশে মোরে দেখিয়া ;
চপলা নিকটে আসিয়া ॥
আতিথ্য কারণ, কাতর বচন, তাতে নাহি মন
বুঝিয়া ।
চপলা চলিল, সন্ধ্যাও হইল, বিপদ আইল,
ধাইয়া ॥

জনকের অনুচর আসিল।
ছলে মোরে ডাকি লইল ॥
কিছু না বলিয়া, এক গৃহে গিয়া, আবদ্ধ করিয়া
রাখিল।
দয়া-মূর্ত্তিমতী, এই গুণবতী, সেইক্ষণে মুকতি
হইল ॥

সবে সেসময়ে, মধ্য রজনী।
বেগে পলাইনু অমনি ॥
চপলাও ধায়, পাছু নাহি চায়, জিজ্ঞাসিনু তাঁয়,
তখনি
তুমি কোথা যাও ? কেনবা পলাও, গৃহে ফিরি যাও,
এখনি

তাহে এই প্রত্যুত্তর, করিল।
"চপলা মরিতে চলিল ॥

কালি তবর্শনে, সাক্ষাৎ কারণে, ভ্রষ্টা সর্ব্বজনে,
ভাবিল।
সহি পরিবার, বাঁচি নাহি সাধ, বাঁচিবার সাধ,
মিটিল॥

মরিতাম কালি, জলে ডুবিয়া।
ছিনু তব মুক্তি লাগিয়া॥
তোমার মোচন, হইল এখন, চলেছি মরণ,
চাহিয়া॥
শুনি এই মত, বুঝাইনু কত, নাবুঝে বিরত,
হইয়া॥

কহিলাম মৃত্যু-ইচ্ছা ছাড়িয়া।
স্বামীর ভবনে যাইয়া॥
থাক মনসুখে, এসোনা এ মুখে, মরিবে কি দুখে,
ভাবিয়া।
এ কথা শুনিয়া, নিশ্বাস ত্যজিয়া, কহিল কাঁদিয়া,
কাঁদিয়া॥

"আছে কি, না আছে, স্বামী কে জানে?
বেড়ায় যেখানে সেখানে॥
বিবাহ করিয়া, গেছে যে চলিয়া, না এল ফিরিয়া,

এখানে ।
কোথা পাব তারে, যাব কোথা কারে, তাজিব এবারে
পরাণে ॥"

এই শেষকথা, শুনি শ্রবণে ।
ক্ষান্ত করি আশু মরণে ।
ভ্রমি নানা দেশ, চন্দ্রের শেষ, পাইয়া উদ্দেশ,
যতনে ।
চপলার দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, যাই পালটিয়া,
ভ্রমণে ॥

চপলার বিবরণ, শ্রবণে ।
মনের সন্দেহ ছেদনে ॥
চপলার প্রীতি, বিচারের গতি, হয় তুষ্ট অতি,
এক্ষণে ।
ভয় গেল দূরে, হর্ষ আসি স্ফুরে, চপলা চতুরে,
দুজনে ॥

"কহিলাম মিথ্যা বিবরণ ।
চপলা-চতুর-তত্ত্ব, করিয়া গোপন ॥
জানিয়া শুনিয়া সব, করিলাম অপহ্নব,
পরিণামে তাপ সব, বুঝি এ কারণ ।

অথবা পরোপকারে, মিথ্যা বলা হ'তে পারে"
চিন্তে ইহা বারে বারে, শরতের মন ॥

পুনরায় কথা আরম্ভিল।
"অবিরত ভ্রমণের, ইচ্ছা নিরখিল ॥
এক স্থানে বসি শেষ, ধরিলাম যোগি-বেশ,
নিজতত্ত্ব সমুদ্দেশ, সে বেশে করিল।
মাধব ধরিয়া সূত্র, আসে হ'য়ে নার পুত্র,
জননী মাতা আসি পুত্র, প্রকাশ হইল ॥

বিচারক হৃষ্ট হয়ে কয়।
"কি সুখী হ'লাম তাহা বলিবার নয় ॥
বিধি হ'য়ে অনুকূল, এত দিনে দিলে কুল,
তোমার দুঃখের মূল, এইবারে ক্ষয়।
ফিরিয়াছে শুভাদৃষ্ট, হঠাৎ পাইলে ইষ্ট,
আর না হইবে কষ্ট, জানিবে নিশ্চয়।"

শরৎ কহিল, "তার পর।
তব আবাহনে আসি, হইয়া সত্বর ॥
সরমা জীবিত নাই, বিশ্বাস আছে ইহাই,
পথেতে হঠাৎ পাই, এ প্রাণ-সোসর ॥
স্বামীসহ চপলারে, সঙ্গে করি একেবারে,

আসিলাম ভেটিবারে, ত্বদীয় গোচর ॥"

সুষমার প্রতি দৃষ্টি ক'রি।
কহিলেন বিচারক, বলহ বিবরি ॥
কেন কেন কি উদ্দেশে, ধরিয়া ভৈরবী-বেশে
ছিলে কষ্টে সে বিদেশে, গৃহ পরিহরি
সুষমা নীরবে রয়; শরৎ সে কথা কয়.
যেমন সে পরিচয়, ব'লেছে সুন্দরী ॥

বিচারক হ'য়ে আনন্দিত।
নানাকথা বার্ত্তা কহে শরৎসহিত ॥
অনুরোধ করি তায়. দুদিন রাখি তথায়,
গোঘাটে করে বিদায়, তুষি যথোচিত।
সুষমা বিরজা সঙ্গে, গোঘাটে, প্রবেশি রঙ্গে,
হ'লো শরতের অঙ্গে, পুলক পূরিত ॥

সুষমার মাতা, পিতা, সুষমা বিহনে।
অবিশ্রাম কাঁদে দোঁহে, বসি নিরাসনে ॥
দাসদাসী যত, নয় বটেতত, শোকেতে নিয়ত,
তাপিত মনে।
তথাপি আলয়, দেখি মনে হয়, শোকের নিলয়,
এই এক্ষণে ॥

গিয়াছে সুষমা তার, সুষমার সনে।
আকাশে কি শোভা থাকে, চন্দ্রমাবিহনে ?।
ধনী এল ঘরে, ঘর আলো ক'রে পুনঃশোভাধরে,
সেই ভবনে।
মেঘে থাকি ঢাকা, পুনঃ দিল দেখা, গগণের রাকা,
যেন গগণে॥

সহসা সুষমা আসি, করে সম্বোধন।
মৃত-কাযে হলো যেন, সুধা-বরিষণ॥
ভাবে সে প্রকার, মাতাপিতা তার, চমকি দোহার,
মন নয়ন।
দেখে দাঁড়াইয়া, সুষমা আসিয়া, শরতে লইয়া,
ডাকে সঘন॥

"আজি একি সুষমা, আমার এল ঘরে!
একা নয় হারান শরতে, সঙ্গে ক'রে!!
ছিলনা অন্তরে, এত হবে পরে, সুখের উপরে,
সুখ নিগরে"।
এ কথা বলিয়া, উভয়ে মিলিয়া, কন্যাকে টানিয়া,
হৃদয়ে ধরে॥

প্রতিবাসী যেই শুনে, এই সমাচার।

সেই আসে ধেয়ে, রমাপতির আগার ।।
সকলের মন, আনন্দে মগন, তাহাতে যখন,
শুনে আবার।
উভয়ের পাশ, সব ইতিহাস, অধিক উল্লাস,
হয় সবার॥

রমাপতি পেয়ে, শরতের পরিচয়।
কহিল জামাতা হেন, ভাগ্যে কারো হয়॥
সত্বর হইয়া, সুদিন দেখিয়া, কন্যা সমর্পিয়া,
সন্তোষে রয়।
নিবর্ত্তিল দুখ, প্রবর্ত্তিল সুখ, হ'লো কি কৌতুক,
কবার নয়॥

কিছু দিন বাস করি, শ্বশুর-সদনে।
শরৎ ইচ্ছিলা যাই নিজ নিকেতনে॥
শ্বশুরে তুষিয়া, বিদায় লইয়া, সস্ত্রীক হইয়া,
আসি ভবনে।
বধূর সহিত, হ'য়ে উপনীত, করে হরষিত,
মায়ের মনে॥

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৫	নর কলেবর	নবকলেবর
১৫	১৩	উল্লাষে	উল্লাসে
১৭	৫	পায়ে	পারে
[illegible]	৭	স্পাটিক	স্ফটিক
২৩	১২	স্বভ্র	শুভ্র
২৩	২০	সোনা	সোণা
২৫	১৭	স্বভ্র	শুভ্র
৩১	৫	অনির্ব্বচনীয়	নির্ব্বচনীয়
৩৪	২১	মায়	যায়
৩৭	৩	মান	মান
৪২	১১	ফেণাপেনা	ফেণাফেনা
৪৬	১১	সঙ্গিণী	সঙ্গিনী
৪৮	৩	লাবনা	লাবণ্য
৪৮	৩	সোনা	সোণা
৫৮	১০	সঙ্গিণী	সঙ্গিনী
৫৯	১২	গিন্নি	গিন্নী
৭২	২২	গিন্নি	গিন্নী
৭৪	১৫	পাথারে	পাথারে
৮২	১৮	আশা	আশা
৯০	১৭	ভোলেনা	ভোলেনা
৯৩	৩	জজৎ	জগৎ
৯৮	৮	জাণ	[illegible]
৯৮		[illegible]	[illegible]